উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮১,১০৬.৬৫ (+১০৭.২৫)

নিফটি : ২৫,০৪৪.৬৫ (+৫৮.২৫)



রামায়ণে সীতার অ্যাকশন, রেগে লাল মুকেশ ৮



ট্রেনে-বাসে আগুন, অশান্ত বাংলাদেশ ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

| শিলিগুড়ি | জলপাইগুড়ি | কোচবিহার | আলিপুরদুয়ার |
|---|---|---|---|
| ২৮° সর্বোচ্চ / ১৬° সর্বনিম্ন | ২৭° সর্বোচ্চ / ১৬° সর্বনিম্ন | ২৭° সর্বোচ্চ / ১৫° সর্বনিম্ন | ২৮° সর্বোচ্চ / ১৫° সর্বনিম্ন |



বুদ্ধবাবু সৎ, কিন্তু দলটা... : শুভেন্দু ৫

শিলিগুড়ি ২৪ কার্তিক ১৪৩৩ বুধবার ৫.০০ টাকা 11 November 2026 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 172

# জল নিয়ে অথই জলে শহর

**নিতাই সাহা**

**শিলিগুড়ি, ১০ নভেম্বর :** অন্যান্য দিনের মতোই মঙ্গলবার সকাল থেকেও শহরের বহু বাসিন্দা পানীয় জলের অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু ঘড়ির কাঁটা ন'টা ছুঁইছুঁই করলেও এদিন সকালে একাধিক এলাকায় বাড়ি কিংবা ফ্ল্যাটে জল পৌঁছায়নি। কোথাও প্রায় এক ঘণ্টা পরে জল এলেও তা রাস্তার ধারের স্ট্যান্ডপোস্টে মিলেছে। বাড়িতে জল না পেয়ে বালতি, বোতল হাতে বাসিন্দারা সেখানেই ভিড় করেন। কিন্তু স্ট্যান্ডপোস্টে জলের চাপ এতটাই কম ছিল যে, সামান্য জল সংগ্রহ করতেও দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছে। পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে ক্ষোভ বাড়ছে। অন্যদিকে, এই পরিস্থিতিতে প্রশাসক পরিচালিত পুরনিগমের ভূমিকা নিয়ে প্রাক্তন কাউন্সিলাররা প্রশ্ন তুলেছেন।

২৯ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলার শরদিন্দু চক্রবর্তী বলেন, 'শহরের একাধিক ওয়ার্ডেই পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। পানীয় জল পরিষেবা প্রায় অনিয়মিত। যদিও এনিয়ে বর্তমান সময়ে পুরনিগমের তরফে সেভাবে নজরদারি নেই। প্রশাসক পরিচালিত পুরনিগমের উদাসীনতার জেরেই এই সমস্যা তৈরি হচ্ছে। সাধারণ মানুষকে তার ফল ভোগ করতে হচ্ছে।' শহরের বিভিন্ন এলাকায় এই পরিস্থিতির কারণ জানতে চাইলে পুরনিগমের এক আধিকারিক বলেন, 'চাহিদা অনুসারে জোগান খানিকটা কম থাকায় কিছুটা সমস্যা হচ্ছে। এদিন সকালে কয়েকটি অভিযোগ এসেছিল। অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হয়েছে।'

শহরের ৭, ১৯, ২২, ২৩, ২৯, ৩৪, ৩৯ এবং ৪১ নম্বর ওয়ার্ড সহ একাধিক এলাকায় এদিন পানীয় জলের সমস্যা দেখা দেয়। অভিযোগ, ওই ওয়ার্ডগুলির বড় অংশেই সকালে নির্ধারিত সময়ে জল সরবরাহ হয়নি। ২২ নম্বর ওয়ার্ডে প্রায় এক ঘণ্টা দেরিতে জল এলেও তা পানের যোগ্য ছিল না বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের একাংশের। ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে বাড়ি কিংবা ফ্ল্যাটে জল না পেয়ে অনেকে সকাল ৯টার দিকে স্ট্যান্ডপোস্টে যান। এলাকার বাসিন্দা রিঙ্কি দে সরকার বলেন, 'সকাল থেকে অপেক্ষা করে ছিলাম। তবে ফ্ল্যাটে জল আসেনি। বাধ্য হয়ে ঘরের সব কাজ ফেলে রাস্তার ধারের স্ট্যান্ডপোস্টে জল নিতে আসি। কিন্তু এখানে জলের চাপ এতটাই কম যে, মাত্র পাঁচ লিটার জল পেতে ১০ মিনিট অপেক্ষা করতে হচ্ছে।'

এরপর দশের পাতায়



■ মঙ্গলবার সকালে শিলিগুড়ির একাধিক ওয়ার্ডে নির্ধারিত সময়ে পানীয় জল মেলেনি

■ কোথাও স্ট্যান্ডপোস্টে খুব ধীরগতিতে জল পেয়ে ক্ষোভ জানিয়েছেন স্থানীয়রা

■ পুরনিগমের নজরদারির অভাবেই সমস্যা বাড়ছে বলে প্রাক্তন কাউন্সিলারদের অভিযোগ

শীতের শ্রীনগর



শীতল জলে প্রাতর্ভ্রমণ পরিযায়ী পাখিদের। ডাল লেকে মঙ্গলবার। -পিটিআই

# এবার 'দূষণ কম', মন্ত্রীর কথায় বিস্ময়

**রণজিৎ ঘোষ**

**শিলিগুড়ি, ১০ নভেম্বর :** কালীপুজোর দিনকয়েক আগে থেকে শিলিগুড়ি শহর ও সংলগ্ন এলাকায় দেদার বাজি ফাটায় আতঙ্কে দিন কেটেছে সচেতন নাগরিকদের। চায়ের ঠেক থেকে সমাজমাধ্যমের ওয়ালে চোখ-কান পাতলে সেই আভাস কিছুটা মিলছে। বিশেষ করে পুজো ও তার পরদিন লাগাতার শব্দ এবং নিষিদ্ধ আতশবাজি ফাটানোয় ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছিল চারপাশ।

প্রায় প্রত্যেকেরই দাবি, এবার শিলিগুড়িতে রেকর্ড পরিমাণ শব্দবাজি ফাটানো হচ্ছে। হাসপাতাল-নার্সিংহোমে ভর্তি থাকা রোগীর পরিজনরা নিজেদের তিক্ত অভিজ্ঞতা শুনিয়েছেন। সোমবার সারারাত সূর্যনগর মাঠ, শক্তিগড়, প্রধাননগর, সুভাষপল্লির একাংশে দেদারে বিকট শব্দ শোনা গিয়েছে।

যদিও শহরের বিধায়ক তথা পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষের



দাবি, 'অন্যবারের তুলনায় এবার শব্দবাজির দাপট কম।' তিনি দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তথ্য দেখিয়ে দাবি করেন, বিগত বছরগুলির তুলনায় এবছর শিলিগুড়ির এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (একিউআই) অনেকটাই কম ঝুঁকিপূর্ণ। কোথা থেকে কীভাবে শব্দবাজি এলে, ইংরেজি নববর্ষে এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা সহ বিভিন্ন বিষয়ে পুলিশের সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী। শংকরের সঙ্গে অবশ্য একমত নন পরিবেশপ্রেমী, শহরবাসীর বড় অংশ।

কালীপুজোয় শব্দবাজির ব্যবহার রুখতে এবারও কড়া বার্তা দিয়েছিল রাজ্য সরকার। রাত ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্ত দু'ঘণ্টা শুধুমাত্র সবুজ বাজি পোড়ানো যাবে বলে জানানো হয়। শিলিগুড়িতে বেশ কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন শব্দবাজির ব্যবহার রুখতে রাস্তায় নেমে সচেতনতার বার্তা দিয়েছিল। প্রশাসনিক কড়াকড়ি চেয়ে মন্ত্রী শংকর ঘোষের কাছেও দরবার করেন পরিবেশপ্রেমীরা। আশ্বাস দেন মন্ত্রী।

এরপর দশের পাতায়

# প্রণবের প্রধানমন্ত্রিত্বে আপত্তি সোনিয়ার



**স্মৃতিকথায় বাঙালির স্বপ্নভঙ্গের কারণ ফাঁস**

**নয়াদিল্লি, ১০ নভেম্বর :** দু'বার বাঙালির প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সুযোগ ব্যর্থ হয় সংশ্লিষ্টদের দলের বাধায়। ইচ্ছে থাকলেও জ্যোতি বসুর প্রধানমন্ত্রিত্বের সম্ভাবনা আটকে দিয়েছিল তাঁর দল সিপিএম। প্রণব মুখোপাধ্যায়ের ইচ্ছেয় বাদ সাধেন তৎকালীন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধি। ফলে ধুতি-পাঞ্জাবি পরতে অভ্যস্ত আদ্যোপান্ত দুই বাঙালির আর দেশের প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে বসা হয়নি।

জ্যোতি বসু সম্পর্কে সিপিএমের আপত্তির কথা বহুল প্রচারিত। কিন্তু প্রণব সম্পর্কে সোনিয়ার অনিচ্ছা নিয়ে জল্পনা থাকলেও এতদিন নিশ্চিত ছিল না। সেই হাটে হাঁড়িটা ভেঙে দিলেন খোদ সোনিয়াই। কংগ্রেস সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সনের স্মৃতিকথা 'বিলংগিং-এ জার্নি অফ লাভ'-এ সেই তথ্য

এরপর দশের পাতায়



উত্তরের খোঁজে

# তীব্র আতঙ্কে যখন পশু আর মানুষে ফারাক নেই

**রূপায়ণ ভট্টাচার্য**



উন্নয়নের ভারতে, 'সুনার বাংলা'য় এখন দুটো ভয়াবহ দৃশ্য ভাবনার খোরাক হয়ে যায়। এক দৃশ্যে মানুষ, অন্যটায় পশুপাখি।

এক দল ছুটছে একটু জায়গার জন্য। অন্য দল ছুটছে একটু আশ্রয়ের খোঁজে। এক দল বুকে আতঙ্ক নিয়ে গাদাগাদি ট্রেনে দাঁড়িয়ে। আতঙ্কিত অন্য দল রাস্তায় দিগবিদিক ছুটে বেড়াচ্ছে। একদল প্রতিবাদ করতে পারে, সেই প্রতিবাদ শোনার লোক নেই। অন্য দল প্রতিবাদও করতে পারে না। শুধু কাঁপতে পারে। কুঁকড়ে যেতে পারে। অসহায় চোখে তাকিয়ে থাকতে পারে।

আশ্চর্য সমাপতন, দুই ছবির পিছনেই আমাদের প্রশাসন। একদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের রেল, অন্যদিকে রাজ্য সরকারের গাফিলতি।

কালীপুজোর সপ্তাহে সামাজিক মাধ্যম ভরে উঠেছিল এমন সব দৃশ্যে, যা দেখলে মনে হয়, আমরা আধুনিক সভ্যতার দিকে এগোচ্ছি, না মধ্যযুগীয় বিশৃঙ্খলার দিকে পিছিয়ে যাচ্ছি! অথবা আরও, আরও পিছনে।

প্রথম ছবিগুলো ভারতীয় রেলের। শুধু চিরাচরিতভাবে বিহার

এরপর দশের পাতায়



শ্যামা কাঁধে ঘাটের পথে। বীরভূমে কালীপুজোর বিসর্জন যাত্রা। মঙ্গলবার। -পিটিআই

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

# এনকাউন্টার তদন্তে সিজ পুলিশের গাড়ি

**বিশ্বজিৎ সরকার**

**রায়গঞ্জ, ১০ নভেম্বর :** রায়গঞ্জের আবদুলঘাটা এলাকায় নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনের মামলার মূল অভিযুক্ত দিলীপ রায়ের মৃত্যুর পর এনকাউন্টার ঘিরে রাজ্য ফরেন্সিক ল্যাবরেটরির বিশেষজ্ঞরা তদন্তে নামলেন। তাঁরা মঙ্গলবার বিকেলে রায়গঞ্জ থানার ব্যবহৃত পুলিশের গাড়িটি সিজ করেন। এনকাউন্টারের ঘটনা কীভাবে ঘটেছিল, তা যাচাইয়ের পাশাপাশি ঘটনার পুনর্নির্মাণের জন্য গাড়িটি পরীক্ষা করা হচ্ছে।

৯ নভেম্বর ভোররাতে বাংলা-বিহার সীমান্তের গৌরী গ্রাম পঞ্চায়েতের পাড়ারপুকুর ঘাট,



■ এনকাউন্টারের সত্যতা যাচাইয়ে মঙ্গলবার পুলিশের গাড়ি সিজ করল ফরেন্সিক দল

■ ময়নাতদন্তে উদ্ধার দুটি বুলেট ও দেহের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে

■ সন্ধ্যায় পরিবারের হাতে অভিযুক্তের দেহ তুলে দেওয়ার পর বন্দর শ্মশানে শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়

কুলিক নদীর সংলগ্ন এলাকায় পুলিশ অভিযান চালায়। পুলিশের দাবি, সেই সময় দিলীপ রায় তাঁদের গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালান। পুলিশও পালটা গুলি চালায়। অভিযুক্তের ছোড়া গুলিতে পুলিশের গাড়ির টায়ার ফেটে যায় এবং গাড়িটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পালটা গুলিতে দিলীপ গুরুতর জখম হন। পরে তাঁকে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা ওই ব্যক্তিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা এদিন পুলিশের গাড়িটি পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করেন। গাড়ির গায়ে গুলির দাগ এবং সেগুলি কোন দিক থেকে লেগেছে, সেদিকে ব্যালিস্টিক বিশেষজ্ঞদের নজর ছিল। গুলির চিহ্নের সঙ্গে দিলীপের ব্যবহৃত বলে পুলিশের দাবি করা নাইন এমএম পিস্তলের

এরপর দশের পাতায়

# বাঘিনীর ভুটানযাত্রা রুখতে তৈরি ব্যান্ডপার্টি!

ডুয়ার্স রানিকে নিয়ে ল্যাজেগোবরে বন দপ্তর। তার বিদেশযাত্রা আটকাতে হাজির ঢাক-তাসা, কুনকি। সেইসঙ্গে সুড়ঙ্গ-রহস্য নিয়েও চাপে। এবার তদন্তে নামছে এনটিসিএ।

**অভিজিৎ ঘোষ**

**আলিপুরদুয়ার, ১০ নভেম্বর :** বাঘের পথ আটকাতে এখনই ঘুমপাড়ানি গুলি নয়। বরং বাজবে ঢাক-তাসা। ভুটানের দিকে পা বাড়ালেই নাকি বেজে উঠবে বাদ্যযন্ত্র! সামনে এগিয়ে আসবে কুনকি হাতির দল। বিহার থেকে আসা বাঘিনীকে বক্সার জঙ্গলে আটকে রাখতে এখন এমনই অভিনব কৌশল বন দপ্তরের। উদ্দেশ্য একটাই, কোনওভাবেই ভুটানের সীমানা পেরোতে দেওয়া যাবে না তাকে। কারণ, বাঘিনীর বর্তমান ডেরা থেকে ভুটান সীমান্তের দূরত্ব মাত্র পাঁচ কিলোমিটার। সোমবার থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত চুনিয়াঝোরা এলাকায় অবস্থান করছে বক্সার বাঘিনী বিটিআর টিএফ-১। আর সেখান থেকে অসমের দূরত্ব প্রায় ২২-২৫ কিলোমিটার। অর্থাৎ অসমের তুলনায় ভুটান এখন অনেকটাই কাছে। ফলে অসম থেকে ফিরিয়ে আনার পর এবার বাঘিনী কি পাড়ি দেবে ভুটানে? এই আশঙ্কাতেই নতুন করে তৎপরতা শুরু হয়েছে বক্সায়।

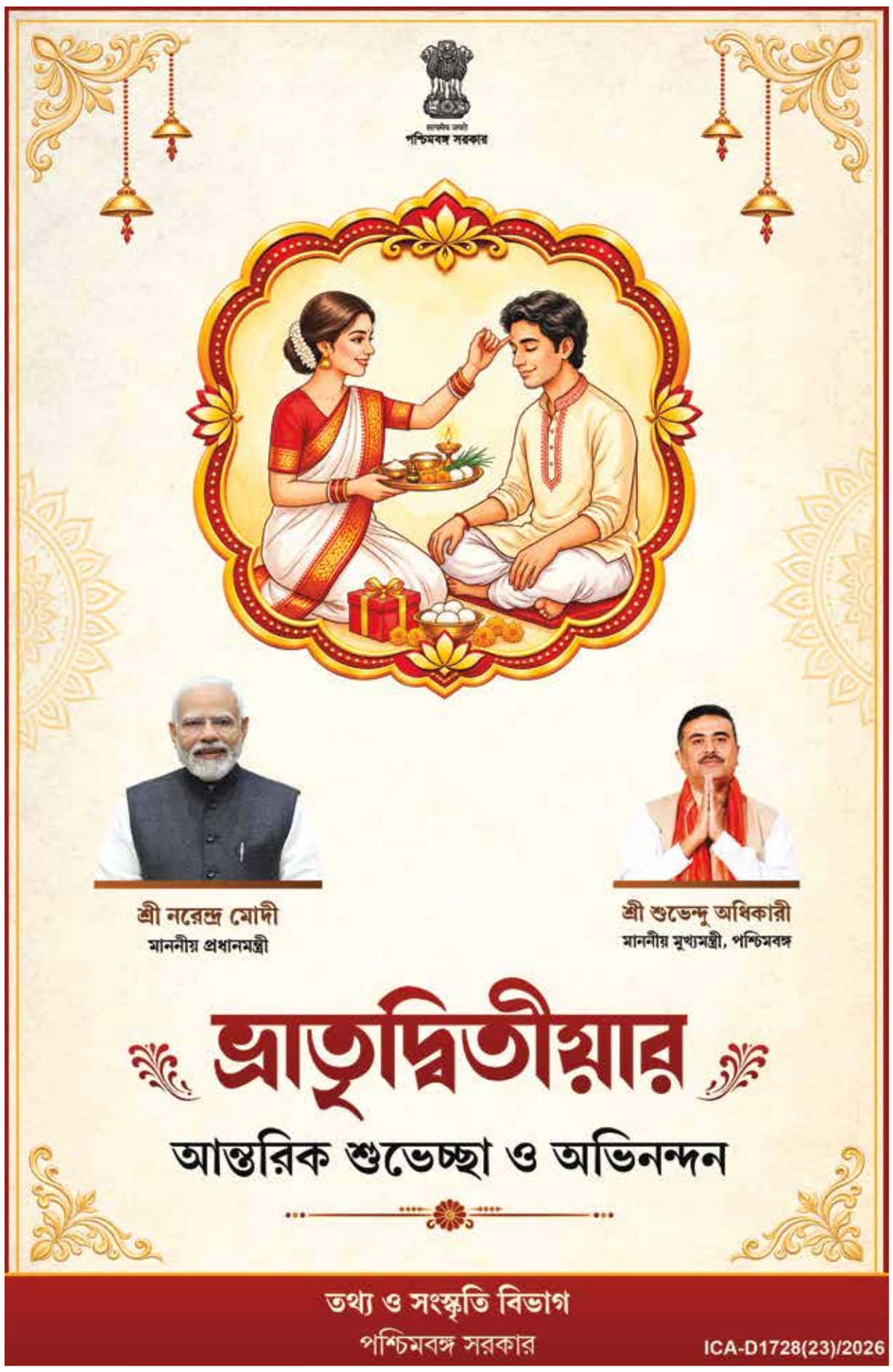
বাঘিনীকে বক্সার জঙ্গলের মধ্যেই ধরে রাখার চেষ্টা অবশ্য সহজ নয়। কারণ, সে যে পথে এগোবে, তা নির্ধারণ করার ক্ষমতা বন দপ্তরের হাতে নেই। তাই নজরদারির পাশাপাশি নানা উপায় খুঁজছেন বনকর্তারা। বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের এক আধিকারিকের বক্তব্য, 'বিভিন্ন উচ্চগ্রামের শব্দে বাঘিনীকে পথ পরিবর্তনে বাধ্য করা যেতে পারে। সেই ভাবনা থেকেই ঢাক, তাসা সহ বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র নিয়ে কার্যত ব্যান্ডপার্টির দল তৈরি রাখা হয়েছে। পাশাপাশি কুনকি হাতির সাহায্যে কিছুটা ভয় দেখিয়েও তাকে ভুটানের দিকে এগোনো থেকে আটকানোর চেষ্টা হতে পারে।'



প্রতীকী ছবি

রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওরাওঁ বলছেন, 'বাঘিনী বক্সায় রয়েছে। রেডিও কলারের মাধ্যমে লোকেশন পাওয়া যাচ্ছে। বাঘিনী যেন লোকালয়ে না চলে যায় অথবা অসমে বা বিহারে না ঢুকে পড়ে, সেইজন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা করা হচ্ছে।' তবে বাঘিনীকে নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে আটকে রাখা যে কঠিন, তা মেনে নিয়েছেন বনমন্ত্রীও।

এরপর দশের পাতায়



# কমলা নয়, আখরোটে আগ্রহ বক্সায়

## চাষের পরিবেশ নিয়ে সংশয়

**প্রণব সূত্রধর**

**আলিপুরদুয়ার, ১০ নভেম্বর :** কমলার বিকল্প আখরোট। বক্সায় এমন সম্ভাবনাই তৈরি হয়েছে। কমলা উৎপাদন আগের মতো না হওয়ায় চাষিদের অনেকেই আখরোট চাষে আগ্রহ দেখাচ্ছেন। চাষিরাও মনে করছেন, কমলা চাষের বিকল্প অর্থকরী ফসল হয়ে উঠতে পারে আখরোট। আখরোট চাষে চিলিং আওয়ার্স বা শীতকালীন তীব্র ঠান্ডার প্রয়োজন বলে জানান উদ্যানপালন দপ্তরের বিশেষজ্ঞরা। আলিপুরদুয়ার জেলার বক্সা পাহাড়ের তাপমাত্রা শীতকালে কমলেও শূন্য ডিগ্রি বা তার নীচে পৌঁছায় না। ফলে বক্সায় আখরোট চাষে কতটা অনুকূল পরিবেশ রয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

তবে কৃষকদের দাবি মেনে বক্সায় আখরোট চাষের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে চাইছে উদ্যানপালন দপ্তর। অরুণ রাই নামের এক চাষির কথায়, 'বক্সার মাটি ও জলবায়ু আখরোট চাষের অনুকূল বলেই মনে করছি। বিশেষ করে এখানকার মাটি ও আবহাওয়ায় আখরোট চাষ বিকল্প জীবিকা হয়ে উঠতে পারে।' গাছের চারা হতে পারে এমন বীজের ব্যবস্থা করার কথা উদ্যানপালন দপ্তরের কর্তাদের বলেছেন চাষিরা। অর্থাৎ এখানকার চাষিরা কমলার পাশাপাশি আখরোট চাষে আগ্রহ প্রকাশ করছেন।

উদ্যানপালন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, আখরোট চাষের জন্য চিলিং আওয়ার্স বা শীতকালীন তীব্র ঠান্ডার প্রয়োজন— যে পরিবেশ কাশ্মীর ও হিমাচলপ্রদেশে দেখা যায়। সেই পরিবেশে আখরোটের ফলন ভালো হয়। এছাড়াও ৮০০ থেকে ১০০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। ফলন হওয়ার সময় আবার শুষ্ক আবহাওয়া জরুরি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রি থেকে ২২ ডিগ্রি সেলসিয়াস আবশ্যক। পরিবেশগত দিক থেকে কিছুটা মিল থাকলেও বক্সা পাহাড়ে তেমন তীব্র ঠান্ডা দেখা যায় না। ফলে আখরোট চাষ নিয়ে চাষিরা আগ্রহ দেখালেও তা কতটা ফলপ্রসূ হবে, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। তবে চাষিদের সঙ্গে কথা বলে পরীক্ষামূলকভাবে আখরোট চাষ করা যেতে পারে বলে মনে করছে উদ্যানপালন দপ্তর।

সম্প্রতি কমলা চাষে ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে চাষিদের। তারপরে আর্থিকভাবে ঘুরে দাঁড়াতে আখরোট চাষকে গুরুত্ব দিতে চাইছেন তাঁরা। কয়েক বছর ধরেই চাষিরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছেন। এমনকি উদ্যানপালন দপ্তরের কর্তাদের কাছে আখরোট চাষের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার দাবিও করেছিলেন তাঁরা। আলিপুরদুয়ার জেলা উদ্যানপালন

দপ্তরের আধিকারিক সুমন কর বলেন, 'আখরোট চাষের অনুকূল পরিবেশ বক্সায় রয়েছে কি না, তা দেখতে হবে। বিশেষ করে তীব্র ঠান্ডা বা চিলিং আওয়ার্স প্রয়োজন। বক্সায় সেই আবহাওয়া তেমন দেখা যায় না। তবে এই বিষয়ে চাষিদের সঙ্গে কথা বলা হবে।'

বক্সা পাহাড়ের আদমা, চুনাভাটি, লেপচাখা, তাসিগাঁও, লামনা সহ একাধিক গ্রামে কমলার বাগান রয়েছে। কমলা চাষে একসময় সাফল্য পেয়েছে বক্সা। এখন আখরোট চাষকে বিকল্প জীবিকা হিসেবে বেছে নিতে চাইছেন চাষিদের অনেকে।


প্রতীকী।



- স্থানীয় চাষিরাও মনে করছেন, কমলা চাষের বিকল্প অর্থকরী ফসল হয়ে উঠতে পারে আখরোট
- বীজের ব্যবস্থা করার কথা উদ্যানপালন দপ্তরের কর্তাদের বলেছেন চাষিরা
- দাবি মেনে বক্সায় আখরোট চাষের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে চাইছে উদ্যানপালন দপ্তর



# ১৩ হাজার বেতনের কর্মীর বদলিতে চাপ

**দীপঙ্কর মিত্র**

**রায়গঞ্জ, ১০ নভেম্বর :** মাসের শেষে হাতে আসে সাড়ে ১৩ হাজার টাকা। সেই টাকাতেই চলে সংসার, সন্তানের পড়াশোনা, বাড়ির সদস্যদের ওষুধপত্র থেকে নিত্যদিনের যাবতীয় খরচ। কোনওরকমে দিন গুজরান হয়। এবার সেই সামান্য আয়ের চাকরিটুকু সামলাতেই নতুন চিন্তা। আচমকা বদলির নির্দেশ এসেছে। যেতে হবে অন্য ডিপোতে। সেখানে কোথায় থাকার জায়গা মিলবে, যাতায়াতের খরচই বা কীভাবে জোগাবেন, পরিবারকে কীভাবে সামলাবেন? এমনই হাজারো প্রশ্নে এখন ঘুম উড়েছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের (এনবিএসটিসি) চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের একাংশের।

সংস্থার তিন দফায় প্রকাশিত বদলির তালিকায় ২০০ জনের ওপরে নাম রয়েছে। তাঁদের মধ্যে চালক ও কনডাক্টররা রয়েছেন। রায়গঞ্জ ডিপো থেকেই বদলি হয়েছেন প্রায় ১৮ জন। কর্মীদের অভিযোগ, সংস্থার ইতিহাসে একসঙ্গে এত সংখ্যক চুক্তিভিত্তিক কর্মীকে অন্যত্র বদলির নজির নেই। সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন উঠছে এই তালিকায় কোনও স্থায়ী কর্মীর নাম না থাকা নিয়ে। এমনকি, বছরখানেক আগে অন্য জায়গা থেকে বদলি হয়ে আসা কর্মীদেরও ফের নতুন জায়গায় বদলি করা হয়েছে।

সংস্থার চারটি ডিভিশনের অধীনে রয়েছে ২৯টি ডিপো। সেখানে স্থায়ী কর্মী ৩০২ জন, চুক্তিভিত্তিক কর্মী ১৬৬৪ জন এবং এজেন্সির মাধ্যমে নিযুক্ত কর্মী ৪৪৬ জন। সংস্থার পরিষেবা সচল রাখার ক্ষেত্রে চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। অথচ তাঁদেরই একাংশের অভিযোগ, বদলির সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পরিস্থিতি বিবেচনা করা হয়নি। রায়গঞ্জ ডিপোর কনডাক্টর প্রদীপ দাসের কথাতেই ধরা পড়ছে সেই অসহায়তা। বয়স ৫৯ বছর। কম্পিউটার ও অ্যাকাউন্টসের কাজে দক্ষ হওয়ায় তাঁকে রায়গঞ্জে অ্যাকাউন্টস বিভাগে রাখা হয়েছিল। চাকরির মেয়াদ আর ১৩ মাসও নেই। সম্প্রতি হার্টে স্টেন্ট বসেছে। এই অবস্থায় তাঁকে কনডাক্টর হিসেবে রানাঘাটে বদলি করা হয়েছে। প্রদীপের কথায়, 'সামান্য বেতন পাই। তার উপর শরীরও ভালো নেই। এত দূরে গিয়ে কীভাবে থাকব, বুঝতে পারছি না।' এমনও অনেকে আছেন, যাঁরা বছরখানেক আগে এক ডিপো থেকে অন্য ডিপোতে বদলি হয়ে এসেছিলেন। ফের তাঁদের নতুন জায়গায় পাঠানো হয়েছে।

**এনবিএসটিসি-তে স্থায়ীরা বহাল, কোপ চুক্তিভিত্তিকদের ঘাড়ে**

বদলি নিয়ে ক্ষোভের পাশাপাশি উঠেছে রাজনৈতিক পক্ষপাতের অভিযোগও। ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ভিত্তিতেই কি বদলির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে? প্রশ্ন কর্মীদের। যদিও সেই অভিযোগ মানতে নারাজ ভারতীয় মজদুর সংঘের জেলা সম্পাদক তথা রায়গঞ্জ ডিপোর চুক্তিভিত্তিক মেকানিক চঞ্চলচন্দ্র দাস। তাঁর বক্তব্য, 'আমরা এই বদলির তীব্র বিরোধিতা করছি। বদলির ক্ষেত্রে আমাদের মতামত নেওয়া হয়নি। যাঁরা অসুস্থ তাঁদের বদলির বিষয়টি অবশ্যই দেখা হবে। আরও একটি বদলির তালিকা বের হবে।'

নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অশ্বিনী রায়ের অবশ্য দাবি, 'এত বড় বদলির তালিকা আগে হয়নি। দু-একটি বদলি নিয়ে অভিযোগ থাকতে পারে, বাকিগুলি হয়েছে স্বাভাবিকভাবে। তবে কারও ব্যক্তিগত সমস্যা থাকলে তা বিবেচনা করা হবে। নতুন বদলি নীতিও চালু করা হচ্ছে। তাতে কর্মীদের কাজের সুবিধা হবে।'

# রাধিকাপুরে ডিআরএম

**কালিয়াগঞ্জ ও রায়গঞ্জ, ১০ নভেম্বর :** ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের রাধিকাপুর রেলস্টেশন মঙ্গলবার ঘুরে দেখলেন কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম কিরেন্দ্র নাড়া। নির্মীয়মাণ স্টাফ কোয়ার্টার ও লুপলাইনের কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন চিনি। ডিআরএম জানান, কাজের গতি দেখতে তিনি প্রতি মাসে একবার রাধিকাপুরে আসেন। রাধিকাপুর থেকে দিল্লি ও বেঙ্গালুরুমুখী ট্রেনে প্যান্ট্রি কারের দাবি নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার আশ্বাস দেন তিনি।

তবে নির্ধারিত কর্মসূচি থাকলেও কালিয়াগঞ্জ স্টেশনে যাননি ডিআরএম। রায়গঞ্জ স্টেশনেও তাঁর ট্রেন থামেনি। রায়গঞ্জ স্টেশন চত্বরে রেলের নিয়ম অমান্য করে স্থানীয় একটি ক্লাবের কালীপুজো নিয়ে অভিযোগ থাকলেও তিনি সরাসরি কাটিহার ফিরে যান। উত্তর-পূর্ব রেলের ইউজার্স কনসালটেটিভ জোনাল কমিটির সদস্য অঙ্কুশ মৈত্র জানান, তিনি অভিযোগের কথা শুনেছেন।


**নতুন স্টেশন ভবন নির্মাণ**

টেন্ডার নোটিশ নং ঃ সিপিএম-জিএস-এমএলডি-এসএলটি-২০২৬-১২; তারিখ ঃ ০৮-১১-২০২৬, নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং ঃ সিপিএম-জিএস-এমএলডি-এসএলটি-২০২৬-১২; কাজের নাম ঃ এবিএসএস -এর অধীনে মুরকংসেলেক, শিলাপাথর ও বেমাজিতে নতুন স্টেশন ভবনের ব্যবস্থা/নির্মাণ। আনুমানিক মূল্য ঃ ৮,২৭,৯৩,৩৩৯.২৩/- টাকা; টেন্ডার বন্ধ ও খোলার তারিখ ও সময় ৩০-১১-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিপিএম/জিএস/এমএলডি

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রগতির দিকে মানুষের সেবায়

**লামডিং মণ্ডলে এসএগুটি সম্পদসমূহের স্থানান্তরণ**

ই-টেন্ডার নং. এসএনটি-৪৪-এলএমজি-২০২৬-২৭ তারিখঃ ০৬-১১-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; কাজের নামঃ গুয়াহাটি স্টেশন এলাকায় আরএলডিএর দ্বারা সামহিক হল নির্মাণের সঙ্গে সম্পর্কিত এসএগুটি সম্পদসমূহের স্থানান্তরণ। টেন্ডার রাশিঃ ৩১,২৮,৩৬১.৩৩/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৬২,৬০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ৩০-১১-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিএসটিই, লামডিং

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রগতিতে গ্রাহক পরিষেবায়"

**পূর্ব রেলওয়ে**

টেন্ডার নং. ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার- ৪৮৬, তারিখ ঃ ০৬.১১.২০২৬। সিনি. ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার(জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, অফিস বিল্ডিং, পোঃ কলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পঃবঃ) অভিজতাসম্পন্ন ও আর্থিকভাবে সচ্ছলতা রয়েছে এমন নামী প্রতিষ্ঠান/ সংস্থা/ ঠিকাদারদের কাছ থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য একক ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ টেন্ডার নং. ঃ ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৪৮৬। কাজের নাম ঃ "আচারি কলোনি এবং রেল কুঞ্জ/ভাগলপুর স্টাফ কোয়ার্টারগুলোর উন্নয়ন ও মানোন্নয়ন" সংক্রান্ত বৈদ্যুতিক কাজ। টেন্ডার মূল্য ঃ ৪৯,৮৪,৪৭৪.১৮ টাকা। বায়না মূল্য ঃ ৯৯,৭০০.০০ টাকা। টেন্ডারফিার মূল্য ঃ শূন্য। ই-টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ ও সময় ঃ ১৬.১১.২০২৬ তারিখ থেকে ৩০.১১.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩.৩০টা পর্যন্ত। ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিশ বোর্ডঃ ওয়েবসাইট - www.ireps.gov.in ও নোটিশ বোর্ড ঃ সিনি.ডিইই(জি)/ইআর/অফিস/এমএলডিটি। দরদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে দেওয়া বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও নথিপত্র ভালোভাবে দেখে নেন। কোনো অবস্থাতেই হাতে হাতে জমা করা প্রস্তাব গৃহীত হবে না।

MLD-245/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway

Eastern Railway Headquarter

**জরুরি নিয়োগ**

আবেদনকারীকে অবশ্যই দক্ষিণ দিনাজপুর, উত্তর দিনাজপুরের বসবাসকারী হতে হবে।

ড্রাইভার কাম অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রয়োজন (অবিলম্বে)। থাকার সুবিধাসহ ফুলটাইম চাকরি। যোগ্যতা : বয়স : 30+ (35-এর নীচে), অবিবাহিত/বিবাহ বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি/ পরিবার থেকে আলাদা, কমপক্ষে মাধ্যমিক পাশ, হিন্দু ও ভদ্রচরণ, অভিজ্ঞতা : SUV ও অটোমেটিক গাড়ি (Toyota Hybrid Hyryder) চালানোর অভিজ্ঞতা, নম্র, ভদ্র ও দায়িত্ববান। বেতন : 14,000/- (ব্যক্তির আচরণের উপর নির্ভরশীল) থাকা, জল, বিদ্যুৎ, গ্যাস ফ্রি। অভিজ্ঞতার কাগজ আনতে হবে। যোগাযোগ : 9735031765. অতি জরুরি নিয়োগ। (C/124425)

**পূর্ব রেলওয়ে**

বিজ্ঞপ্তি নং. সিগ_ডব্লু_ ৫_পলিসি, তারিখঃ ০৬.১১.২০২৬। সিনি. ডিভিশনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, অফিস বিল্ডিং, পোঃ কলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পঃবঃ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: ই-টেন্ডার নং. ঃ এমএলডিটি_ এসএনটি_ ২৬-২৭_২৯_ওটি, তারিখ ঃ ০৬.১১.২০২৬। কাজের নাম ঃ মালদা ডিভিশনের অধীনে ০৯টি ব্লক সেকশনে (১৭টি স্টেশন) অবস্থিত ডেল্ট্রন মেক ইউনিভর্সাল ফেইল-সেফ ব্লক ইন্টারফেস (ইউএফএসবিআই)- এর ২ বছরের জন্য বার্ষিক মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণের চুক্তি। টেন্ডার মূল্যঃ ২৯,৫৬,০৯৮.০০ টাকা। বায়না মূল্য ঃ ৫৯,১০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ ও সময় ঃ ১৬.১১.২০২৬ তারিখ থেকে ৩০.১১.২০২৬ তারিখ সকাল ১১.০০টা পর্যন্ত। ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিশ বোর্ডঃ ওয়েবসাইট - www.ireps.gov.in ও নোটিশ বোর্ড : সিনি. ডিএসটিই অফিস, ডিআরএম বিল্ডিং, মালদা। MLD-243/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway

Eastern Railway Headquarter

**পূর্ব রেলওয়ে**

টেন্ডার নং. ইএল-এমএলডিটি- ই-টেন্ডার- ৪৮৫, তারিখঃ ০৬.১১.২০২৬। সিনি. ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার(জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, অফিস বিল্ডিং, পোঃ কলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পঃবঃ), অভিজতাসম্পন্ন ও আর্থিকভাবে সচ্ছলতা রয়েছে এমন নামী প্রতিষ্ঠান/ সংস্থা/ ঠিকাদারদের কাছ থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য একক ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ টেন্ডার নং. ঃ ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৪৮৫। কাজের নাম ঃ (ক) "সুলতানগঞ্জে কোয়ার্টারগুলোর মানোন্নয়ন (৩২টি)" সংক্রান্ত বৈদ্যুতিক কাজ। (খ) "ভাগলপুর এবং সাহেবগঞ্জে রেলওয়ে হেলথ্ ইউনিটের মানোন্নয়ন" সংক্রান্ত বৈদ্যুতিক কাজ। (গ) "মির্জাটৌকি স্টেশনে নতুন ইলেকট্রনিক ইন-মোশন ওয়েব্রিজ স্থাপনের প্রস্তাব" সংক্রান্ত বৈদ্যুতিক কাজ। টেন্ডার মূল্য ঃ ৪৬,৫৭,২৫৩.৫৪ টাকা। বায়না মূল্য ঃ ৯৩,২০০.০০ টাকা। টেন্ডারফিার মূল্য ঃ শূন্য। ই-টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ ও সময় ঃ ১৬.১১.২০২৬ তারিখ থেকে ৩০.১১.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত দুপুর ৩.৩০টা পর্যন্ত। ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিশ বোর্ডঃ ওয়েবসাইট - www.ireps.gov.in ও নোটিশ বোর্ড : সিনি.ডিইই(জি)/ইআর/ অফিস/এমএলডিটি । দরদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে দেওয়া বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও নথিপত্র ভালোভাবে দেখে নেন। কোনো অবস্থাতেই হাতে হাতে জমা করা প্রস্তাব গৃহীত হবে না।

MLD-244/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway

Eastern Railway Headquarter

**ফেস্টিভ্যাল স্পেশাল ট্রেন**

উৎসব-২০২৬ চলাকালীন অতিরিক্ত ভিড় সামাল দেওয়ার জন্য নিম্নলিখিত বিশেষ ট্রেনগুলি চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে:

| ট্রেন নং. ০৩০২৭ হাওড়া থেকে নিউ জলপাইগুড়ি ১৮-১১-২০২৬ এবং ২৫-১১-২০২৬ (বুধবার) | | স্টেশন | ট্রেন নং. ০৩০২৮ নিউ জলপাইগুড়ি থেকে হাওড়া ১৯-১১-২০২৬ এবং ২৬-১১-২০২৬ (বৃহস্পতিবার) | |
|---|---|---|---|---|
| আগমন | প্রস্থান | | আগমন | প্রস্থান |
| — | ২৩:৫০ | হাওড়া | ০০:১৫ | — |
| ০০:৫০ | ০০:৫২ | ব্যান্ডেল | ২৩:০৮ | ২৩:১০ |
| ০৬:২০ | ০৬:৩০ | মালদা টাউন | ১৭:১০ | ১৭:২০ |
| ০৮:২৫ | ০৮:২৭ | কিশনগঞ্জ | ১৩:৫৫ | ১৩:৫৭ |
| ১০:৪৫ | — | নিউ জলপাইগুড়ি | — | ১২:৪৫ |

অন্যান্য স্টপেজ ঃ নবদ্বীপ ধাম, কাটোয়া, আজিমগঞ্জ, জঙ্গিপুর রোড, বারসোই এবং আলুয়াবাড়ি রোড।

গঠন ঃ ফার্স্ট ক্লাস কাম এসি টু-টায়ার (একটি), এসি-২ টায়ার (দুটি), এসি-৩ টায়ার (পাঁচটি), স্লিপার ক্লাস (সাতটি), জেনারেল সেকেন্ড ক্লাস (চারটি), এলএসএলআরডি (একটি) এবং এলডব্লিউএলআরএম (একটি) = ২১ টি কোচ।

জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশনস), মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রগতির দিকে মানুষের সেবায়

**ভাড়া**

শিলিগুড়িতে সরকারি কিংবা বেসরকারি অফিসে Maruti Swift গাড়ি ভাড়া দিতে ইচ্ছুক। 98323-82131. (C/124270)

**কর্মখালি**

কোচবিহার শহরে Personal গাড়ি চালানোর জন্য Driver চাই। যোগাযোগ - 9433249775.

•

English Oriental Academy, An English Medium School Affiliated to C.B.S.E, New Delhi, Hapania, Dafahat, Aurangabad, Murshidabad Affiliation No.- 2430171 Requires 1) PGT - English, Geography, Chemistry, Physics, Economics, Pol. Science. 2) TGT - Hindi. 3) NTT 4) Teacher cum Hostel Warden. Apply with CV through email. Contact:- 6294587954. office.englishoriental@gmail.com Place of Walk-in-Interview:- 8A, Royd St. Esplanade, Taltala, Kolkata, West Bengal - 700016. (C/124271)

**ছয়টি দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে ভিন্টেজ কোচের পুনরুদ্ধার**

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. M277COACHRENOVATION2627; তারিখঃ 04-11-2026। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর পক্ষ থেকে মুক্ত ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নামঃ ছয়(০৬)টি দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে ভিন্টেজ কোচকে "এটি যেমন ছিল" তেমন ঐতিহ্যবাহী মর্যাদায় পুনরুদ্ধার করা। টেন্ডার মূল্যঃ ৭২,৯৯,২৪৯.৭৮ টাকা; বায়নার ধনঃ ১,৪৬,০০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৬-১১-২০২৬ তারিখের ১১:০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিরেক্টর/দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে, কার্শিয়াং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রগতিতে গ্রাহকদের সেবায়

**সোনা ও রুপোর দর**

| | |
|---|---|
| পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১৪৩২০০ |
| পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১৪৩৯০০ |
| হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১৩৬৮০০ |
| রুপোর বাট (প্রতি কেজি) | ১৮৭২৫০ |
| খুচরো রুপো (প্রতি কেজি) | ১৮৭৩৫০ |

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

**For Sale**

1. Sale Tata LPT 1112-2024-WB- 73 -H-0609.Ph-035632 96252. (C/124422)

**কিডনি চাই**

O+ কিডনি চাই 35 বছর বয়সের মধ্যে। স্বহৃদয় পুরুষ বা মহিলা ডোনার চাই। অতিস্বত্বর যোগাযোগ করুন। আমাদের ঠিকানা কোচবিহার। M.No. 8016140555. (C/124421)

**অ্যাফিডেভিট**

আমি পূরবী দাস, স্বামী সত্যজিৎ মণ্ডল, ঠিকানা বীরপাড়া, আলিপুরদুয়ার এত দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, আমার সঠিক নাম পূরবী দাস, কিন্তু আমার পাসপোর্ট যাহার নম্বর P6754348 তারিখ 30.12.2016 আমার নাম পূরবী দাস মণ্ডল হিসাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাই গত 04.11.26 তারিখে জলপাইগুড়ি 1st Class J.M. কোর্টে affidavit করে যার No- 44AA 043462 পূরবী দাস মণ্ডল এবং পূরবী দাস একই ও অভিন্ন ব্যক্তি করা হল. (B/S)

•

আমি রীতা ঘোষ, স্বামী অজয় ঘোষ, ৭৭ বছর, নিবাস 17 কালিদাস চক্রবর্তী লেন, পূর্ব বিবেকানন্দপল্লী, পোঃ রবীন্দ্র সরণী, জেলা জলপাইগুড়ি। আমার স্বামীর PPOতে আমার কন্যার নাম ঋতুপর্ণা ঘোষের বদলে সোমা ঘোষ উল্লেখ আছে। গত 06/11/26 Ld ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জলপাইগুড়ি কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে No. 25AC 362781 সোমা ঘোষ এবং ঋতুপর্ণা ঘোষ উভয়েই এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হেতু আমার কন্যা হিসাবে পরিচিত হল. (C/124269)

•

আমি Milan Rishi পিতা মৃত Surendra Rishi, মধ্য খাগরাবাড়ি, Ward No. 7 মধ্য খাগরাবাড়ি, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি। আমার শিক্ষাগত কাগজপত্রে নাম ভুল থাকায় গত 4.11.26 তারিখে জলপাইগুড়ি 1st Class Judicial ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের অ্যাফিডেভিট (নং 30427) বলে Milan Rishi ও Milan Roy এবং পিতা Surendra Rishi ও Surendra Roy একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইল. (S/C)

# হারিয়ে যাচ্ছে খজাগরের 'খন'

**সৌরভ রায়**

**কুশমণ্ডি, ১০ নভেম্বর :** একজন গান ধরেছেন, 'ভাশুরও নেহ চরণ সেবার জল / কাঁচো চুলে স্বামী মরা-মন বড় চঞ্চল'। উঁচু হয়ে বসে বাদ্যযন্ত্রীরা সহ বাকিরা দোহার ধরে একই লাইন গাইছেন। চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দেহট গ্রামের বাসিন্দারা গান শুনে মুগ্ধ হচ্ছেন। এক বিধবা, যাঁর অল্পবয়সে স্বামী মারা গিয়েছেন, তাঁর কথাই উঠে এসেছে খজাগর গানের মাধ্যমে। 'ভাশুর-ভাউশানি' খন পালাগান শুনে বাড়ির কাজ ফেলেই বেরিয়ে এলেন মালতী সরকার।

মালতীর কথায়, 'বছরের এই সময়টাতে খজাগরের দল আসে গ্রামে। গানগুলোর মধ্যে দিয়ে গল্পের বিভিন্ন অংশ এত সুন্দর করে ফুটিয়ে তোলা হয়, শুনলেই মন ভালো হয়ে যায়।'

একসময় লক্ষ্মীপুজোর পরদিন থেকে পাড়ায় পাড়ায় শোনা যেত খজাগরের গান। দল বেঁধে বেরিয়ে পড়তেন শিল্পীরা। বাড়ির উঠোনে কিংবা পাড়ার কোনও খোলা জায়গায় বসত গানের আসর। গ্রামবাসীও অপেক্ষা করতেন সেই আসরের জন্য।

সময়ের সঙ্গে বদলেছে মানুষের জীবনযাত্রা, কমেছে লোকসংস্কৃতির চর্চা। কুশমণ্ডির এই দলটি বেঁধেছেন কাশীডাঙ্গার ১০-১২ জন শিল্পী সুজিত সরকার। তাঁর সঙ্গে সঙ্গ দিয়েছেন বিখ্যাত মুখোশ দলের ঢাকি গণকাহার গ্রামের টুকু সরকার, নিজের হারমোনিয়াম নিয়ে এসেছেন আনন্দ সরকার সহ চুনিয়াকুণ্ডি ও চাপড়া গ্রামের শিল্পীরা। গায়কের সঙ্গে 'ছোকরা' সেজেছেন খোদ দলপতি সুজিত। তিনি জানালেন, এখনও পুরুষরাই মহিলাদের চরিত্রে অভিনয় করেন। এটাকে 'ছোকরা' সাজা বলে।


কোজাগরি শেষে খজাগর দল। কুশমণ্ডিতে।

উত্তরের রাজবংশী সমাজের সংস্কৃতির একটি অন্যতম দিক এই খজাগর। সেই লোকসংস্কৃতি যে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে, তা স্পষ্ট। শিল্পী জিতেন্দ্রনাথ রায় বললেন, 'আমরা আধুনিক বিজ্ঞানমনস্কতা নিয়ে এগিয়ে চলেছি ঠিকই। কিন্তু আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির অবক্ষয় যে ঘটেছে, সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না।' তাঁর সংযোজন, '১৫ বছর আগেও দেখতাম প্রায় রোজই নতুন নতুন দল এসে খজাগর গান গেয়ে যেতেন। এখন তো লক্ষ্মীপুজোর পর হয়তো কোনও একদিন একটা দল এল গান শোনাতে।'

একই আক্ষেপ করলেন প্রবীণ খন পালাগান ও রাজবংশী সমাজ গবেষক খুশি সরকারও। তাঁর কথায়, 'নতুন প্রজন্ম নিজের লোকসংস্কৃতিকে ধারণ করতে লজ্জা পাচ্ছে, এটাই হতাশ করেছে আমাকে।' তাঁর আক্ষেপ, রাজবংশী সমাজের গুরুত্বপূর্ণ এই লোকসংস্কৃতি এমন পরিস্থিতিতে পৌঁছাবে, তা ভাবতে পারেননি।

সুজিতকে জিজ্ঞাসা করা হয়, কতদিন ধরে এই খজাগর গান গাইছেন? উত্তর এল, '১৫ বছর ধরে। বিভিন্ন পাড়ায় ঘুরে মানুষের কাছে গিয়ে ১৫ বছর ধরে গান শোনাচ্ছি।' তিনদিন ধরে গান শোনান, আর তিনদিন ধরে চলে টাকা সংগ্রহ। তিনদিনে ছয় থেকে আট হাজার টাকা উঠে যায়।

শেষ সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে একজনের বাড়িতে মা লক্ষ্মীর আরাধনার পাশাপাশি সামান্য লৌকিক আচার পালনের মধ্যে দিয়ে শেষ হয় খজাগর। এই আচারের নাম 'খোঁজাখুঁজি ঝালান'।

সামনের বছরও খজাগর দল নিয়ে পাড়ায় বেরোবেন, সেই আশাতেই রয়েছেন সুজিতের দলের লোকজন। তবে কেবল কয়েকজন শিল্পীর উদ্যোগে কতদিন এই ঐতিহ্য বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব, সেই প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

# আজ টিভ

## প্রেমিককে নিয়ে মার, স্বামী হাসপাতালে

**ময়নাগুড়ি, ১০ নভেম্বর :** পরকীয়াকে কেন্দ্র করে হইহই রইরই কাণ্ড! স্ত্রী প্রেমিকের সঙ্গে বছর তিনেক আগে বাড়ি এমনকি এলাকাও ছেড়ে চলে যান। সম্প্রতি প্রেমিককে নিয়ে ফের এলাকায় ফিরে আসেন। প্রেমিকপ্রবরের বাড়িতে ঘরসংসার শুরু করেন। তাঁদের সেই 'সুখ' স্বামীর কপালে সয়নি। তিনি ওই বাড়িকেই টার্গেট করে বসেন বলে অভিযোগ। দিনকয়েক ধরে যখন-তখন কাছে গিয়ে সেই বাড়ি লক্ষ্য করে ঢিল মারা শুরু করেন। অন্ধকারে এহেন অতর্কিত আক্রমণে এমনিতেই সেই বাড়ির সদস্যদের ভোগান্তির একশেষ। গোদের ওপর বিষফোড়া হয়ে দেখা দেয় দীপাবলি। বাজারে হরেক কিসিমের বাজির আবির্ভাব। সুযোগ বুঝে সেই স্বামী ভদ্রলোক এরপর ঢিল ছেড়ে হাতে পটকা তুলে নেন। গভীর রাতে সেই বাড়ি লক্ষ্য করে এরপর জ্বলন্ত বাজি ছুড়ে মারা শুরু হয়। গভীর রাতে অহরহ 'দুমপটাশ'! কার-ই বা ভালো লাগে! প্রেমিক সহ স্ত্রীর মাথায় রাগ চড়ে একশা। পুজোমণ্ডপের সামনে স্বামীকে ডেকে নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে ব্যাপক মারধরের অভিযোগ উঠল প্রেমিক সহ ওই মহিলার বিরুদ্ধে। মাথায় গুরুতর আঘাত নিয়ে ওই ব্যক্তি হাসপাতালে ভর্তি। মহিলার প্রেমিক অবশ্য পালটা তাঁর বিরুদ্ধে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করার অভিযোগ তুলেছেন। শাশুড়ির লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ওই মহিলা ও তাঁর প্রেমিককে গ্রেপ্তার করেছে। ময়নাগুড়ির চূড়াভাণ্ডার এলাকার ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই মহিলা বছর তিনেক আগে দুই সন্তানকে রেখে প্রেমিকের সঙ্গে ঘর ছেড়েছিলেন। অন্যত্র থাকার পর কালীপুজোর কয়েকদিন আগে তাঁরা ফিরে আসেন। তবে শ্বশুরবাড়িতে না ফিরে প্রেমিকের বাড়িতে থাকতে শুরু করেন। তারপর কী ঘটেছে তা প্রতিবেদনে ইতিমধ্যেই স্পষ্ট।



- স্ত্রী প্রেমিকের সঙ্গে বছর তিনেক আগে বাড়ি ছেড়ে চলে যান
- সম্প্রতি প্রেমিককে নিয়ে ফের এলাকায় ফিরে আসেন, এরপর স্বামী ওই বাড়িতে হামলা চালানো শুরু করেন বলে অভিযোগ
- ব্যাপক মারধরে স্বামী হাসপাতালে, শাশুড়ির অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ওই মহিলা ও তাঁর প্রেমিককে গ্রেপ্তার করেছে



*শিলিগুড়ি ইসকন মন্দিরে গোবর্ধনপুজো। মঙ্গলবার। ছবি : সূত্রধর*

### ট্রাফিক বুথের পাশে আগ্নেয়াস্ত্র, বাড়ছে উদ্বেগ

# বাজারের ব্যাগে থরে থরে কার্তুজ

**নিতাই সাহা**

**শিলিগুড়ি, ১০ নভেম্বর :** বাজারের ব্যাগের মধ্যে থরে থরে কার্তুজ। মঙ্গলবার সাতসকালে জাবরাভিটা আন্ডারপাস সংলগ্ন ট্রাফিক বুথের পাশে কার্তুজভর্তি ওই ব্যাগটিকে পড়ে থাকতে দেখে চক্ষু চড়কগাছ স্থানীয়দের। তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে খবর দেন। এনজেপি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ব্যাগটিতে তল্লাশি চালিয়ে দুটি আগ্নেয়াস্ত্র ও একটি ম্যাগাজিনও উদ্ধার করেছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ওই কার্তুজগুলি সরকারি। তবে এরাজ্যের নয়, প্রতিবেশী রাজ্য বিহারের হতে পারে। প্রশ্ন উঠছে, একশোরও বেশি কার্তুজ ও আগ্নেয়াস্ত্র এল কোথা থেকে? কোনও নিরাপত্তাবাহিনীর কার্তুজই কি চুরি করে এখানে আনা হয়েছিল হাত বদলের জন্য? কেনই বা ট্রাফিক বুথের পাশে ব্যাগটি ফেলে রাখা হয়েছিল, তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, অধিকাংশ কার্তুইজ তাজা ছিল। জনবহুল এলাকা থেকে এত পরিমাণ কার্তুজ ও আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনার খবর পেয়ে এনজেপি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে সেসব বাজেয়াপ্ত করে। এবিষয়ে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রাজা বলেন, 'আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ঘটনায় তদন্ত চলছে।'

নিত্যদিনের মতো এদিন সকালে স্থানীয় বাসিন্দা নিতাই শীল আন্ডারপাস সংলগ্ন এলাকায় হাঁটাচলা করছিলেন। সেসময়ই পরিত্যক্ত ওই ব্যাগটি তাঁর নজরে পড়ে। ব্যাগের ভিতরে নজর যেতেই তাঁর চোখ কপালে উঠে যায়। আতঙ্কিত হয়ে বিষয়টি অন্যদেরও জানান। এরপরই তড়িঘড়ি পুলিশে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়েই এনজেপি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিশের তরফে সেসব বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি



- জাবরাভিটা আন্ডারপাস সংলগ্ন ট্রাফিক বুথের পাশে কার্তুজভর্তি ওই ব্যাগটিকে পড়ে থাকতে দেখা যায়
- পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ওই কার্তুজগুলি সরকারি, তবে এরাজ্যের নয়
- ব্যাগটিতে তল্লাশি চালিয়ে দুটি আগ্নেয়াস্ত্র ও একটি ম্যাগাজিন উদ্ধার হয়

এনজেপি স্টেশন সহ ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান থাকায় নিরাপত্তা ইস্যুতেও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। প্রত্যক্ষদর্শী নিতাই শীল বলেন, 'প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছাতেই ব্যাগটি দেখতে পাই। এরপরই ব্যাগের ভিতরে ওসব নজরে পড়ে।' স্থানীয় বাসিন্দা সুভাষ সাহানির কথায়, 'ভিড় দেখে ঘটনাস্থলে এসেই কার্তুজ দেখতে পাই। মনে ভয় কাজ করছে।'

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া কার্তুজের সংখ্যা ১৩৩। তার মধ্যে ৫৪টি খালি ছিল। তবে ৭৯টি কার্তুজ ছিল তাজা। ওই কার্তুজগুলি মূলত নাইন এমএম এবং ৭.৫৬ এসএলআর-এ ব্যবহার করা হয় বলে খবর। ওই কার্তুজগুলি অবশ্য বেশ কয়েক বছর পুরোনো বলে পুলিশকর্তারা দাবি করছেন। তাঁরা জানিয়েছেন, ওই কার্তুজগুলি সরকারি, তবে এরাজ্যের নয়। অনুমান করা হচ্ছে, পড়শি রাজ্য বিহারের সঙ্গে ওই কার্তুজগুলোর যোগ থাকতে পারে। যদিও এখনই এনিয়ে পুলিশকর্তারা স্পষ্ট কোনও মন্তব্য করতে চাননি। এদিকে, যে দুটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে, তা মূলত দেশীয় পাইপগান, আকারে খুবই ছোট। সেইসঙ্গে একটি খালি ম্যাগাজিনও উদ্ধার হয়েছে ওই থলে থেকে। এবিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ বলেছেন, 'পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে। কোথা থেকে কীভাবে এল, তা নিয়ে পরবর্তীতে পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলব।'

তদন্তের স্বার্থে প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ানও নথিভুক্ত করা হয়। তবে ঘটনাস্থল সংলগ্ন এলাকায় সিসি ক্যামেরা না থাকায় চিন্তা খানিকটা বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতে ওই এলাকা সংলগ্ন কোনও রাস্তায় সিসি ক্যামেরা রয়েছে কি না, তা দেখছে পুলিশ। ঘটনাস্থলের কাছেই

## গোবর্ধন উৎসব

**শিলিগুড়ি, ১০ নভেম্বর :** ধুমধাম করে ইসকনে পালিত হল গোবর্ধন উৎসব। মঙ্গলবার শিলিগুড়ির ইসকনে শ্রীকৃষ্ণকে রকমারি ব্যঞ্জন দেওয়া হয়। পোলাও, মিষ্টি, পকোড়া, পায়েস সহ ১০৮ রকমের খাবার দিয়ে গোবর্ধন পর্বতের মতো করে সাজিয়ে ভোগ নিবেদন করা হয়। এদিন গোবর্ধন উৎসব উপলক্ষ্যে সকাল থেকে ভক্তদের সমাগম ছিল চোখে পড়ার মতো।

## অভিযোগ

**শিলিগুড়ি, ১০ নভেম্বর :** ছয় বছরের এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল প্রতিবেশী এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। ঘটনায় মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মাঝবয়সি ওই ব্যক্তিকে গণপিটুনি দিয়ে প্রধাননগর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেন বিক্ষুব্ধ প্রতিবেশীরা। অভিযোগ, ওই নাবালিকাকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ওই ব্যক্তি ধর্ষণ করে। বিষয়টি নিয়ে নাবালিকার পরিবারের তরফে প্রধাননগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ অভিযুক্তকে আহত অবস্থায় শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে ভর্তি করেছে।

## সরল কাঠামো

**বাগডোগরা, ১০ নভেম্বর :** লচকা নদীর বেহাল দশা নিয়ে মঙ্গলবার খবর প্রকাশ হতেই নড়েচড়ে বসল মাটিগাড়া-১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত। এদিন সকালে লচকার বুক থেকে প্রতিমার কাঠামোগুলি তুলে নদী পরিষ্কার করা হয়। মাটিগাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কৃষ্ণ সরকার বলেন, 'আমরা সাতসকালেই পরিষ্কার করে দিয়েছি।' প্রসঙ্গত, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল মোড় সংলগ্ন এলাকায় লচকা নদীতে দুর্গা প্রতিমার কাঠামো আজ সকাল পর্যন্তও পড়ে ছিল। এদিন সেসব তুলে পরিষ্কার করা হয়।

## পুড়ল তিনটি ঘর

**চোপড়া, ১০ নভেম্বর :** চোপড়া থানার কৈমারি এলাকায় সোমবার গভীর রাতে পুড়ে গিয়েছে তিনটি ঘর। হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান জকির হুসেন বলেছেন, 'মহম্মদ ইয়াসিনের বাড়িতে আগুন লেগে তিনটি ঘর ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। পরে ইসলামপুর থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।'

### পুর বোর্ড দখলই লক্ষ্য

# কালিম্পংয়ে ভাড়াবাড়িতে ঘাঁটি বিমলের

**রণজিৎ ঘোষ**

**শিলিগুড়ি, ১০ নভেম্বর :** পাহাড়ে হারানো রাজনৈতিক মাটি ফিরে পেতে কালিম্পং পুরসভা দখলের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছেন বিমল গুরুং। পুরভোট ঘোষণা না হলেও তিনি ইতিমধ্যে কালিম্পং শহরে বাড়িভাড়া নিয়েছেন। আপাতত সেখানে সপ্তাহে দু'-একদিন থাকবেন। ভোট ঘোষণা হওয়ার পর থেকে প্রচারের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি সেখানেই ঘাঁটি গেড়ে থাকবেন বলে জানিয়েছেন। তবে, বিজেপির সঙ্গে জোটে থাকলেও বিমলের এই এককভাবে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জল্পনার অন্ত নেই। বিমলের কথায়, 'কালিম্পংয়ে নিয়মিত যাচ্ছি, সেখানে একটা বাড়ি নিয়েছি। পুরভোটের প্রস্তুতি তো নিতেই হবে।'

পাহাড়ে কালিম্পং, কার্সিয়াং এবং মিরিক পুরসভায় নির্বাচন হওয়ার কথা রয়েছে। তবে বিজেপির একটি সূত্রের দাবি, প্রথম ধাপে শুধুমাত্র কালিম্পংয়ে ভোট হতে পারে। সেই জন্য কালিম্পংয়ে গত মাসের প্রথম সপ্তাহেই বিজেপি নির্বাচন কমিটি তৈরি করে ভোটের ময়দানে নেমে পড়েছে। বিমল মনে করছেন, বিজেপি এবার পুরভোটে একা লড়তে চাইছে। লোকসভা, বিধানসভা ভোটে বিজেপিকে সমর্থন দিয়েছে আঞ্চলিক দলগুলি। বিমলের মতে, এবার স্থানীয় ভোটেও বিজেপি-র প্রার্থীকে সমর্থন দিলে আঞ্চলিক দলগুলির অস্তিত্ব সংকটে পড়বে। আর তাই লড়াইয়ের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করছেন বিমলরা।

ক'দিন আগে সিংমারিতে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে বিমল স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, বিজেপি একা লড়ার সিদ্ধান্ত নিলে মোর্চাও তিন পুরসভায় এককভাবে প্রার্থী দেবে। বিজেপি এককভাবে প্রার্থী দিলে বিমল-অনীত হাত ধরে চলতে পারে, এমন একটা সমীকরণও কালিম্পংয়ে তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা কালীপুজোর দিন বিমল দলের যুব নেতা তথা দার্জিলিংয়ের বিধায়ক নমন রাইকে কার্সিয়াংয়ে অনীতের বাড়িতে পাঠিয়েছিলেন। সেখানে পুরভোট নিয়ে বেশ কিছু কথা হয়েছে বলে দুই পার্টি সূত্রে খবর। বিমল নিয়মিত কালিম্পংয়ে গিয়ে দলের নেতা-কর্মীদের নিয়ে বৈঠক করছেন। নির্বাচনি কমিটিও তৈরি করেছেন। এবার তিনি কালিম্পংয়ের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের ইস্ট মেইন রোডে একটি বাড়িভাড়া নিয়েছেন। এখানে



থেকেই তিনি পুরভোটের প্রচার করবেন বলে জানিয়েছেন।

এদিন মোর্চা প্রধান বলেন, 'বিজেপি নির্বাচনি কমিটি তৈরি করেছে। আমরাও নির্বাচনি কমিটি করেছি। জোট হবে কি হবে না সেটা এখনও নিশ্চিত নয়। এটা বিজেপিই ভালো বলতে পারবে। তবে আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি।'

বিজেপি অবশ্য এখনও পুরভোটে জোট নিয়ে কিছু বলতে নারাজ। মঙ্গলবারও দলের পার্বত্য শাখার নেতা কালিম্পংয়ের বিধায়ক ভরত ছেত্রী বলেছেন, 'পুরভোটের রণনীতি নিয়ে এখনও কথা হয়নি। ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পরেই এসব হবে।'

## হেরিটেজ জমিতে শিব মন্দির

**কোচবিহার, ১০ নভেম্বর :** প্রশাসনের নাকের ডগায় হেরিটেজ জমি দখল! একদিকে ১৮০৭ সালে মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের তৈরি ঐতিহাসিক হিরণ্যগর্ভ শিব মন্দির, অন্যদিকে তার ঠিক উলটোদিকে সাগরদিঘির ঘাটের একাংশ দখল করে গজিয়ে উঠেছে আরও একটি শিব মন্দির। বাঁশ ও টিন দিয়ে ছাউনি তৈরি করে সেখানে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে শুরু হয়েছে পুজো। কোচবিহারের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী পর্যটনস্থলে এভাবে সরকারি জমি দখল করে নির্মাণের অভিযোগ ঘিরে তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়েছে। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, জেলা শাসকের দপ্তর থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে এমন নির্মাণকাজ চললেও প্রশাসনের নজর এড়িয়ে গেল কীভাবে?

মঙ্গলবার সাগরদিঘি চত্বরে গিয়ে দেখা যায়, হিরণ্যগর্ভ শিব মন্দিরের ঠিক উলটোদিকে ঘাটের একটি অংশে বাঁশের কাঠামো তৈরি করে টিনের ছাউনি দেওয়া হয়েছে। তার ভিতরে রাখা হয়েছে শিবলিঙ্গ। সেখানে পুজোও শুরু হয়েছে। স্থানীয় এক বাসিন্দার উদ্যোগেই এই নির্মাণ বলে অভিযোগ। অথচ হেরিটেজ এলাকার মধ্যে এমন নির্মাণের জন্য কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। তা সত্ত্বেও দিনভর ওই কাঠামো বহাল থাকায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

কোচবিহারের সাগরদিঘি শুধু জলাশয় নয়, শহরের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। দিঘির চারপাশেই রয়েছে জেলা শাসক, পুলিশ সুপার ও সদর মহকুমা শাসকের দপ্তর সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কার্যালয়। এমন একটি সংরক্ষিত ঐতিহ্যবাহী এলাকায় সরকারি জমি দখল করে নির্মাণের অভিযোগ সামনে আসার পরেও কেন দ্রুত পদক্ষেপ করা হল না, সেই প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয়রা।

১৮০৭ সালে মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ সাগরদিঘির পাশে হিরণ্যগর্ভ শিব মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে সেই মন্দিরে পুজো দিয়ে আসছেন অসংখ্য ভক্ত। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, ওই মন্দিরে পুজো দেওয়াকে কেন্দ্র করে বিবাদের জেরেই এক ব্যক্তি উলটোদিকে নতুন মন্দির তৈরি করেছেন। যদিও সেই অভিযোগের সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা যায়নি।

# এনসিপিআই-তে সভাপতি

**চাকুলিয়া, ১০ নভেম্বর :** চাকুলিয়ায় পঞ্চায়েত সমিতির বোর্ড তৃণমূল কংগ্রেসের হাতছাড়া হওয়ার মুখে। দলের অন্দরে বড়সড়ো ভাঙন ধরিয়ে মঙ্গলবার তৃণমূল ছেড়ে এনডিএ-র শরিক দল এনসিপিআই-তে যোগ দিয়েছেন চাকুলিয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আনোয়ার আলম সহ ১৬ জন সদস্য। এদিন কলকাতায় এক প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে এনসিপিআই-এর সর্বভারতীয় সভাপতি প্রকাশ চট্টোপাধ্যায় আনোয়ার আলমদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন। এই দলবদলের জেরে চাকুলিয়া পঞ্চায়েত সমিতিতে তৃণমূল কার্যত সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাল।

গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে চাকুলিয়া পঞ্চায়েত সমিতির ৩৩টি আসনের মধ্যে তৃণমূল এককভাবে ২৬টি, কংগ্রেস ৬টি এবং বিজেপি ১টি আসন দখল করে। পরবর্তীকালে তৃণমূলের এক সদস্যের মৃত্যুর পর এবং কংগ্রেসের ৩ জন তৃণমূলে যোগ দেওয়ায় তৃণমূলের মোট সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ২৮। তবে সভাপতি

**চাকুলিয়া**

আনোয়ার আলমের নেতৃত্বে এ দিন ১৬ জন একযোগে দল ছাড়ায় তৃণমূলের বোর্ডের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছে। আনোয়ার বলেছেন, 'তৃণমূল থেকে এলাকার মানুষের জন্য কাজ করা অসম্ভব হয়ে গিয়েছিল। জনসেবা ও উন্নয়ন নিশ্চিত করতেই আমরা এনডিএ-র শরিক দলে যোগ দিয়েছি। আরও ৬ জন সদস্য আমাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন এবং অচিরেই তাঁরাও এই নতুন শিবিরে শামিল হবেন।'

এদিকে এই দলবদলের তীব্র নিন্দা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস ও কংগ্রেস উভয় শিবিরই। তৃণমূল নেত্রী সাঞ্জুরি বেগম আনোয়ার আলমদের গদ্দার ও বেইমান বলে তোপ দেগে বলেন, 'সময় এলে এলাকার মানুষ এই রাজনৈতিক সুবিধাবাদীদের উপযুক্ত শিক্ষা দেবে।'

এদিকে কংগ্রেসের সদস্য মহম্মদ গোলাম কটাক্ষ করে বলেন, 'তৃণমূল থেকে উপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণেই তাঁরা এনসিপিআই-তে যোগ দিয়েছেন। মানুষ এঁদের কোনওভাবেই মেনে নেবে না।'

## রক্তদান শিবির

**বাগডোগরা ও চোপড়া, ১০ নভেম্বর :** শিবমন্দির কুণ্ডু পরিবারের সদস্য শশাঙ্কশেখর কুণ্ডুর ২৭তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। কুণ্ডু পরিবারের সদস্য দেবব্রত কুণ্ডু বলেন, 'শিবমন্দির সূর্য সেনপল্লিতে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছিলাম। ৪৫ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়। আজ বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদের দুপুরের খাবারে ব্যবস্থাও করা হয়।'

এদিকে, দারুস সালাম প্যাট্রিয়টিক ট্রাস্টের উদ্যোগে মঙ্গলবার দাসপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বরে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। ট্রাস্টের সম্পাদক আহসান হাবিব জানান, শিবির থেকে মোট ৭২ জন রক্তদান করেন। সংগৃহীত রক্ত ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে দেওয়া হয়।

# ছটঘাটে হাতি রুখতে নজরদারি

**খোকন সাহা**

**বাগডোগরা, ১০ নভেম্বর :** হাতির খাদ্যতালিকার মধ্যে অন্যতম প্রিয় কলা গাছ। যদি বন সংলগ্ন এলাকায় অথবা হাতির করিডরে এক লাইনে অসংখ্য কলা গাছ নাগালের মধ্যে মেলে তবে তো কথাই নেই। হাতির হানা হবেই। এই আশঙ্কা থেকেই ২৪ ঘণ্টা ছটঘাট রক্ষা করার জন্য বিশেষ টিম গঠন করেছে বন বিভাগ।

কার্সিয়াং বন বিভাগের এডিএফও রাহুলদেব মুখোপাধ্যায় বলেছেন, 'কার্সিয়াং বন বিভাগের অধীনে বন সংলগ্ন এলাকায় যেসব নদীতে ছটঘাট হচ্ছে, প্রতিটি ঘাটেই বন বিভাগের ১১টি কুইক রেসপন্স টিম (কিউআরটি) নজরদারি চালাবে। বাগডোগরা রেঞ্জ অফিসের কন্ট্রোলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে নজরদারি চালানো হবে। কন্ট্রোল রুমে ফোন করলেই দ্রুত টিম পৌঁছে যাবে।' কন্ট্রোল রুমের ফোন নম্বর ০৩৫৩-২৫৫০৪৫৩।

বাগডোগরায় সব থেকে বড়



ছটঘাট বাগডোগরা জঙ্গলের ঠিক পাশে হুলিয়া নদীর কমলপুরে, এরপরেই হরেকৃষ্ণপল্লি, ক্ষুদিরামপল্লি এবং মসজিদপাড়া ঘাট। শুধুমাত্র কমলপুর ঘাটেই পাঁচ শতাধিক পুজোর বেদি করা হবে। প্রতিটি বেদিতে অন্তত ৪টি করে কলা গাছ দিয়ে সাজানো হয়। বন দপ্তরের আশঙ্কা, লাইন দিয়ে কলা গাছ দেখে লোভ সামালাতে পারবে না হাতির দল। তাই হাতির হানা হবে ধরে নিয়েই বিশেষ টিম গঠন করা হয়েছে।

বাগডোগরা রেঞ্জ অফিসার সস্বর্ত্য সাধু বলেন, 'কমলপুর, হরেকৃষ্ণপল্লি, ক্ষুদিরামপল্লি, মসজিদপাড়া, এমএম তরাই, সন্ন্যাসী, হাতিঘিসা, অটল, পানিঘাটার কাছে বালাসন নদী, খাপরাইল সংলগ্ন রোহিণী নদী, রক্তি নদীর ঘাটগুলিতে কলা গাছের লোভে রাতে হাতি হানা দিতে পারে। হাতি হানা দিলে বেদিগুলো তছনছ হয়ে যেতে পারে। এজন্য বন বিভাগের তরফে আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

কিউআরটি টিমে ৫ জন করে বনকর্মী রাখা হবে। এছাড়া জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটি (জেএফএমসি) সদস্যদের নিয়েও টিম করা হয়েছে। বনকর্মীরা টিমে রয়েছেন। পটকা এবং গানম্যান রয়েছেন টিমে।

কমলপুর ছটঘাটের আয়োজন করে থাকে জাগৃতি স্পোর্টিং ক্লাব। এই ক্লাবের সভাপতি অম্বুজ রায় বলেন, 'শিলিগুড়ি মহকুমার গ্রামীণ এলাকার মধ্যে কমলপুর ছটঘাটই বড়। এখানে প্রতি বছর ৫ শতাধিক বেদিতে পুজো হয়। প্রচুর সংখ্যক কলা গাছ দিয়ে বেদি সাজানো হয়। লাইট লাগানো হয়। কলা গাছের লোভে হাতি হানা দিলে সব কিছু লন্ডভন্ড হয়ে যেতে পারে। বনকর্মীরা যদি পাহারা দেন, তাহলে ভালো হয়।'

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ছটের সময়ে আপার বাগডোগরা পানিঘাটা মোড় থেকে পুলিশ যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করবে।

JIS COLLEGE OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES

JISCOVAS MOGRA | WB

JIS GROUP Educational Initiatives

FIRST EVER SELF-FINANCED VETERINARY COLLEGE IN WEST BENGAL

ADMISSIONS OPEN 2026-2027

AFFILIATED TO:
WEST BENGAL UNIVERSITY OF ANIMAL & FISHERY SCIENCES, KOLKATA
APPROVED BY:
ANIMAL RESOURCES DEVELOPMENT DEPARTMENT, GOVT. OF WEST BENGAL
RECOGNISED BY:
VETERINARY COUNCIL OF INDIA UNDER DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY & DAIRYING, MINISTRY OF FAHD, GOVERNMENT OF INDIA.

COURSE: BACHELOR OF VETERINARY SCIENCE & ANIMAL HUSBANDRY (BVSc & AH) DEGREE COURSE

DURATION: 5&1/2 YEARS including One Year Internship

Intake: 80 Seats

ELIGIBILITY:

- INDIAN STUDENT THRO' NEET RANK ONLY WITH 50% MARKS IN PHYSICS, CHEMISTRY, BIOLOGY OR BIOTECHNOLOGY AND ENGLISH IN HS/12th EXAM.
- NRI & FOREIGN STUDENTS CAN APPLY AS PER RULE.

81700 08553 | 93309 06153

APPLY NOW info.jiscovas@jisgroup.org

Mogra, Hooghly. 712148.

## ছটের রাশ হাতে নিতে তৎপর পদ্ম

**শিলিগুড়ি, ১০ নভেম্বর :** ছটপুজোর রাশ নিজেদের হাতে নিতে তৎপর রাজ্যের শাসকদল। বিজেপি সূত্রে খবর, কোন নেতা কোন ছটপুজোর ঘাটে তদারকি করবেন, দলের তরফে সেই দায়িত্ব বণ্টন করা হয়েছে। ছটব্রতীদের বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করা হবে বলে খবর দলীয় সূত্রে। মসনদে থাকাকালীন ছটপুজোর সময় তৃণমূল নেতারা বিভিন্ন ঘাটে ছড়ি ঘোরাতেন। সেই শূন্যস্থান পূরণে তৎপর পদ্ম নেতারা।

সামনেই শিলিগুড়ি পুরনিগমের ভোট। ছটপুজোর সঙ্গে সরাসরি প্রায় ২৫টি ওয়ার্ড যুক্ত। পরোক্ষভাবে যুক্ত রয়েছে আরও একাধিক ওয়ার্ড। হিন্দিভাষীদের ভোটের সিংহভাগ বিজেপির ঝুলিতেই যায়। পুরভোটের আগে সেই ভোটব্যাংক ধরে রাখার জন্যই ছটের রাশ হাতে নিতে বিজেপি তৎপর হয়েছে বলে মত রাজনৈতিক মহলের। বিজেপির শিলিগুড়ি বিভাগের আহ্বায়ক রাজু সাহা বলেন, 'প্রত্যেক বছরের মতো এবারও দলের অনেক নেতা ছটঘাটে যাচ্ছেন। আমরাও যাচ্ছি। পুজো যাতে ভালোভাবে হয়, তার জন্য তদারকি হচ্ছে। এর মধ্যে কোনও রাজনীতি নেই।' শহরে কমবেশি ৫০টির মতো ছটপুজো কমিটি আছে। একেকটি কমিটির তত্ত্বাবধানে একাধিক ঘাটে ছটপুজো হয়। সেই কমিটিগুলির দায়িত্বেও এবার কিছুটা রদবদল হয়েছে। সন্তোষী ঘাটের উপদেষ্টা কমিটির সদস্য বিবেক গুপ্তা বলেন, 'কমিটির দায়িত্বে কিছুটা অদলবদল



- গতবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের ভোটে বিজেপি ৫টি ওয়ার্ডে জিতেছিল, ৪টিতে মূল ফ্যাক্টর হয়েছিল হিন্দিভাষীদের ভোট
- বিধানসভা ভোটেও হিন্দিভাষীদের ভোট শিলিগুড়িতে বিজেপিকে জিততে সাহায্য করেছে
- পুরনিগম ভোটের আগে হিন্দিভাষীদের ভোট ধরে রাখতেই তৎপরতা, মত রাজনৈতিক মহলের

হয়েছে। তবে প্রত্যেক বছরের মতোই এবার পুজো হবে।'

বিহারি কল্যাণ মঞ্চের সভাপতি করমবীর সিংহ বলেন, 'পুজোয় প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতাদের আমন্ত্রণ করা হয়। তবে পুজোয় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ আমরা পছন্দ করি না।' প্রাক্তন বিজেপি কাউন্সিলার অনীতা মাহাতকে সন্তোষী ঘাটের একাংশ তদারকির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে খবর দলীয় সূত্রে। যদিও তিনি এই কথা অস্বীকার করেছেন। তাঁর কথা, 'দলের তরফে দায়িত্ব দেওয়ার কোনও বিষয় নেই। আমরা প্রত্যেকবারই ঘাটে তদারকি করি। এবারও করব।' গঙ্গানগর ঘাট থেকে শুরু করে পার্বতী ঘাট এবং মহানন্দার বিভিন্ন ঘাটে ছুটছেন বিজেপি নেতারা। পুরনিগমের প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা বিজেপির অমিত জৈন জানান, তিনি ইতিমধ্যে অনেকগুলি ঘাটে গিয়েছেন। তবে অমিতও দলের তরফে আলাদা করে দায়িত্ব দেওয়ার কথা অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, 'পুজো যাতে ভালোভাবে হয়, সেটাই তদারকি করা হচ্ছে।' গতবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের ভোটে বিজেপি ৫টি ওয়ার্ডে জিতেছিল। তার মধ্যে ৪টি ওয়ার্ডে মূল ফ্যাক্টর হয়েছিল হিন্দিভাষীদের ভোট। এবারের বিধানসভা ভোটেও হিন্দিভাষীদের ভোট শিলিগুড়িতে বিজেপিকে জিততে সাহায্য করেছে। পুরভোটের প্রাক্কালে হিন্দিভাষীদের ভোট ধরে রাখতেই ছটের 'দখল' নিতে বিজেপির এই তৎপরতা বলে ধারণা রাজনৈতিক মহলের।

পুরনিগমের প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলার সঞ্জয় পাঠক বলেন, 'জোর করে ছটের দায়িত্ব নিচ্ছে বিজেপি।'




পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

সুখবিহার।। *মিরিক লেকে ছবিটি তুলেছেন গঙ্গারামপুরের দীপক অধিকারী।*

# কুলিকের পাড়ে গর্ভনিরোধক

**বিশ্বজিৎ সরকার**

**রায়গঞ্জ, ১০ নভেম্বর :** মঙ্গলবার বেলা তখন সাড়ে ৩টে। রায়গঞ্জের কুলিক বনাঞ্চলে গিয়ে দেখা গেল যত্রতত্র মদের বোতল, গর্ভনিরোধক ছড়িয়ে। বনাঞ্চল সংলগ্ন মণিপাড়া পার্কেও একই ছবি। রীতিমতো গা ঘিনঘিনে একটি পরিস্থিতি। বনাঞ্চলের যে অংশটি এই পার্ককে জড়িয়ে রয়েছে, ওই সময়ই সেখানে বেশ কয়েকজনকে প্রকাশ্যে মদ খেয়ে বেলেল্লাপনা করতে দেখা গেল। সেখান থেকে সামান্য দূরে শিয়ালমণি ফরেস্টেও একই ঘটনার অ্যাকশন-রিপ্লে। এই বনাঞ্চলের দেখাশোনা করার জন্য বনকর্মীরা রয়েছেন। কিন্তু এদিন প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে কুলিক বনাঞ্চল ঘুরলেও কারও দেখা মেলেনি।

রায়গঞ্জের এক কিশোরী গত ৩ নভেম্বর বিকেলে সাইকেল নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়। তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিকদের দাবি, অভিযুক্ত দিলীপ রায় তাকে রায়গঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি পার্ক, ইকো পার্ক, কুলিক পক্ষীনিবাস সহ একাধিক জায়গায় নিয়ে যান। পরে কুলিক ফরেস্টের গভীর জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ ও খুন করেন।

ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগে রায়গঞ্জ থানায় মামলা দায়ের হয়। পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে অভিযুক্তকে শনাক্ত করে। পুলিশের দাবি, দিলীপকে ধরতে গেলে তিনি পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালান। পালটা গুলিতে দিলীপের মৃত্যু হয়। এই ঘটনার পর থেকেই সংশ্লিষ্ট এই জায়গাগুলির নিরাপত্তার বিষয়টি শহরের চর্চিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মিউনিসিপ্যাল পার্ক রায়গঞ্জ শহরের পূর্ব কলেজপাড়া এলাকায় রয়েছে। ভিতরটি আগাছায় ভরা, একাধিক যন্ত্রাংশ অকেজো। তবে টিকিট কেটে ভিতরে ঢোকার ব্যবস্থা রয়েছে। আর এই সুবাদে এখানে অনৈতিক অনেককিছুই হচ্ছে। সম্প্রতি একটি হাইস্কুলের ছ'জন ছাত্রী বেশ কয়েকজন নাবালক ও তরুণকে নিয়ে এই পার্কে এসে জন্মদিনের পার্টি করে। আকণ্ঠ মদ্যপান চলে। শারীরিকভাবে ঘনিষ্ঠ হয় বলেও অভিযোগ রয়েছে। সেদিন হুল্লোড়ের মাত্রা এতটাই বেশি হয়ে গিয়েছিল যে আশপাশের বাসিন্দারা হস্তক্ষেপ করেন। কথাবার্তা বচসায় গড়ায়। পরে ওই ছাত্রী, নাবালক ও তরুণদের সংলগ্ন একটি স্কুলে নিয়ে গিয়ে মারধর করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পরে ব্যক্তিগত জামিনে সবাই মুক্তি পায়। ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক (পূর্বতন ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক) এবং আবদুলঘাটা বাঁধ সংলগ্ন বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলের সীমানা বহু জায়গায় অরক্ষিত বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। ফলে বনের ভিতরে অবাধ প্রবেশ আটকানো বন দপ্তর ও পুলিশের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছে। কুলিক পক্ষীনিবাসের সামনের রাস্তা এবং রায়গঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি পার্ক সহ সংলগ্ন পার্কগুলির আশপাশে পর্যাপ্ত পথবাতি না থাকায় সন্ধ্যার পর মাদকাসক্তদের আড্ডা, চুরি ও ছিনতাইয়ের আশঙ্কা বাড়ছে বলে স্থানীয়দের দাবি। রায়গঞ্জ নাগরিক কমিটির সম্পাদক তপন চৌধুরী বলেন, 'কুলিক ফরেস্টে যে ঘটনাটি ঘটল তা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। বন দপ্তরের কর্মীরা থাকা সত্ত্বেও কেন এই ধরনের ঘটনা ঘটবে? ' ডিএফও ভূপেন বিশ্বকর্মার বক্তব্য, 'কুলিক বনাঞ্চল অনেকটা এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। তবে ফেন্সিং না থাকায় সমস্যা হচ্ছে। সবমিলিয়ে আমাদের কাছে ২০-২২ জন কর্মী রয়েছেন। যা মোটেও যথেষ্ট নয়। আমাদের আরও কর্মী প্রয়োজন।' দিনেরবেলায় পার্ক ও অভয়ারণ্যে পর্যটকদের ভিড় থাকলেও বিকেলের পর নিরাপত্তারক্ষীদের নজরদারি শিথিল হয়ে পড়ে বলে দর্শনার্থীদের একাংশের অভিযোগ। বনাঞ্চলের ভিতরের কয়েকটি ওয়াচটাওয়ারও দীর্ঘদিন ধরে অকেজো অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ঐতিহ্যবাহী পর্যটনকেন্দ্রগুলির সুনাম বজায় রাখতে দ্রুত কঠোর পদক্ষেপ করা হোক বলে দাবি জোরালো হয়েছে। পরিবেশপ্রেমী ও পরিবেশবিদ তথা হাতিয়া হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষক মিঠু মল্লিক বলেন, 'কুলিক ফরেস্ট সহ সংলগ্ন অভয়ারণ্যে নিরাপত্তায় থাকা কর্মীদের নজরদারির প্রয়োজন। নচেৎ এই ধরনের ঘটনা প্রায়শই ঘটবে।'



*এনকাউন্টারস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করছে ফরেন্সিক দল। -দিবাকর সাহা*

## রাস্তা খুঁড়ে গায়েব ঠিকাদার

**ইসলামপুর, ১০ নভেম্বর :** রাস্তার কাজ সম্পূর্ণ না করেই গায়েব হয়ে গিয়েছে ঠিকাদার সংস্থা। প্রায় ছয় মাস আগে কালভার্ট তৈরির নামে রাস্তার মাঝখানে আর্থমুভার দিয়ে বিশাল গর্ত খুঁড়ে রেখে চলে গিয়েছেন ঠিকাদার। অথচ এই রাস্তা দিয়েই প্রতিদিন যাতায়াত করতে হয় কয়েকশো বাসিন্দাকে। স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, আগে রাস্তা খারাপ থাকলেও মানুষজন সেখান দিয়ে যাতায়াত করতে পারতেন। কিন্তু কালভার্ট তৈরির নামে রাস্তা খুঁড়ে ফেলে রাখার পর এখন সেখান দিয়ে যাতায়াত পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বাধ্য হয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে খাল পারাপার করতে হচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দাদের। আর তা না হলে প্রায় ৮ থেকে ১০ কিলোমিটার ঘুরপথে যাতায়াত করতে হচ্ছে। রাস্তা তৈরির উদ্যোগে ইসলামপুর ব্লকের ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রুহিয়া, তেলিভিটা, রিঙ্কুয়া এলাকার সাধারণ মানুষের সুবিধা হওয়ার বদলে এখন দুর্ভোগ আরও কয়েকগুণ বেড়েছে। এদিকে, খাল পেরিয়ে কিছুটা দূরেই রয়েছে রুহিয়া আদিবাসীপাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। শিশু ও প্রসূতিদেরও ঝুঁকি নিয়ে এই খাল পেরোতে হচ্ছে। রুহিয়ার বাসিন্দা বুধরাহী মুর্মুর কথায়, 'খাল কাটার ফলে আমাদের ৮ থেকে ১০ কিলোমিটার ঘুরপথে ইসলামপুর যেতে হচ্ছে। ইসলামপুর থেকেই বাজার করি।'

তৃণমূল সরকার থাকাকালীন জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে ইসলামপুর ব্লকের ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রুহিয়া এলাকা থেকে তেলিভিটা ভবানী পুকুর পর্যন্ত প্রায় পৌনে তিন কিলোমিটার রাস্তা তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। প্রায় ৬ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই রাস্তা নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। সেই অনুযায়ী কিছু অংশের রাস্তার কাজও সম্পন্ন হয়। কিন্তু রুহিয়া এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ কালভার্ট নির্মাণের কাজ অসম্পূর্ণ রেখেই থমকে যায় গোটা প্রকল্প।

এদিকে, ঠিকাদার সংস্থা আমির আলি নামে এক ব্যক্তিকে এই কাজ সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব দেয়। সেই আমিরের কথা, 'কাজ করার সময় ইট, বালি-পাথরের সরবরাহ কমে গিয়েছিল। যার ফলে কাজটি তখন বন্ধ রাখা হয়েছিল। পরবর্তীতে পঞ্চায়েতের সদস্যরা আমাকে বললে আমি ঠিকাদার সংস্থাকে জানাই। তারা বলে, পথশ্রীর ৪-এর কোনও বিল পাইনি, আর কাজটি করা যাবে না। সে কারণেই কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে।' ওই এলাকার মেম্বার নাফিজ আলম বলেছেন, 'আমি বিডিও অফিস ও ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ইঞ্জিনিয়ারকে কালভার্টের বিষয়ে জানিয়েছিলাম। তবে শুনেছি ভিবি-জি রাম জি প্রকল্পে সেই কাজটি সম্পন্ন করা হবে।'

ইসলামপুরে বিডিও পিনাকী দেবনাথ বলেছেন, 'বর্তমান ভিবি-জি রাম জি প্রকল্পের মধ্যে সেই জায়গাটুকু আনার চেষ্টা করছি। কালভার্ট হয়ে গেলেই রাস্তাও সম্পূর্ণ হয়ে যাবে।'

এলাকার বাসিন্দা সিদ্দিক আলমের কথায়, 'কাজ তো সম্পূর্ণ হয়নি। উলটে রাস্তার মাঝখানে খাল কেটে রেখে দিয়েছে।'

# ভিবি-জি রাম জি-তে পিছিয়ে মহকুমা

**নীতেশ বর্মন**

**শিলিগুড়ি, ১০ নভেম্বর :** ভিবি-জি রাম জি প্রকল্পে কাজের লক্ষ্যমাত্রা থেকে অনেক দূরে শিলিগুড়ি মহকুমার গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি। মহকুমার ২২টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ১২টি পঞ্চায়েতই লক্ষ্যমাত্রার ৩০ শতাংশ কাজ শেষ করতে পারেনি, যা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে দার্জিলিং জেলা প্রশাসন। যদিও লক্ষ্যমাত্রার কাজ শেষ করতে ২০২৭ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে, কিন্তু যে গতিতে কাজ চলছে, তাতে মার্চেও লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হবে কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

যদিও কাজের তদারকি শুরু করে দিয়েছেন জেলা শাসক হরিশংকর পানিক্কর। প্রশাসন সূত্রে খবর, তিনি প্রায় প্রতিদিনই পঞ্চায়েত আধিকারিকদের ফোন করে কাজের লক্ষ্যমাত্রা যেমন বেঁধে দিচ্ছেন, তেমনই দিনের শেষে ফোন করে রিপোর্ট নিচ্ছেন। তবে কাজের ঢিলেমির কারণ হিসেবে পঞ্চায়েতগুলির অনেক আধিকারিক মজুরি না পাওয়াকে দায়ী করেছেন। মহকুমা পরিষদের এক আধিকারিক বলেন, 'কাজের গতি বৃদ্ধিতে নানা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। মজুরি পেয়ে যাবেন শ্রমিকরা।'

রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর মহকুমার ২২টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে মাত্র দুটি বিজেপি দখল করেছে। স্বাভাবিকভাবেই কাজের ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকা গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি তৃণমূলের দখলে রয়েছে। তৃণমূলের দখলে থাকা গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির একাংশে প্রধান যেমন নিয়মিত যাচ্ছেন না, তেমন কেউ কেউ গেলেও সক্রিয়ভাবে প্রশাসনিক কাজ করছেন না বলে বিজেপির অভিযোগ। প্রধানদের আর্থিক ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার জন্য আইন এনেছে বিজেপি সরকার। গরহাজিরা নিয়ে মন্ত্রী দিলীপ ঘোষের হুঁশিয়ারির পরও কাজের ক্ষেত্রে ঢিলেমি নিয়ে অসন্তুষ্ট আধিকারিকরা।

প্রশাসন সূত্রে খবর, নভেম্বর পর্যন্ত মহকুমায় মোট ১,৫২,৬৭৭ কর্মদিবস লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয়েছে। গত শুক্রবার পর্যন্ত মোট ৫২,৮৭৯ কর্মদিবস পূরণ হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার ৩৫ শতাংশ। সবচেয়ে বেশি কাজ করেছে লোয়ার বাগডোগরা; তারা লক্ষ্যমাত্রার ১৮৭ শতাংশ কাজ আপাতত শেষ করতে পেরেছে। ১১৫ শতাংশ কাজ হয়েছে আঠারোখাইতে। ৪০ শতাংশের বেশি কাজ হয়েছে ১০টি গ্রাম পঞ্চায়েতে। সবচেয়ে কম কাজ হয়েছে ঘোষপুকুরে; সেখানে কাজের লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ১১ শতাংশ কাজ হয়েছে। ফাঁসিদেওয়া, বিধাননগর-২ ও মণিরাম পঞ্চায়েতে ২০ শতাংশের নীচে কাজ হয়েছে।

লোয়ার বাগডোগরা ও আঠারোখাই তুলনামূলকভাবে শহরকেন্দ্রিক কিংবা শহর ঘেঁষা। সেখানে ১২৫ দিনের কাজ করাতে জায়গার অভাব, গ্রামীণ এলাকা কম ও মাটির কাজ নেই বললেই চলে। তারপরও তারা লক্ষ্যমাত্রার থেকে আপাতত বেশি কাজ করছে। সেই তুলনায় ফাঁসিদেওয়া, চটহাট, খড়িবাড়ি ও বুড়াগঞ্জ অনেকটা গ্রামীণ। সেই পঞ্চায়েতগুলিতে মাটির কাজ এবং প্রকল্পের আরও নানা ধরনের কাজ করার জায়গা রয়েছে। তারপরও সেই পঞ্চায়েতগুলি কেন পিছিয়ে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

বুড়াগঞ্জ পঞ্চায়েতের প্রধান তৃণমূলের অণিমা সিংহ বলেন, 'নতুন প্রকল্প। কাজের নানা নিয়ম রয়েছে। বেশকিছু সমস্যা রয়েছে। তারপরও আমরা কাজের অগ্রগতি



- মহকুমার ২২টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ১২টিতেই লক্ষ্যমাত্রার ৩০ শতাংশ কাজ শেষ করতে পারেনি
- কাজ শেষ করতে ২০২৭ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে
- যে গতিতে কাজ চলছে, তাতে মার্চেও লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হবে কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে

ঘটানোর চেষ্টা করছি। রাজনৈতিক চাপ সেরকম নেই।' হেটমুড়ি সিঙ্গিঝোরা গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের প্রধান জগন্নাথ রায়ের বক্তব্য, 'গোটা পঞ্চায়েত চা বাগান এলাকা। কাজ করতে নানা সমস্যা রয়েছে। ক্ষমতা বদল হলেও কাজ করানো মুশকিল, কারণ কাজের ক্ষেত্র নেই সেভাবে।' মহকুমা পরিষদের বিরোধী দলনেতা বিজেপির অজয় ওরাওঁ বলেন, 'কিছুটা উদাসীনতাও রয়েছে। কাজ করার ইচ্ছে না থাকলে কেন দায়িত্ব থেকে সরছেন না প্রধানরা, বুঝতে পারছি না। সরকারের বদনাম করার চেষ্টা হলে আমরা ছেড়ে কথা বলব না।'

## ২০ কোটির বাজি বিক্রি শহরে

**শিলিগুড়ি, ১০ নভেম্বর :** বিগত বছরগুলির তুলনায় এবছর কালীপুজোয় অনেক বেশি বাজি শিলিগুড়ি শহরে পোড়ানো হয়েছে বলে জোর চর্চা চলছে। যার সঙ্গে বাজি ব্যবসায়ীরা সহমত। শুধু বাজির মেলাই নয়, পাড়ার দোকানেও বিপুল পরিমাণ বাজি বিক্রি হয়েছে। ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন, শিলিগুড়িতে ২০ কোটি টাকার বেশি বাজি বিক্রি হয়েছে।

কাওয়াখালিতে আতশবাজি মেলায় এবছর ৮৫টি স্টল বসেছিল। ছোট, বড় প্রত্যেক ব্যবসায়ীরই ব্যবসা ভালো হয়েছে। শিলিগুড়ি আতশবাজি মেলা কমিটির সেক্রেটারি সুদীপ্ত ভৌমিক বলেন, 'ব্যবসা ঠিকঠাকই হয়েছে, শহরের ভেতরে পাড়ায় পাড়ায় আতশবাজি বিক্রি হয়েছে। কাওয়াখালি ছাড়াও শিলিগুড়ি মহকুমার মাটিগাড়া, শিবমন্দির, বাগডোগরা ও নকশালবাড়িতে আতশবাজি মেলা বসেছিল। তবে মহকুমার মেলাগুলি আয়তনে ছোট ছিল। সোমবার কাওয়াখালির মেলার শেষ দিন ছিল। মঙ্গলবার ব্যবসায়ীরা অবশিষ্ট সামগ্রী নিয়ে যাওয়া শুরু করেন। তারমধ্যেই দেখা যায়, কিছু মানুষ কয়েকটি দোকান থেকে বাজি কিনছেন। বাজি বিক্রেতা বিকাশ গিরির কথায়, 'পাড়ায় পাড়ায় এবার অনেক বাজির দোকান বসেছিল। সে কারণে অনেকেই মেলায় আসেননি। পুলিশ অবৈধভাবে বাজি বিক্রির বিরুদ্ধে অভিযান করেছে ঠিকই, কিন্তু তারপরও খোলাবাজারে বাজি দেদারে বিক্রি হয়েছে। না হলে মেলায় বিক্রি আরও বাড়ত। তবে ব্যবসা ভালোই হয়েছে।' কমবেশি শিলিগুড়িতে ২০ কোটি টাকার ব্যবসা হয়েছে বলে বিকাশ জানান। শিলিগুড়ির দেশবন্ধুপাড়ায় নিজের দোকানের সামনে কিছু বাজি বিক্রি করেন সুমন পোদ্দার। সুমনের কথায়, 'অনেকটা দূর হওয়ায় অনেকে কাওয়াখালিতে যেতে চান না। সেই কারণে কিছু টাকা দিয়ে বাজি কিনে এনে বিক্রি করেছি।'

এদিকে, শহরে কালীপটকার প্যাকেট বিক্রি হয়েছে ৩০ থেকে ৬০ টাকায়। আবার চকোলেট বোম বিক্রি হয়েছে ৮০-১০০ টাকা প্যাকেট। তবে এই সবকিছু পুলিশের নজর এড়িয়ে বিক্রি হয়েছে। ব্যবসায়ীদের একাংশ জানান, ক্রেতারা শব্দবাজি কিনতে চান। সেই কারণে এগুলি মজুত করেন। সবই লাইনম্যানরা এসে দিয়ে যান।

## নেতাকে হুমকি

**শিলিগুড়ি, ১০ নভেম্বর :** বিজেপি করায় ফুলবাড়ির পদ্ম নেতা মতিউর রহমানকে ফোন করে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠল। গোটা বিষয়টি নিয়ে মতিউর রহমান এনজেপি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগ, সোমবার একটি অপরিচিত নম্বর থেকে ওই ব্যক্তি মতিউরকে ফোন করে গালিগালাজ করেন ও প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

## আশার আলো চা মহলে

**নাগরাকাটা, ১০ নভেম্বর :** তৈরি চায়ের মিনিমাম সাস্টেনেবল প্রাইস (এমএসপি) চালুর জন্য কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রককে সুপারিশ করল টি বোর্ড গঠিত ১০ সদস্যের কমিটি। চায়ের উৎপাদন ব্যয় এবং বিক্রয়মূল্যের ক্রমবর্ধমান ব্যবধান মোকাবিলায় বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখছে ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশন, টি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া, ইউনাইটেড প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ সাউদার্ন ইন্ডিয়া, কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনস এবং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান টি ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন। মঙ্গলবার সংগঠনগুলির তরফে সাংবাদিক বৈঠক করা হয়।



*ছটের কেনাকাটা। মঙ্গলবার চম্পাসারি বাজারে। ছবি : সূত্রধর*

# পাইপ আছে, জল নেই কেশরডোবায়

**কার্তিক দাস**

**খড়িবাড়ি, ১০ নভেম্বর :** দেশজুড়ে 'হর ঘর জল' প্রকল্পের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল ২০২৪ সালের মধ্যে প্রতিটি গ্রামীণ পরিবারে নলবাহিত পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়া। পরে জল জীবন মিশনের মেয়াদ ২০২৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু খড়িবাড়ির কেশরডোবার ছবিটা উলটো। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের (পিএইচই) উদ্যোগে শুরু হওয়া কেশরডোবা-২ নলবাহিত পানীয় জলপ্রকল্পের কাজ প্রায় এক বছর ধরে বন্ধ। পাইপলাইন বসানো হলেও জল সরবরাহ শুরু হয়নি। ফলে পানীয় জলের সংকটে ভুগছেন এলাকার প্রায় ১,০০০টি পরিবার এবং ৩০০ জন ব্যবসায়ী। প্রকল্পের পাম্পহাউস ও জলের ট্যাংক তৈরি হয়েছে পিডব্লিউডি মোড়ে। কেশরডোবা, পিডব্লিউডি মোড়, পাটারামজোত ও ডোহাগুড়িতে জল পৌঁছানোর কথা। কিন্তু কল খুললেও এখনও জল মিলছে না।

প্রকল্পের ঠিকাদার অরুণকুমার শ্রীবাস্তবের দাবি, কাজের অধিকাংশই শেষ। তিনি বলেন, 'কাজের সিংহভাগই প্রায় শেষ। পাইপলাইন বসানোর কাজ হয়ে গিয়েছে এবং জল উত্তোলনের মেশিনও বসানো হয়েছে। এখন শুধু মেশিনের সঙ্গে জলের ট্যাংকের সংযোগস্থাপন এবং রং করার কাজ বাকি।' সরকারের কাছ থেকে বকেয়া টাকা না পাওয়ায় কাজ বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছেন বলে জানান তিনি। টাকা পেলেই বাকি কাজ দ্রুত শেষ করবেন বলেও তাঁর দাবি। অন্যদিকে, প্রকল্পের চেয়ারম্যান তথা খড়িবাড়ি পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পরিমল সিংহ বলেন, 'বহুদিন ধরেই জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারকে কাজটি পুনরায় চালু করার জন্য বলা হয়েছিল। কিন্তু রাজ্যে পালাবদলের পর থেকে আর কোনও ব্লক উন্নয়ন সভা হয়নি। তাই কাজটি কবে চালু হবে, তা নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়।' দ্রুত প্রকল্পের কাজ ফের শুরু করতে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে বিডিও দীপ্তি সাউ আশ্বাস দিয়েছেন।

বাসিন্দারা অবশ্য স্রেফ আশ্বাসে ভরসা রাখতে রাজি নন। খড়িবাড়ি পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতের এই এলাকায় বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রথমে জমি নিয়ে সমস্যা ছিল। পরে তা মিটলেও কাজ আর এগোয়নি। স্থানীয় বাসিন্দা নিহার বিশ্বাসের অভিযোগ, নিধারিত সময় পেরিয়ে গেলেও টাকা না পাওয়ায় সৌমেন আদালতের দ্বারস্থ হন। পরে আদালতের নির্দেশে ২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে সরকার জমির বকেয়া টাকা মেটায়। জমিদাতার পরিবারের সদস্য শুভজিৎ ঘোষকে ওই প্রকল্পে চাকরিও দেওয়া হয়। শুভজিৎ বলেন, 'বর্তমানে প্রকল্পের কাজ পুরোপুরি বন্ধ রয়েছে। কবে চালু হবে তা একমাত্র ঠিকাদারই বলতে পারবেন।'

খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির



*অসমাপ্ত কেশরডোবা-২ জলপ্রকল্পের কাজ।*

# বাঘচাবার টানে জমে আমবাড়ির মেলা

**মনজুর আলম**

**চোপড়া, ১০ নভেম্বর :** দেখতে অনেকটা আলুর মতো। স্বাদে মিল পাওয়া যায় রাঙা আলুর সঙ্গে। কেজিপ্রতি অবশ্য দাম ২০০ থেকে ২৫০ টাকা। বছরে নাকি একটাই সময় এই 'বাঘচাবা' বা 'বাঘছাপা' ফল মেলে। এই ফলের টানেই প্রতিবছর আমবাড়ির দুর্গাপুজোর মেলায় দূরদূরান্ত থেকে ছুটে আসেন মানুষ। কেউ পরিবারের জন্য কেনেন, কেউ আবার শুধু এই ফল কিনতেই মেলায় হাজির হন। মেলা, রাতভর পালাগানের আসর থাকলেও আমবাড়ির দুর্গাপুজোয় বাঘচাবার আকর্ষণই যেন আলাদা। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

চোপড়া ব্লকের হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েতে আমবাড়িতে কালীপুজোর পর মঙ্গলবার গোবর্ধনপুজোর দিন দুর্গাপুজো হল। সেই উপলক্ষ্যে বসে মেলা। মেলায় অন্যতম আকর্ষণ বাঘচাবা। এদিন মেলায় আসা ক্রেতাদের মধ্যে মহম্মদ নাসিরউদ্দিন বললেন, 'প্রতিবারই এই মেলা থেকে বাঘচাবা কিনি। স্বাদ অনেকটা রাঙা আলুর মতো। বাড়িতেও সবাই এই ফল খেতে পছন্দ করে।' গত বছর মেলায় আসতে পারেননি দীপেন সিংহ। এবার শুধু বাঘচাবা কিনতেই এসেছেন তিনি।

বাঘচাবার চাহিদার কথা মাথায় রেখে মেলার আগে থেকেই প্রস্তুতি শুরু করেন স্থানীয় কয়েকজন চাষি। ডাঙ্গাপাড়া গ্রামের হাতেগোনা আট-দশটি পরিবার এই ফলের চাষ করে। জমি থেকে তোলার পর বাড়িতে সেদ্ধ করে মেলায় বিক্রির জন্য নিয়ে আসা হয়। পুজো কমিটির সম্পাদক অশোক সিংহ বলেন, 'এলাকায় একমাত্র ডাঙ্গাপাড়া গ্রামের আট-দশজন চাষি প্রতিবছর এই ফল চাষ করেন। মেলায় বাঘচাবার চাহিদা বেশ রয়েছে।'

বছর সত্তরের মোহিনী সিংহর বাবাও বাঘচাবার চাষ করতেন। এখন সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন তিনি। এবছর এক কাঠা জমিতে চাষ করেছেন। বিক্রেতা উপেন সিংহ জানালেন, এই মেলাই বাঘচাবার একমাত্র বাজার। অন্য কোথাও তেমন বাজার নেই, পরিচিতিও নেই। বিক্রেতাদের দাবি, এদিন মেলায় প্রায় তিন কুইন্টাল বাঘচাবা বিক্রি হয়েছে।

চাষিরা জানালেন, এই ফলের গাছ দেখতে অনেকটা পানের লতার মতো। প্রতিটি গাছের গোড়ায় প্রায় ৫০০-৬০০ গ্রাম ফলন হয়। বাঘচাবার বীজ থ

# ইডি দপ্তরে সন্দীপ

**কলকাতা, ১০ নভেম্বর :** নতুন করে আরজি করের আর্থিক দুর্নীতির ফাইল খুলেছে ইডি। মঙ্গলবার এই মামলায় ইডির ডাকে সাড়া দিয়ে সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দিলেন প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। পরণে সাদা ও গোলাপি রঙের শার্ট, কপালে লাল টিকা, হাতে দুটি ফাইল সহ সকাল ১১টায় ইডি দপ্তরে পৌঁছোন সন্দীপ। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট থেকে আর্থিক দুর্নীতি কাণ্ডে জামিন পেয়েছিলেন তিনি। তারপরেই এই ঘটনায় ইডির ডাক পেয়েছিলেন আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ। এদিন অবশ্য সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খোলেননি সন্দীপ।

তবে তাঁর জামিনের পর থেকে রীতিমতো রাজ্য সরকার ও সিবিআইয়ের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন আন্দোলনকারী চিকিৎসকরা। ঘটনার ২৭ মাস পরেও

## আন্দোলন নিয়ে নিশানা মুখ্যমন্ত্রীর

ন্যায়বিচার না পাওয়ার অভিযোগে পথেও নামছে চিকিৎসকদের সংগঠনগুলি। সোমবার রাসবিহারী মোড়ে সভা করে রাজ্য সরকারকে তুলোধনা করেছে অভয়া মঞ্চ। এদিন অবশ্য অভয়া মঞ্চকে 'আরশোলা', 'ছারপোকা' বলে কটাক্ষ করেছে অভয়ার পরিবার। অপরদিকে, ১২ নভেম্বর সিবিআই দপ্তর অভিযানের ডাক দিয়েছে 'ভয়েস অফ অভয়া, ভয়েস অফ ওম্যান'। এই প্রেক্ষিতে আন্দোলনকারীদের বিঁধে নির্যাতিতার পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

এদিন তিনি বলেন, 'এখানে রাস্তায় না নেমে উনি তো সুপ্রিম কোর্টে জামিন পেয়েছেন, আমি বলতে পারি না প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে যে সুপ্রিম কোর্টের সামনে গিয়ে আন্দোলন করতে। কিন্তু স্থানটা নির্বাচন করতে হবে ওনাদের। সন্দীপ ঘোষ জামিন কোথায় পেয়েছেন, কেন পেয়েছেন, কারা দিয়েছেন, সেখানে গিয়ে আন্দোলন করুন। এখানে মিডিয়ায় ফুটেজ খাওয়ার জন্য না নেমে আপনাদের যে কাজ সেটা দেখুন। আমি এই বিষয়ে যত্নবান, পরিবারের সঙ্গে আছি।' আন্দোলন নিয়ে নিশানা করায় পালটা চিকিৎসক অনিকেত মাহাতোর কটাক্ষ, 'বিগত সরকার এই ধরনের মন্তব্য করত, এখন সরকার পরিবর্তন হয়েছে। তাই শাসকদলের মতোই মন্তব্য করছে। আগে এই ধরনের মন্তব্য শোনা যায়নি। অভয়ার মাকে গিয়ে প্রশ্ন করলে তিনিও একই কথা বলবেন, বিচার চান।'

## শুভেন্দুর প্রশংসা মমতার ভাইয়ের মুখে

**কলকাতা, ১০ নভেম্বর :** 'কত অজানারে জানাইলে তুমি, কত ঘরে দিলে ঠাঁই।' বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সেই পঙক্তি যেন মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কালীঘাটের পটুয়াপাড়ায় নতুন অর্থ পেল। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটভাই বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীপুজোয় হাজির হলেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আর তাঁকে স্বাগত জানিয়ে বাবুনের বার্তা, 'দাদা তুমি এগিয়ে চলো, আমরা তোমার সঙ্গে আছি।'

তারপরেই তাঁর মুখে ঘুরে এল কবিগুরুর কবিতার সেই অমূল্য পঙক্তি। ভাইফোঁটার আগের সন্ধ্যায় দিদিকে নিশানা করে ভাই বাবুন বলেন, 'আমার অভিভাবক শুভেন্দু অধিকারী। শেষ ছয় মাসে শুভেন্দু দা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পনেরো বছরের থেকে বেশি কাজ করেছেন। উনি ছিলেন ভাইপোর মুখ্যমন্ত্রী।' প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর ভাইয়ের পুজোয় গিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'এলাকার বিধায়ক হিসেবে এখানে এসেছি। ওঁর ভাই আমাকে ডাকল।'

## 'পরেশরাম মাফিয়া'

**কলকাতা, ১০ নভেম্বর :** ধর্ষণ, জালিয়াতি-সহ ক্যানিং পশ্চিমের তৃণমূল বিধায়ক পরেশরাম দাসের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগে কার্যত সিলমোহর দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার নন্দীগ্রাম দিবসের অনুষ্ঠান থেকে তিনি বলেন, 'পরেশরাম দাস একটা মাফিয়া। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় সেচ দপ্তরের জমি দখল করে বৃদ্ধাশ্রম বানিয়েছিলেন। দোষী বলেই লুকিয়ে পালাচ্ছিলেন। কিন্তু লুক আউট নোটিশ দেওয়া ছিল। নইলে মুম্বই হয়ে দুবাই চলে যেত।'

এদিন দুপুরে আলিপুর আদালত চত্বরে মুখ্যমন্ত্রীর আক্রমণ নিয়ে কোনও জবাব দেননি বিধায়ক। প্রিজন ভ্যানে ওঠার সময় শুধু বলেন, 'ওপরওয়ালা জবাব দেবেন।'এদিন আদালতে পরেশরামের আইনজীবী দাবি করেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তারির ক্ষেত্রেও নিয়ম মানা হয়নি বলেও অভিযোগ করেন তিনি।



*প্রসাদ নেওয়ার হুড়োহুড়ি। অন্নকূট উৎসবে। কুমোরটুলির মদনমোহন মন্দিরের বাইরে। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়*

# নন্দীগ্রাম ফাইল খোলার হুঁশিয়ারি

**কলকাতা, ১০ নভেম্বর :** ৪ মে ফল ঘোষণার দিনই নন্দীগ্রামে জয়ের শংসাপত্র হাতে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তৃণমূলের নাম ও নিশান থাকবে না বলে হুংকার দিয়েছিলেন। এবার রাজ্যের জমি আন্দোলনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের ভূমিকাকে নস্যাৎ করতে উদ্যোগী হলেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার নন্দীগ্রামের গোকুলনগরে শহিদ দিবসের মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'জমি আন্দোলনে তৃণমূলের কোনও ভূমিকাই ছিল না। লড়াইটা ছিল নন্দীগ্রামের মানুষের সঙ্গে তৎকালীন বাম সরকারের।'

যদিও মমতার আন্দোলনকে সমর্থন করে কলকাতার ধর্মতলায় উপস্থিত হয়েছিলেন এলকে আদবানি। মমতার আর্জিতেই ১৪ মার্চ গুলি চালানোর ঘটনার তদন্তে নন্দীগ্রামে গিয়েছিল আদবানির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল। একইসঙ্গে নন্দীগ্রামের 'অপারেশন সূর্যোদয়' সিপিএমের সন্ত্রাস ও নৃশংসতার কথা মনে করিয়ে নন্দীগ্রাম ফাইল খোলার ফের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

নন্দীগ্রামে শিল্পতালুক গড়ার লক্ষ্যে সরকারি জমি অধিগ্রহণের বিরোধিতায় ১৪ মার্চ ২০০৭ সালে গুলি চলেছিল। পুলিশের গুলিতে মারা গিয়েছিলেন আন্দোলনকারী ১৪ জন। সেই ঘটনার প্রতিবাদে নন্দীগ্রামকে অবরুদ্ধ করে রাখে আন্দোলনকারীরা। ৮ নভেম্বর সেই অবরোধমুক্ত করে



*নন্দীগ্রামে মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার।*

এলাকা পুনর্দখলের লক্ষ্যে সিপিএমের অভিযানে ২ জনের মৃত্যু ও ১২ জন নিখোঁজ হন। সিপিএমের এই অভিযানকে 'অপারেশন সূর্যোদয়' বলে মন্তব্য করেছিলেন তদানীন্তন সিপিএম নেতা বিনয় কোঙার। সেদিন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যও বলেছিলেন, 'দে হ্যাভ বিন পেইড ইন দেয়ার ওন কয়েন।' এদিন মুখ্যমন্ত্রী সেই প্রসঙ্গ টেনে বলেন, 'ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সৎ। কিন্তু দলটা খারাপ। আমি আজ ব্যক্তিগত আক্রমণ করব না। কিন্তু ১০ তারিখের ওই ইংরেজি কথা ও অনেকের ভিক্ট্রি চিহ্ন দেখানো...বিমান বসু বলেছিলেন নন্দীগ্রামে নতুন সূর্য উঠেছে। ১৯ বছর পর আমি সংকল্পে অবিচল। এখানেই দাঁড়িয়ে আছি। যাঁরা আটকাতে গিয়েছিলেন তাঁদের আর দেখা নেই।'

যদিও সিপিএমের সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'জ্যোতি বসু ভালো সিপিএম খারাপ, বুদ্ধবাবু ভালো সিপিএম খারাপ, দলের মধ্যে বিভাজন তৈরি করার এই কৌশল নতুন কিছু নয়।' এদিন মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, সিআইডি তদন্ত করলেও বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়নি। অপরাধীদের শাস্তি হয়নি। হলদিয়ার প্রাক্তন সিপিএম সাংসদ লক্ষ্মণ শেঠের ১৮১ দিন হাজতবাস হলেও বিচার সম্পূর্ণ হয়নি। এবার মুখ্যমন্ত্রী হয়ে নিজেই সেই বিচার করতে চান তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'নতুন করে এফআইআর করুন। এঁদের বিরুদ্ধে আমি নতুন করে কেস ওপেন করে ব্যবস্থা নেব।'

## প্রয়াত মণিলাল নাগ

**কলকাতা, ১০ নভেম্বর :** আলোর উৎসব শেষ হওয়ার আগেই বিষ্ণুপুর ঘরানাকে অন্ধকার করে চলে গেলেন ঘরানার স্তম্ভ, সেতারবাদক পণ্ডিত পদ্মশ্রী মণিলাল নাগ। বয়স হয়েছিল ৮৭। দীর্ঘদিন ধরে ফুসফুসের সমস্যায় ভুগছিলেন। সোমবার অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মঙ্গলবার সকালে তাঁর মরদেহ তাঁর বিটি রোডের বাসভবনে নিয়ে আসা হয়।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী শিল্পীর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'গতকাল গভীর রাতে কলকাতায়, কিংবদন্তি সেতারবাদক পদ্মশ্রী পণ্ডিত মণিলাল নাগ প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর প্রয়াণে আমি গভীরভাবে শোকাহত। পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহাসিক বিষ্ণুপুর ঘরানার অন্যতম পুরোধা ও গর্বিত ধারক পণ্ডিত মণিলাল নাগ আমাদের ধ্রুপদ-আশ্রিত শাস্ত্রীয় সুরধারাকে বিশ্বমঞ্চে পৌঁছে দিয়েছিলেন ...।' শিল্পী রেখে গিয়েছেন তাঁর স্ত্রী, পুত্র, কন্যা এবং অগণিত শিষ্য-শিষ্যাদের।

কন্যা মিতা নাগও একজন বিশিষ্ট সেতারবাদক। তিনি বলেছেন, '২০২১ সাল থেকে বাবা শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন। সোমবার বাড়াবাড়ি হওয়ায় হাসপাতালে নিয়ে যেতে যেতেই প্রায় সব শেষ।' মঙ্গলবার বিকালে কাশীপুর মহাশ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে।

# ক্যামাক স্ট্রিটের রিপোর্ট তলব

**কলকাতা, ১০ নভেম্বর :** প্রায় আড়াই মাস ধরে বন্ধ ক্যামাকস্ট্রিটের অফিস। বর্তমান পরিস্থিতি জানতে চেয়ে রাজ্যের রিপোর্ট তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট। ৩ সেপ্টেম্বর ক্যামাকস্ট্রিটের ওই পার্টি অফিস বন্ধ করে দেয় পুলিশ। ফরেন্সিক পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। এই পরিস্থিতিতে পার্টি অফিস খুলতে চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল মমতা-তৃণমূল। মঙ্গলবার এই মামলায় বিচারপতি রিষাদ মেদরার পূজা অবকাশকালীন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে, এই বিষয়ে রাজ্যের অবস্থান জানিয়ে আদালতে রিপোর্ট জমা দিতে হবে। তবে, এই মামলা নিয়মিত বেঞ্চে পাঠানো হয়েছে। অবিলম্বে পার্টি অফিস খুলতে চেয়ে মমতা-তৃণমূলের আবেদনে আপাতত কোনও নির্দেশ দেয়নি সিঙ্গল বেঞ্চ।

মমতা-তৃণমূলের অভিযোগ, ঘটনার পর থেকে আলো, পাখা সব চালু রয়েছে। ফলে বিদ্যুৎ খরচ বাড়ছে। পুলিশের তরফে ফরেন্সিক পরীক্ষার কথা থাকলেও তা হয়নি। এই প্রেক্ষিতে রাজ্যের অবস্থান জানতে চেয়েছে আদালত।

অপরদিকে, অভিষেকের আপ্ত সহায়ক সুমিত রায়ের নিরাপত্তা

## সুমিতের স্ত্রীর আবেদন নাকচ

চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, যে কোনও সময় এনকাউন্টার করা হতে পারে সুমিতকে। তবে, এদিন এই আবেদনে সাড়া দেয়নি আদালত। মামলাটি নিয়মিত বেঞ্চে পাঠিয়েছেন বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের পূজা অবকাশকালীন বেঞ্চ।

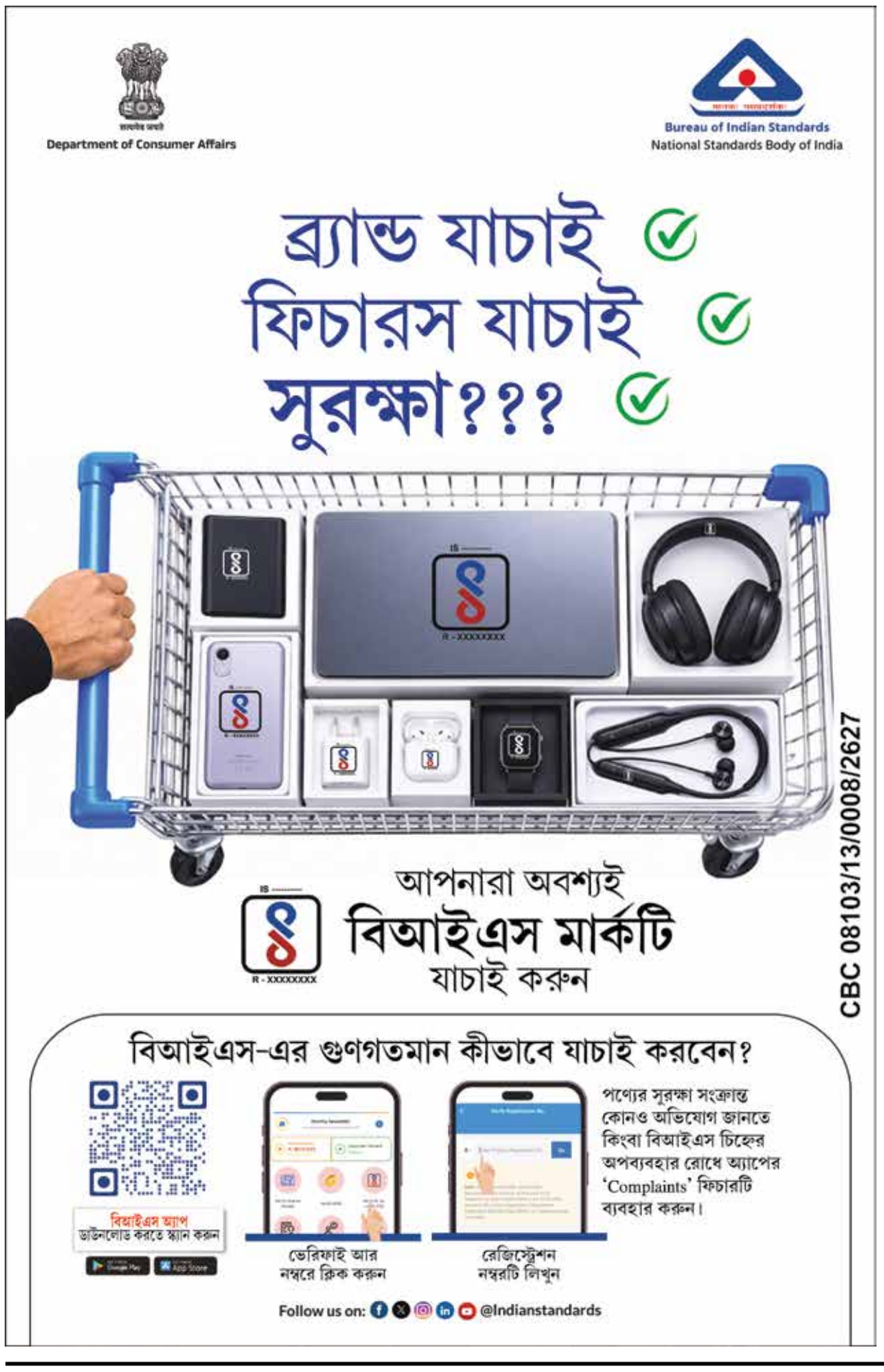
## খুনের ঘটনার পুনর্নির্মাণ

**কলকাতা, ১০ নভেম্বর :** গড়িয়ার ফরতাবাদে লিভ ইন পার্টনার খুনের ঘটনার পুনর্নির্মাণ করল পুলিশ। ধৃত প্রেমিকা সঞ্চালিকা বসু ও তাঁর মা মৌমিতা বসুকে নিয়ে মঙ্গলবার ওই ফ্ল্যাটে যান পুলিশ আধিকারিকরা। ফ্ল্যাটের বিভিন্ন জায়গা থেকে নমুনা সংগ্রহ করেন ফরেন্সিক দলের সদস্যরা। এদিন ফ্ল্যাটে আনার পর মা ও মেয়েকে মুখোমুখি বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। সূত্রের খবর, দুজনেই বারবার বয়ান বদল করছেন।

## বিচারাধীনদের নাম ফেরাতে বৈঠক

**কলকাতা, ১০ নভেম্বর :** হাইকোর্টের নির্দেশে কলকাতা, হাওড়া সহ সাতটি পুরসভায় ভোট পিছিয়েছে। ডিসেম্বর মাসে ভোট ঘোষণা হওয়া নিয়েও অনিশ্চয়তা রয়েছে। তবে এই প্রেক্ষিতে পুরসভাগুলিতে বাদ যাওয়া বা বিচারাধীনদের নাম পুনরায় ভোটার তালিকায় ফেরাতে পরিকল্পনা সাজাচ্ছে কংগ্রেস। কোন পুরসভায় কত নাম বাদ পড়েছে, সেই তালিকা নিয়ে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে জেলা সভাপতিদের। জেলায় জেলায় বৈঠক হচ্ছে বলেও জানা গিয়েছে।

মঙ্গলবার এআইসিসির পর্যবেক্ষক গান্ধি পরিবার ঘনিষ্ঠ প্রদীপ নারওয়াল বলেন, 'কলকাতা পুরসভায় ১ লক্ষ ২০ হাজার, হাওড়ায় প্রায় ৪০ হাজার নাম বাদ পড়েছে। শীঘ্রই নির্বাচন ঘোষণা হবে। বিভিন্ন এলাকায় নাম বাদ পড়েছে। জেলা সভাপতিদের সঙ্গে কথা বলব। বিরোধী দলগুলি একজোট হয়ে পথে নামা দরকার।' মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে কংগ্রেসের ডাকে 'ভোট বাঁচাও, দেশ বাঁচাও' নামে দেশব্যাপী কর্মসূচি করছে ইন্ডিয়া জোট। রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় এই স্লোগানকে সামনে রেখে কর্মসূচিও পালন করছে প্রদেশ কংগ্রেস। আগামীদিনেও এই আন্দোলনকে জেলায় জেলায় বৃহত্তরভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।




■ ৪৭ বর্ষ ■ ১৭২ সংখ্যা, বুধবার, ২৪ কার্তিক ১৪৩৩

# হাসিনার ভবিষ্যৎ

সময় আসন্ন। শেখ হাসিনার পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী আর এক মাসও বাকি নেই। ডিসেম্বরে তিনি বাংলাদেশে ফিরবেনই বলে জানিয়ে রেখেছেন। গ্রেপ্তার, এমনকি মৃত্যু হলেও তাঁর সিদ্ধান্ত নড়চড় হবে না বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু কোটি টাকার প্রশ্ন হল- তিনি কি সত্যি শেষপর্যন্ত দেশে ফিরবেন? বাংলাদেশ সরকার কি তাঁকে দেশে ফেরার অনুমতি দেবে?

তাঁর বাংলাদেশে যাওয়ার আলোচনা অনেকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে দিল্লিতে বাংলাদেশের দূতাবাসের কাছে তাঁর হয়ে একটি সংস্থার পাসপোর্ট ও জাতীয় পরিচয়পত্র চেয়ে ই-মেল পাঠানোয়। ওই চিঠি অনুযায়ী, ডিসেম্বরে দেশে ফিরে তিনি আদালতের মুখোমুখি হতে চান বলে জানানো হয়েছে। সেই আবেদন সম্পর্কে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালামউদ্দিন আহমেদের সাফ কথা, হাসিনাকে পাসপোর্ট নয়, তাঁরা ভারতের সঙ্গে প্রত্যর্পণ চুক্তি অনুযায়ী ফেরত নেবেন।

মুজিব-কন্যার পাসপোর্টের আবেদনকে 'হাস্যকর' বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হুমায়ুন কবীর। হাসিনার দেশে ফেরাটা আসলে তাঁর ইচ্ছার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক, দুই দেশের কূটনৈতিক সমীকরণ, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি এবং বিচার ব্যবস্থা। তাঁর দেশে ফেরার ইচ্ছা আর বাস্তবে ফেরার সুযোগ এখন দুটি সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। বাংলাদেশের বক্তব্য, মুজিব-কন্যার ক্ষেত্রে পাসপোর্ট নয়, প্রত্যর্পণই প্রাসঙ্গিক।

অর্থাৎ হাসিনার ফেরার প্রশ্নে তাঁর ব্যক্তিগত ইচ্ছার চেয়ে দুই দেশের রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত এবং আইনি প্রক্রিয়া বড় হয়ে উঠেছে। এখানে ভারতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমে মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার ও পরে তারেক রহমানের বিএনপি সরকার বহুবার হাসিনার প্রত্যর্পণ দাবি করলেও ভারত তা মানেনি। নয়াদিল্লি বারবার যুক্তি দিয়েছে, বিষয়টি নির্দিষ্ট আইনি প্রক্রিয়ায় বিবেচনা করা হচ্ছে।

এমনকি বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার দিনেশ ত্রিবেদী ঢাকাকে জানিয়েছেন, প্রত্যর্পণের নির্দিষ্ট সময়সীমা বলা সম্ভব নয়। ভারত-বাংলাদেশ চুক্তি অনুযায়ী, নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ হলে দুই দেশ একে অপরের অভিযুক্ত বা দণ্ডিতকে প্রত্যর্পণের দাবি জানাতে পারে। তবে প্রত্যর্পণের ক্ষেত্রে আইনি বাধ্যবাধকতা, অপরাধের প্রকৃতি এবং সংশ্লিষ্ট দেশের বিচার ব্যবস্থার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের অভ্যন্তরীণ আইনও এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক।

ফলে ঢাকা দাবি করলেই হাসিনাকে ফেরত দেওয়ার বাধ্যবাধকতা নয়াদিল্লির নেই। আবার ভারত চাইলে বিষয়টি অনির্দিষ্টকাল ঝুলিয়ে রাখতে পারে কি না, সেটা আইনি ও কূটনৈতিক বিবেচনার বিষয়। হাসিনা দেশে ফিরলে শুধু প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যাবর্তন ঘটবে না, বরং বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংঘাতে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সামনে আসবে। কেননা, প্রশ্ন হল- শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তন কি বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার পথে বাধা হবে নাকি দীর্ঘমেয়াদে রাজনৈতিক সমঝোতার নতুন সম্ভাবনা তৈরি করতে পারে?

এই প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলির অবস্থান, বিচার প্রক্রিয়ার গ্রহণযোগ্যতা এবং আওয়ামী লিগের ভবিষ্যৎ ভূমিকার ওপর। ২০২৬ সালের নির্বাচনে অংশ নিতে পারলেও সেদেশের রাজনীতি থেকে আওয়ামী লিগের সামাজিক ও সাংগঠনিক উপস্থিতি মুছে যায়নি। ভারতের সামনে এখন দ্বিমুখী চাপ। একদিকে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক রাখা, অন্যদিকে আশ্রয় নেওয়া প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যর্পণ নিয়ে আইনি ও কূটনৈতিক সিদ্ধান্ত।

দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য, যোগাযোগ, সীমান্ত নিরাপত্তা, গঙ্গা ও তিস্তার জলবণ্টন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। শেখ হাসিনাকে ঘিরে অচলাবস্থা দীর্ঘায়িত হলে এই বৃহত্তর সম্পর্কেও প্রভাব পড়বে। প্রত্যর্পণের প্রশ্নটি সেই পথে বড় কূটনৈতিক বাধা। সব মিলিয়ে হাসিনার বাংলাদেশে ফেরা সম্ভব কি না, তার কোনও সরল উত্তর নেই। তবে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ শুধু হাসিনার দেশে ফেরা বা না ফেরার ওপর নির্ভর করে না। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, আইনের শাসন, বিরোধীদের অংশগ্রহণ এবং নাগরিক অধিকারের নিশ্চয়তা শেষপর্যন্ত দেশটির স্থিতিশীলতার ভিত্তি তৈরি করবে।

## অমৃতধারা

তোমার চেতনার সঙ্গে চিন্তা, অনুভব এবং আবেগ-উত্তেজনার তফাত করতে পারলেই চেতনা কী বস্তু তা বুঝতে পারবে। আর এইভাবে তুমি শিখতে পারবে চেতনাকে কেমন করে স্থানান্তরিত করতে হয়। তুমি চেতনাকে তোমার দেহে, তোমার প্রাণে, তোমার চৈত্য পুরুষের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করতে পার (চৈত্যপুরুষই হল চেতনাকে কেন্দ্রীভূত করার সবচেয়ে ভালো জায়গা) চেতনাটিকে তোমার মনে স্থাপন করতে পার, তাকে মনের ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে পার, আবার তোমার চেতনার সঙ্গে তুমি বিশ্বের সকল রাজ্যে বিচরণ করতে পার। কিন্তু সবার আগে তোমাকে জানতে হবে তোমার চেতনাটি কী বস্তু, অর্থাৎ নিজের চেতনা সম্বন্ধে সচেতন হওয়া, তাকে নির্দিষ্ট স্থানে প্রতিষ্ঠিত করা। চেতনা এইসব বস্তুগুলোকে ব্যবহার করবে কিন্তু তুমি এইগুলোকেই চেতনা বলে ভুল করবে না।

-শ্রীমা

# পথে পথে প্রতিবাদের আগুন ইউরোপে

ব্যয়বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও সরকারি পরিষেবার সংকটে উত্তাল ইউরোপ, পথে ছাত্র ও শ্রমিকরা।

**অশোক ভট্টাচার্য**





*শিক্ষার দাবিতে ফ্রান্সের পেরপিনিয়াঁয় পড়ুয়াদের বিক্ষোভ।-ফাইল চিত্র*

**ইউরোপের নানা দেশে সাম্প্রতিক বিক্ষোভের পেছনে রয়েছে জীবনযাত্রার ব্যয়, কম মজুরি, আবাসন ও সরকারি পরিষেবার সংকট। ফ্রান্সে স্কুল পড়ুয়া ছাত্রদের আন্দোলন দ্রুত ছাত্র, শ্রমিক, শিক্ষক ও ট্রেড ইউনিয়নের বৃহত্তর প্রতিবাদের রূপ নিয়েছে। স্পেনে উচ্ছেদের ঘটনা আবাসন সংকটকে সামনে এনেছে, আলবেনিয়ায় বিতর্কিত পর্যটনপ্রকল্প ঘিরে ক্ষোভ ছড়িয়েছে, সার্বিয়ায় দুর্নীতিবিরোধী ছাত্র আন্দোলন নির্বাচনি পালাবদলের পথ খুলেছে। তবে দেশভেদে কারণ ও রাজনৈতিক পরিণতি আলাদা। সব বিক্ষোভকে একই ধরনের বিদ্রোহ বলা যায় না। এই অস্থিরতা ইউরোপের ভবিষ্যৎ রাজনীতি ও ক্ষমতার ভারসাম্য নিয়েও নতুন প্রশ্ন তুলছে।**

গণবিক্ষোভে ক্রমশ উত্তাল পশ্চিম ইউরোপ। ফ্রান্স থেকে স্পেন, ইতালি, পর্তুগাল, বেলজিয়াম, গ্রিস, আলবেনিয়া ও সার্বিয়া পর্যন্ত নানা দেশে প্রতিবাদ হচ্ছে, জামানিতেও তরুণদের বিক্ষোভ দেখা যাচ্ছে, এই তালিকায় ফ্রান্সের অবস্থান সবচেয়ে ওপরে। তবে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের আন্দোলনের কারণ এক নয়। কোথাও শিক্ষা ও সরকারি পরিষেবার সংকট, কোথাও জীবনযাত্রার ব্যয়, আবার কোথাও আবাসন ও দুর্নীতির প্রশ্ন প্রতিবাদের কারণ।

গত কয়েক মাস ধরে ভারতের জেন জেড প্রজন্মও রাস্তায়। শিক্ষা, কর্মসংস্থান, দুর্নীতি এবং ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে তরুণদের ক্ষোভ-বিক্ষোভের আকার নিয়েছে। ১৯৬৮ সালে ফ্রান্স ও জার্মানির ছাত্র আন্দোলনেও এমন ক্ষোভ দেখা গিয়েছিল। ওই সময় ব্রিটেনে ছাত্রবিদ্রোহ ও ভিয়েতনাম যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন তারিক আলি। ২০১০ সালে তিউনিসিয়া থেকে শুরু হয়েছিল আরব বসন্ত। ২০২২ সালে শ্রীলঙ্কা, ২০২৪ সালে বাংলাদেশ ও কেনিয়া, ২০২৫ সালে নেপাল, মাদাগাস্কার, মরক্কো ও ইন্দোনেশিয়ায় তরুণদের নেতৃত্বে বিক্ষোভ শাসন ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক জবাবদিহির প্রশ্ন তুলেছিল। এসব আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল ছাত্র, তরুণ বা জেন জেড প্রজন্মের মানুষরা। তাদের ক্ষোভের কেন্দ্রে ছিল শিক্ষা, কাজের অভাব, বৈষম্য ও দুর্নীতি।

প্রথম পর্যায়ের দেশগুলির অধিকাংশই উন্নয়নশীল। সেখানে শহুরে জনসংখ্যা ও তরুণ প্রজন্মের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে, কিন্তু সেই অনুপাতে কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে না। সরকারি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধি নিয়েও অসন্তোষ জমছে। সরকারি ব্যয়ের কৃচ্ছ্রসাধনও ক্ষোভ বাড়াচ্ছে। তবে পশ্চিম ইউরোপের বর্তমান বিক্ষোভের পটভূমি কিছুটা আলাদা। প্রতিবাদে উত্তাল দেশগুলির অধিকাংশই উন্নত পুঁজিবাদী অর্থনীতির। এদের অনেকেই ন্যাটোর সদস্য এবং প্রতিরক্ষায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল। তা সত্ত্বেও শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন ও সামাজিক সুরক্ষার প্রশ্নে অসন্তোষ সামনে আসছে। এই অসন্তোষের চরিত্র গণসামাজিক বিদ্রোহের রূপ নিচ্ছে।

টেলিভিশন বা মোবাইলের পর্দায় শোনা যায়, 'ইউরোপ জ্বলছে'। সঙ্গে দেখা যায় লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ও সংঘর্ষের ছবি। কেউ বলেন, দাঙ্গাকারীরা অনেকেই অভিবাসী। কেউ বলেন, তারা একটি ছোট গোষ্ঠী। কিন্তু প্রতিবাদে ছাত্র, শ্রমিক, শিক্ষক, ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য এবং সাধারণ মানুষ, সকলেই রাস্তায় নেমেছেন। কিছু জায়গায় হিংসা ও লুটপাট ঘটলেও তা দিয়ে গোটা আন্দোলনকে বিচার করা যায় না।

সম্প্রতি ফ্রান্সের আন্দোলন বিষয়ে এক টেলিভিশন আলোচনায় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, লেখক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক তারিক আলির কথা শুনছিলাম। ১৯৬৮ সালের ফ্রান্সের ছাত্র আন্দোলনের নেতা ছিলেন তারিক। ফ্রান্স ও ব্রিটেনের ছাত্রবিদ্রোহ ও ভিয়েতনাম সংহতি আন্দোলনের পরিচিত মুখ ছিলেন তিনি। তাঁর বক্তব্যের সারকথা, এটি পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে মহাবিদ্রোহ এবং বর্তমান ব্যবস্থার প্রতি মানুষের ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ। ১৯৬৮ থেকে ১৯৭০ সালে পশ্চিম ইউরোপে ভিয়েতনামের পক্ষে সংহতি আন্দোলন হয়েছিল। ২০২৬ সালে একই অঞ্চলে প্যালেস্তাইনের পক্ষে কর্মসূচি দেখা যাচ্ছে। উভয়ই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন। ৩০ অক্টোবর ইউরোপ ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের ৪০টির বেশি বন্দরের শ্রমিক সংগঠন যুদ্ধ ও সামরিকীকরণের বিরোধিতায় কর্মসূচি নেয়। প্যালেস্তাইনের প্রতি সংহতি ছিল সেই আহ্বানের ভিত্তি।

মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়ছে, অথচ আয় সেই অনুপাতে বাড়ছে না। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আবাসনের মতো মৌলিক পরিষেবার খরচ সাধারণ মানুষের বহনক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে। সরকারি স্কুলে ছাত্র সংখ্যা বাড়লেও শিক্ষকের সংখ্যা ও পরিকাঠামো সেই হারে বাড়ছে না। পশ্চিম ইউরোপের বিক্ষোভের পিছনে তিনটি সাধারণ কারণ রয়েছে। শিক্ষা খাতে সংকট, জীবনযাত্রার আকাশছোঁয়া ব্যয় এবং সরকারের ব্যয়সংকোচন নীতি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কম মজুরি, অনিশ্চিত কর্মসংস্থান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ।

এ বিষয়ে দুটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। স্পেনের মাদ্রিদে ৮৭ বছরের মারিকারমেন আবাসকালকে ২৩ সেপ্টেম্বর তাঁর দীর্ঘদিনের বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হয়। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল এবং ৭ অক্টোবর তাঁর মৃত্যু হয়। উচ্ছেদের ঘটনা আবাসন সংকটের প্রতিবাদের প্রতীক হয়ে ওঠে। অন্যদিকে, আলবেনিয়ার রাজধানী তিরানায় ডোনাল্ড ট্রাম্পের মেয়েজামাই জ্যারেড কুশনারের বিনিয়োগ সংস্থার সঙ্গে যুক্ত বিলাসবহুল পর্যটন প্রকল্পের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। সাজান দ্বীপ ও সংলগ্ন উপকূলীয় এলাকায় প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব এবং সরকারি চুক্তির স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। দুর্নীতির অভিযোগও রয়েছে।

ফ্রান্সের আন্দোলন আর স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এতে যুক্ত হয়েছেন বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য, শ্রমিক, শিক্ষক, ইয়েলো ভেস্ট আন্দোলনের সমর্থক এবং বামপন্থী সংগঠনের কর্মীরা। ৫ নভেম্বরের কর্মসূচিতে ফরাসি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের হিসাবে ৫ লক্ষ ৭৫ হাজার মানুষ অংশ নিয়েছিলেন। শ্রমিক সংগঠনগুলির হিসাবে সংখ্যাটি ছিল প্রায় ১৬ লক্ষ। সেদিন ৭০ হাজার পুলিশ ও নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েন করা হয়েছিল। বিক্ষোভকারীদের দাবি ছিল মজুরি বৃদ্ধি, সরকারি পরিষেবায় ব্যয় বাড়ানো এবং জীবনযাত্রার ব্যয়ের চাপ কমানো। আন্দোলনের সুযোগ দক্ষিণপন্থী ও নব্য ফ্যাসিবাদী দলগুলিও নিতে পারে বলে অনেকে মনে করছেন।

সার্বিয়ায় একটি রেলস্টেশনের ছাউনি ভেঙে ২০২৪ সালের নভেম্বরে ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছিল। এর পরেই দুর্নীতি ও সরকারি অব্যবস্থার বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়। প্রায় দুই বছর ধরে চলা সেই আন্দোলনের পর ২৫ অক্টোবরের সংসদীয় নির্বাচনে ছাত্র সমর্থিত তালিকা ২৫০টির মধ্যে ১৪০টি আসন পেয়েছে। ক্ষমতাসীন দলের তালিকা পেয়েছে ১০৩টি আসন। নির্বাচনের ফল চূড়ান্ত হলেও নতুন সরকার তখনও দায়িত্ব নেয়নি। এই ঘটনা দেখিয়েছে, দীর্ঘ ছাত্র আন্দোলন নির্বাচনি রাজনীতিতেও প্রভাব ফেলতে পারে।

এই আন্দোলনের রাজনৈতিক তাৎপর্য নিয়েও নানা মত রয়েছে। কেউ মনে করেন, বাম, মধ্যবাম ও উগ্রবাম শক্তিগুলি আরও প্রভাব অর্জন করতে পারে। আবার কেউ আশঙ্কা করছেন, দক্ষিণপন্থী ও নব্য ফ্যাসিবাদী দলগুলি ক্ষোভকে কাজে লাগাতে পারে। ফ্রান্সে এই প্রসঙ্গে লা ফ্রঁস আঁসুমিজ বা এলএফআই-এর নাম আসছে। দলটি ২০১৬ সালে গঠিত হয়। এর অন্যতম প্রভাবশালী নেতা জঁ লুক মেলঁশোঁ। ২০২২ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রথম দফায় তিনি ৭৭ লক্ষের বেশি ভোট পেয়েছিলেন, যা বৈধ ভোটের প্রায় ২২ শতাংশ। শ্রমজীবী ও দরিদ্র ভোটারদের একাংশের সমর্থনও পেয়েছিলেন তিনি। একসময় পশ্চিম ইউরোপে ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টি ছিল অন্যতম বৃহৎ কমিউনিস্ট দল। ফ্রান্স রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য এবং জি-৭ গোষ্ঠীর অন্যতম দেশ। ১৭৮৯ সালের বিপ্লবের দেশ ফ্রান্সে স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শের পাশাপাশি পুঁজিবাদী অর্থনীতির সংকটও আলোচনায় আসছে। অনেকে বলছেন, নব্য উদারীকরণ আর্থিক নীতির এটাই শেষের শুরু।

ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ২০২৭ সালের এপ্রিল ও মে মাসে হওয়ার কথা। স্পেনে ২৯ নভেম্বর ২০২৬ সংসদীয় নির্বাচন নির্ধারিত হয়েছে। পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির জনসংখ্যার বড় অংশ প্রবীণ ও অবসরপ্রাপ্ত। তাঁদের পেনশন ও স্বাস্থ্য পরিষেবার দায় সরকারের ওপর বাড়ছে। অন্যদিকে, তরুণ প্রজন্ম শিক্ষান্তে কাজ পাচ্ছে না, পেনশন ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ নিয়েও অনিশ্চয়তা রয়েছে। ইউরোপের জ্বলে ওঠার কারণ তাই একটি নয়, এর পিছনে রয়েছে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নানা সংকট। বিভিন্ন দেশে ট্রেড ইউনিয়ন ধর্মঘট ডেকেছে, প্যালেস্তাইনের পক্ষে বন্দরের শ্রমিকরাও কর্মসূচি নিয়েছেন। ছাত্রবিদ্রোহ, নারীবাদী, পরিবেশবাদী, বর্ণবাদবিরোধী ও সামাজিক আন্দোলনগুলিকে একই স্রোতে আনার চেষ্টা চলছে। অনেকে আশাবাদী, এই আন্দোলন নতুন কিছু দেখাবে। তবে ইউরোপের রাজনীতিতে শেষপর্যন্ত কোন শক্তি লাভবান হবে, তা নির্ভর করবে আন্দোলনের ধারাবাহিকতা ও মানুষের দাবির বাস্তব পরিণতির ওপর।

*(লেখক রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী।)*

## আজ

**১৮৮৮**



স্বাধীনতা সংগ্রামী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ জন্মেছিলেন আজ।

**১৯৭৪**



মার্কিন অভিনেতা লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিওর জন্ম আজকের দিনে।

## আলোচিত



১৯ বছর আগে মোট ১১ জনকে পিছমোড়া করে নিয়ে গিয়েছিল সিপিএম। বারাতলা অঞ্চলে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে রেখে দিয়েছিল। তারপর জ্যান্ত লোকগুলোকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কামারদায়। সেখানে সিপিএম অফিসে তাঁদের পিস পিস করে কাটা হয়। পরের দিন ব্যাগে ঢুকিয়ে মাঝসাগরে, 'ডিপ সি'-তে ফেলে দেওয়া হয়! পরে সিআইডি তদন্ত করেছিল। লক্ষ্মণ শেঠ (প্রাক্তন সাংসদ) ১৮১ দিন জেল খাটেন। কিন্তু বিচার সম্পূর্ণ হয়নি। এখন সেই বিচার হবে।

**- শুভেন্দু অধিকারী**

## ভাইরাল/১



মুম্বইয়ে এক বাড়ির সামনে সাজানো রঙ্গোলি অসাবধানতাবশত নষ্ট করে ফেলেন এক সংস্থার ডেলিভারি কর্মী। ভুল বুঝতে পেরে কাজের ফাঁকেই মাটিতে বসে যত্ন করে নতুন করে এঁকে দেন সেটি। তাঁর এই উদ্যোগের ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই নেটিজেনরা প্রশংসায় ভরিয়েছেন।

## ভাইরাল/২



নেদারল্যান্ডস ও বেলজিয়ামের সীমান্তের ওপরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে অদ্ভুত এক বাড়ি। এক পাশ নেদারল্যান্ডসে, অন্য পাশ বেলজিয়ামে। সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে ভাইরাল ভিডিওতে এক ব্যক্তি এক পা এগিয়ে দেশ বদলের দৃশ্য দেখিয়েছেন। মাটিতে আঁকা সীমান্তের চিহ্নও তুলে ধরেছেন তিনি।

জনমন জনমত

# বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সংকট ও উত্তরণের পথ

পড়াশোনার পাশাপাশি শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে খেলাধুলোর কোনও বিকল্প নেই। এই লক্ষ্যেই পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের উদ্যোগে ২৩ নভেম্বর থেকে শুরু হতে চলেছে ৪২তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। তবে অপরিকল্পিত সময়সূচি, পরিকাঠামোর অভাব এবং ভিত্তি স্তরের চরম আর্থিক বঞ্চনা লক্ষ লক্ষ খুদে পড়ুয়ার এই আনন্দময় উৎসবকে আজ গভীর সংকটের মুখে দাঁড় করিয়েছে।

পর্ষদের সাম্প্রতিক নির্দেশিকায় মাঠ পর্যায়ের বাস্তবতার সঙ্গে নিয়মের বিস্তর ফারাক স্পষ্ট। বিজ্ঞপ্তি জারির পর মাত্র ১৯ দিনের প্রস্তুতিতে খেলা শুরু করে ২৩ নভেম্বর থেকে ২৭ ডিসেম্বর (মাত্র ৩৫ দিন)—এর মধ্যে স্কুল থেকে জেলা স্তর পর্যন্ত পাঁচটি ধাপ শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অথচ রাজ্য স্তরের চূড়ান্ত পর্ব রাখা হয়েছে ২০২৭ সালের জানুয়ারি মাসে। নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাস প্রাথমিক শিক্ষাবর্ষের সমাপ্তি লগ্ন হওয়ায় এই সময়ে চূড়ান্ত মূল্যায়ন, খাতা দেখা, অনলাইন পোর্টালে নম্বর তোলা, নতুন শ্রেণিতে উত্তীর্ণ করা এবং বই বিতরণের প্রস্তুতি নিয়ে শিক্ষকেরা চরম ব্যস্ত থাকেন। পুজোর ছুটির ঠিক পরেই পরীক্ষা ও খেলাধুলো একসঙ্গে চাপিয়ে দেওয়ায় পঠনপাঠন ও ক্রীড়া—উভয়েরই মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে।

সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় আর্থিক বৈষম্য ও পরিকাঠামোর দৈন্যদশা। স্কুল ও জোন স্তরে সবাধিক পড়ুয়া অংশ নিলেও সেখানে কোনও সরকারি বরাদ্দ নেই। শিক্ষকদের নিজেদের পকেট থেকে বা চাঁদা তুলে খরচ চালাতে হয়। এমনকি ওপরের স্তরেও টিফিনের বরাদ্দ অত্যন্ত অপ্রতুল। অধিকাংশ গ্রামীণ স্কুলে উপযুক্ত মাঠ, প্রাথমিক চিকিৎসা, পানীয় জল, ওআরএস এবং ছাত্রীদের জন্য শৌচাগারের ব্যবস্থা থাকে না। প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে যাতায়াতের সরকারি ভাতা না থাকায় শিক্ষকদের ব্যক্তিগত খরচে ও ঝুঁকিতে শিশুদের মাঠে নিয়ে যেতে হয়। এছাড়া জনপ্রিয় 'ফুটবল ছোড়া' ইভেন্টটি বন্ধ করা এবং রাজ্য স্তরে প্রতিযোগীর সংখ্যা ৩৪ থেকে কমিয়ে ৩২ করার সিদ্ধান্ত গ্রামীণ প্রতিভাদের নিরুৎসাহিত করেছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোনও শারীরশিক্ষার শিক্ষক না থাকা এবং বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা না থাকাও এক বড় ঘাটতি।

এই সংকট থেকে উত্তরণের সবচেয়ে কার্যকর পথ ক্রীড়া প্রতিযোগিতাটি নভেম্বর-ডিসেম্বরের পরিবর্তে শিক্ষাবর্ষের শুরুতে মনোরম আবহাওয়ায় ও পরীক্ষার চাপমুক্ত সময়ে আয়োজন করা, যা শিশুদের উৎসাহ বাড়াবে এবং স্কুলছুট কমাবে। একইসঙ্গে স্কুল ও পঞ্চায়েত স্তরে সুনির্দিষ্ট সরকারি অর্থবরাদ্দ, মাঠে প্রাথমিক চিকিৎসা ও পুষ্টিকর খাবারের ব্যবস্থা এবং প্রতিটি অংশগ্রহণকারী শিশুকে শংসাপত্র দেওয়া জরুরি। এছাড়া প্রতিভাবান গ্রামীণ শিশুদের হারিয়ে যাওয়া রুখতে মহকুমা ও জেলা স্তরে সারাবছরের জন্য স্পোর্টস অ্যাকাডেমি গড়ে ক্রীড়া বৃত্তি ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। দলীয় রাজনীতির সংকীর্ণতা ও দুর্নীতিমুক্ত হয়ে স্বচ্ছ পরিচালনার মাধ্যমে উপযুক্ত পরিচর্যা নিশ্চিত করলে গ্রামবাংলার এই মেঠো পথ থেকেই উঠে আসবে আগামীর প্রকৃত 'খেলরত্ন'।

**দীপঙ্কর বর্মন, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার।**

# ইজরায়েলে আরবদের নতুন গুরুত্ব

ঐতিহাসিক আসনপ্রাপ্তির পর সরকার গঠনের আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে আরব দলগুলির প্রতিনিধিত্ব।

**জয়দীপ বিশ্বাস**



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'গীতাঞ্জলি'র ১০৮ নম্বর কবিতায় লিখেছিলেন, 'পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে'। ইজরায়েলের সদ্যসমাপ্ত জাতীয় নির্বাচনের ফলাফলে আরব দলগুলির উত্থান যেন সেই পংক্তিকেই নতুন করে মনে করিয়ে দিল। দীর্ঘদিন রাজনৈতিকভাবে প্রান্তিক বলে বিবেচিত ইজরায়েলের আরব নাগরিকরা এবার নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি জানিয়েছেন। তাঁদের প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলির আসনসংখ্যা সরকার গঠনের সমীকরণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার পর শুরু হওয়া গাজা যুদ্ধ এবং ইজরায়েলের ভিতরে আরব নাগরিকদের অধিকার, নিরাপত্তা ও মর্যাদা নিয়ে বিতর্কের আবহে এই ফল শুধু আসনবৃদ্ধির ঘটনা নয়, দেশের রাজনীতিতে তাৎপর্যপূর্ণ বার্তাও। রাজনীতির মূল ধারায় নিজেদের উপস্থিতি জানান দেওয়ার এই প্রয়াস তাই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

২৭ অক্টোবরের নির্বাচনে ভোট পড়েছে ৭৭.৯ শতাংশ, যা কয়েক দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ। ১২০ আসনের নেসেটে সরকার গড়তে প্রয়োজন ৬১টি আসন। চূড়ান্ত ফল অনুযায়ী, বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর নেতৃত্বাধীন জোট পেয়েছে ৫৩টি আসন। অন্যদিকে গাদি আইজেনকোটের নেতৃত্বাধীন বিরোধী শিবিরের আসন ৪৮। আরব নেতৃত্বাধীন জয়েন্ট লিস্ট পেয়েছে ১১টি এবং রা'আম পার্টি পেয়েছে ৮টি আসন। দুই দল মিলিয়ে তাদের আসন ১৯, যা ইজরায়েলের নির্বাচনি ইতিহাসে আরব দলগুলির সর্বোচ্চ সাফল্য। ২০২২ সালের নির্বাচনে আরব দলগুলির সম্মিলিত আসন ছিল ১০। ফলে কোনও শিবিরই এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। সরকার গঠনের পথে আরব দলগুলির অবস্থান উপেক্ষা করা কঠিন হয়ে উঠেছে।



*ইজরায়েলি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আইজেনকোট (বাঁদিকে)।*

ইজরায়েলের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২১ শতাংশ আরব নাগরিক। অতীতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিয়ে তাঁদের সমাজের মধ্যেই বিতর্ক ছিল। ভোট দিয়ে রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত কি না, সেই প্রশ্নে বয়কটের পক্ষেও মত ছিল। এবারের নির্বাচনে সেই প্রবণতায় বদল দেখা গিয়েছে। আরব ও দ্রুজ অধ্যুষিত এলাকার ভোটকেন্দ্রের তথ্য বিশ্লেষণ করে ইজরায়েল ডেমোক্র্যাসি ইনস্টিটিউট জানিয়েছে, ওই এলাকাগুলিতে ভোটদানের হার প্রায় ৭৭ শতাংশ। ২০২২ সালের ৫৩.২ শতাংশের তুলনায় এবার তা প্রায় ২৪ শতাংশ বিন্দু বেশি। আরব দলগুলির প্রচারে অপরাধ ও হিংসা নিয়ন্ত্রণ, আবাসন সমস্যা, জীবনযাত্রার ব্যয় এবং নাগরিক অ

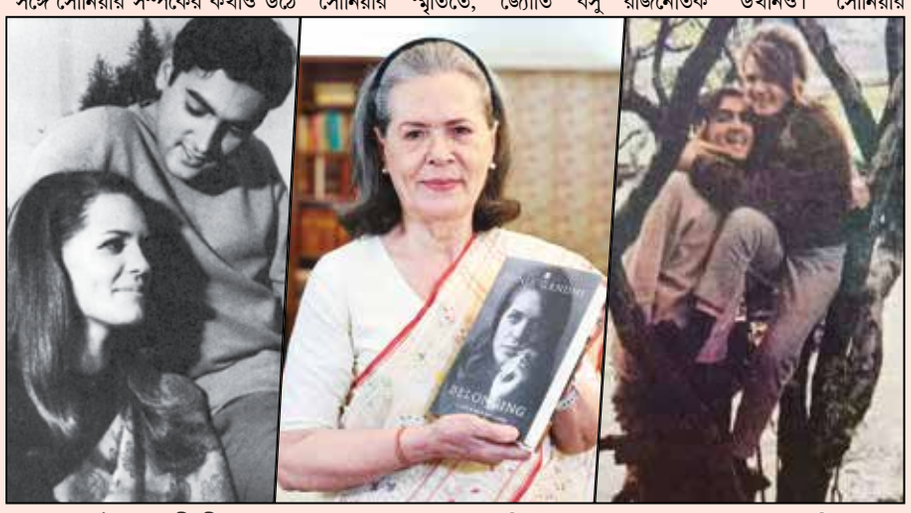
# রাজীব-সোনিয়ার প্রেমপর্বে বাংলার গল্প

## স্মৃতিকথায় সত্যজিতের সিনেমা থেকে জ্যোতি বসু, মমতা

**নবনীতা মণ্ডল**

**নয়াদিল্লি, ১০ নভেম্বর :** সত্যজিৎ রায়ের সিনেমার মাধ্যমে বাংলার সঙ্গে পরিচয়, রাজীব গান্ধির ক্যামেরায় প্রেমের মুহূর্ত, জ্যোতি বসুর স্নেহপূর্ণ রাজনৈতিক সৌজন্য, প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির সংসদীয় পরামর্শ এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগ্রামী উত্থান। সোনিয়া গান্ধির আত্মজীবনী 'বিলংগিং-এ জার্নি অফ লাভ'-এ ব্যক্তিগত জীবনের স্মৃতির সঙ্গে উঠে এসেছে বাংলার সংস্কৃতি ও রাজনীতির একাধিক অধ্যায়।

রাজীব গান্ধির সঙ্গে সোনিয়ার প্রেমের শুরু কেমব্রিজে। প্রেমপর্বে রাজীব তাঁকে দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন সত্যজিৎ রায়ের তিনটি অমর সৃষ্টি- 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত' এবং 'অপুর সংসার'। বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে সোনিয়ার পরিচয়ের ক্ষেত্রে রাজীবের ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সত্যজিৎ রায়ের সিনেমা দেখার অভিজ্ঞতা তাঁর আত্মজীবনীর অন্যতম আকর্ষণীয় অংশ। সত্যজিৎ রায়ের 'অপুর ট্রিলজি' সোনিয়ার সামনে ভারতীয় জীবনের অন্য এক জগৎ খুলে দিয়েছিল। বাংলার গ্রামীণ জীবন, মানুষের সংগ্রাম, পারিবারিক সম্পর্ক এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ হয়েছিল তাঁর। রাজীবের সঙ্গে দেখা সেই সিনেমাগুলি শুধু বিনোদনের স্মৃতি হয়ে থাকেনি, ভারতীয় সমাজকে বোঝার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে সোনিয়ার সম্পর্কের কথাও উঠে



এসেছে তাঁর আত্মজীবনীতে। তার মধ্যে অন্যতম প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি, সোনিয়ার আত্মজীবনীতে তাঁকে তিনি শুধু 'প্রিয়' বলেই সম্বোধন করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত জ্যোতি বসুর সঙ্গে সোনিয়ার সাক্ষাতের স্মৃতিও আত্মজীবনীতে উঠে এসেছে। সিপিএমের সদর দপ্তরে জ্যোতি বসুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন তিনি। সেই সাক্ষাতে জ্যোতি বসু তাঁকে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে অভ্যর্থনা জানান। সোনিয়ার স্মৃতিতে, জ্যোতি বসু যেন এক দাদু-সুলভ ভঙ্গিতে তাঁকে বলেছিলেন, 'গুড গার্ল, গুড গার্ল, তুমি ভালো কাজ করছ।' প্রয়াত নেতার স্নেহপূর্ণ আচরণ সোনিয়ার মনে বিশেষ ছাপ ফেলেছিল। কংগ্রেস ও সিপিএমের রাজনৈতিক মতাদর্শে পার্থক্য থাকলেও ব্যক্তিগত স্তরে সৌজন্য এবং পারস্পরিক সম্মানের যে সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল, সেই স্মৃতি তাঁর লেখায় বিশেষভাবে উঠে এসেছে।

তাঁর স্মৃতিকথায় বিশেষ ভাবে জায়গা পেয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক উত্থানও। সোনিয়ার কথায়, 'কংগ্রেস ছেড়ে নিজের দল গঠন করে দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে নিজের জায়গা তৈরি করেছিলেন মমতা।' তিনি জানিয়েছেন, 'মমতা এমন একজন মহিলা রাজনীতিবিদ, যিনি নিজের শক্তিতে এবং দীর্ঘ লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।' সিপিপি চেয়ারপার্সন লিখেছেন, 'পুরুষপ্রধান রাজনৈতিক জগতে নিজের জায়গা তৈরি করা সহজ ছিল না। সেই বাস্তবতার মধ্যেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের রাজনৈতিক অবস্থান দৃঢ় করেছেন।' বসপা সুপ্রিমো মায়াবতীর প্রতিও শ্রদ্ধা জানিয়েছেন সোনিয়া।

সোনিয়ার আত্মজীবনীতে রাজীবের সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনের এক গভীর বেদনাময় অধ্যায়ও উঠে এসেছে। রাহুল ও প্রিয়াংকার জন্মের আগে তাঁদের একটি পুত্রসন্তান হয়েছিল। ১৯৬৯ সালের ১৮ জানুয়ারি নির্ধারিত সময়ের প্রায় দু'মাস আগে শিশুটির জন্ম হয়েছিল। কিন্তু জন্মের পর বেশিদিন বাঁচেনি সে। সোনিয়া লিখেছেন, শিশুটিকে ইনকিউবেটরে রাখার সময় তিনি তার প্রথম কান্না শুনেছিলেন।

সোনিয়া লিখেছেন, রাজীবের ফোটোগ্রাফির পাশাপাশি সংগীতের প্রতিও ছিল গভীর আকর্ষণ। লন্ডনের এইচএমভি রেকর্ডের দোকানে গিয়ে তাঁরা গান শুনতেন। পছন্দের রেকর্ড শুনে শেষপর্যন্ত নিজেদের জন্য মাত্র একটি রেকর্ড কিনতেন। জ্যাজ, পপ, পাশ্চাত্য ধ্রুপদি সংগীতের পাশাপাশি ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতও ছিল রাজীবের পছন্দের তালিকায়। উপহার দিয়েছিলেন মহম্মদ রফির গজলের রেকর্ড এবং সেতারশিল্পী রবিশঙ্করের একটি রেকর্ড।



*পঞ্চমুখী চাল বিগ্রহ উৎসবে উপলক্ষ্যে কেদারনাথে রুদ্রপ্রয়াগে পূণ্যার্থীদের ভিড়।*

# ট্রেনে-বাসে আগুন, অশান্ত বাংলাদেশ

## হাসিনার ফেরার ঘোষণার পর উত্তেজনা

**ঢাকা, ১০ নভেম্বর :** বাংলাদেশে ফেরার ব্যাপারে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তৎপরতা যত বাড়ছে ততই অশান্ত হয়ে উঠছে পদ্মাপার। সোমবার আইনজীবী মারফত নতুন পাসপোর্ট এবং জাতীয় পরিচয়পত্র চেয়ে নয়াদিল্লিস্থিত হাইকমিশনে আবেদন করেন আওয়ামি লিগ সভানেত্রী। যদিও পত্রপাঠ সেই আবেদন খারিজ করে দিয়েছে বাংলাদেশ। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমান মঙ্গলবার জানিয়েছেন, 'শেখ হাসিনার যেভাবে পাসপোর্টের আবেদন করেছেন সেটা ভুল। একটি ল ফার্ম শেখ হাসিনার জন্য পাসপোর্ট চেয়ে আবেদন করেছে। যাঁর দরকার তাঁকেই পাসপোর্টের জন্য আবেদন করতে হয়। শেখ হাসিনা নিজে থেকে ওই আবেদন করেননি।' রহমান এও জানিয়েছেন, হাসিনার পাসপোর্ট থাকা বা না থাকা কোনও বাধা নয়। কারণ ওঁকে দেশে ফেরাতে চেয়ে ইতিমধ্যে আবেদন করেছে বাংলাদেশ।

অন্যদিকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনালের চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম বলেন, 'শেখ হাসিনা যদি বাংলাদেশে ফিরে আসেন তাহলে মৃত্যুদণ্ডের মুখোমুখি হওয়া ভিন্ন আর কোনও বিকল্প পথ খোলা নেই।' তাঁকে প্রত্যার্পণ চুক্তি অনুযায়ীই ফিরতে হবে বলেও জানিয়েছেন চিফ প্রসিকিউটর। তিনি এও জানান, শেখ হাসিনা যদি সত্যিই বাংলাদেশে আসতে চান ভারত সরকারের কাছে তাঁকেই লিখিত আবেদন করে বলতে হবে যে প্রত্যর্পণ চুক্তির আওতায় যেন তাকে বাংলাদেশে ফেরত দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি ভারত সরকারকে লিখিত কিছু বলেছেন বলে আমার জানা নেই।

এদিকে হাসিনার ফেরার আগেই দফায় দফায় অশান্তি এবং সংঘর্ষে উত্তপ্ত তাঁর খাসতালুক গোপালগঞ্জ। ট্রেনে, বাসে আগুন লাগানোর ঘটনা ঘটেছে নেত্রকোণা, ফরিদপুরে। নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামি লিগের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে গোপালগঞ্জে সড়ক অবরোধ, পুলিশের গাড়িতে ভাঙচুর এবং আগুন লাগানোর ঘটনা ঘটেছে। টুঙ্গিপাড়ায় সংঘর্ষের ঘটনাও সামনে এসেছে। গোপালগঞ্জের



জেলা প্রশাসক মোঃ আরিফ-উজ-জামান জানিয়েছেন, জেলার পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক হয়েছে। তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে বিজিবির অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে এলাকায়। সোমবার রাত থেকে জেলা সদরসদ বিভিন্ন উপজেলায় ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা মহাসড়ক অবরোধের চেষ্টা করেন। বেশ কয়েকটি ককটেল বিস্ফোরণের শব্দও শোনা গিয়েছে। দুপুরে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে ছাত্রলীগ কর্মীদের। পুলিশের একটি পিকআপ ভ্যানে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। তাতে বেশ কয়েকজন পুলিশকর্মী আহত হন।

সোমবার ভোরে ফরিদপুরে পার্কিংয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটি বাসে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতিরা আগুন ধরিয়ে দেয়। অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে বাসচালকের। অপরদিকে ঝিনাইদহের ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৫ জন পড়ুয়াকে নিয়ে যাওয়ার সময় একটি ডাবল ডেকার বাসে পেট্রোল বোমা ছোড়া হয়। ঘটনাটি ঘটেছে শিয়াকুপা উপজেলার ড্রাগন বাগানে। ঢাকার একাধিক স্থানে বাসে বোমা ছোড়া হয়েছে। অপরদিকে মঙ্গলবার ভোরে নেত্রকোণার মোহনগঞ্জ স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা হাওর ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসে আগুন ধরিয়ে দেয় দুষ্কৃতিরা। দমকলের চেষ্টায় কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

## প্রয়াত সমাজকর্মী বাঙ্কর রায়

**তিলোনিয়া, ১০ নভেম্বর :** জীবনাবসান হল বেয়ারফুট কলেজের প্রতিষ্ঠাতা এবং বিশিষ্ট সমাজকর্মী সঞ্জিত 'বাঙ্কর' রায়ের। মঙ্গলবার সকালে রাজস্থানের আজমের জেলার তিলোনিয়া গ্রামে নিজের বাড়িতেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর।

সকাল সওয়া ৬টা নাগাদ স্ত্রী তথা সমাজকর্মী অরুণা রায় ও শুভানুধ্যায়ীদের উপস্থিতিতে তাঁর জীবনাবসান ঘটে। দেরাদুনের দুন স্কুল এবং দিল্লির সেন্ট স্টিফেনসে



পড়া বাঙ্কর তিনবার জাতীয় স্কোয়াশ চ্যাম্পিয়ন হন। ১৯৭২ সালে রাজস্থানের তিলোনিয়ায় তিনি প্রতিষ্ঠা করেন বেয়ারফুট কলেজ। কাজের স্বীকৃতিতে ১৯৮৬ সালে পদ্মশ্রী এবং ২০১০ সালে টাইম পত্রিকার প্রভাবশালী ব্যক্তিদের তালিকায় স্থান পান বাঙ্কর। গান্ধিবাদী স্বনির্ভরতার আদর্শে তৈরি এই সংস্থায় গ্রামীণ মহিলাদের সৌরপ্রযুক্তি, পানীয় জল ও চিকিৎসার মৌলিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। নিরক্ষর গ্রামীণ মহিলাদের 'সোলার ইঞ্জিনিয়ার' বানিয়ে বিদ্যুৎহীন প্রত্যন্ত এলাকায় আলো পৌঁছে দিয়ে বিশ্ববরেণ্য সমাজসৈনিকের সম্মান অর্জন করেন।

## কল্পবিজ্ঞান লিখে বুকার

**লন্ডন, ১০ নভেম্বর :** সবচেয়ে প্রবীণ লেখক হিসাবে ২০২৬ সালের বুকার পুরস্কার জিতে ইতিহাস গড়লেন ব্রিটিশ সাহিত্যিক এম জন হ্যারিসন। সোমবার লন্ডনে এক জমকালো অনুষ্ঠানে ৮১ বছর বয়সি এই লেখকের হাতে 'দ্য এন্ড অফ এভরিথিং' উপন্যাসের জন্য ৫০ হাজার পাউন্ডের পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

ইংল্যান্ডের কেন্ট উপকূলের পটভূমিতে লেখা এই ব্যঙ্গাত্মক কল্পবিজ্ঞানে এক রহস্যময় বিপর্যয়ের পরবর্তী সামাজিক অস্থিরতা ধরা পড়েছে। মাত্র ১৯৮ পাতার এই সংক্ষিপ্ত উপন্যাসে উঠে এসেছে কৃত্রিম মেধা, প্রযুক্তি ও রাজনৈতিক দোলাচলের নানা দিক, যা বিচারকমণ্ডলীকে তর্কাতীতভাবে মুগ্ধ করেছে।

## এগোচ্ছেন আইজেনকোট

**তেল আভিভ, ১০ নভেম্বর :** ইজরায়েলে সরকার গঠনের প্রক্রিয়া আরও একধাপ এগোল। বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে সরিয়ে সরকার তৈরির ম্যান্ডেট পাওয়া ইজরায়েলের প্রাক্তন সেনাপ্রধান তথা 'যাশার' পার্টির নেতা গাদি আইজেনকোট নেসেটের (ইজরায়েলের পার্লামেন্ট) গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি নিয়ে বিরোধী নেতাদের সঙ্গে চুক্তি চূড়ান্ত করে ফেলেছেন।

মঙ্গলবার আইজেনকোট জানান, নাফতালি বেনেট, ইয়ার গোলান, আভিগডোর লিবারম্যান এবং ইয়ার ল্যাপিডের মতো নেতাদের সঙ্গে তাঁর একটি সমঝোতা হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী, ২৬তম নেসেটের স্পিকার হিসেবে মনোনীত হয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী মাতান কাহানা। এছাড়া, হাউস কমিটির চেয়ারম্যান হচ্ছেন রয় ফোকম্যান, বিদেশ ও প্রতিরক্ষা বিষয়ক কমিটির দায়িত্বে থাকবেন আভিগডোর লিবারম্যান এবং অর্থ কমিটির প্রধান হবেন লিরান আভিজার বেন-হোরিন।



*পেছনে আছি বন্ধু, ভয় নেই...* *গাজিয়াবাদে দুই খুদে। মঙ্গলবার।*

# হাড়কাঁপানো শীতে লাদাখে ভোট

## জোরালো হচ্ছে বয়কটের ডাক

**লে, ১০ নভেম্বর :** কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখে আগামী ৪ ডিসেম্বর স্বশাসিত পার্বত্য উন্নয়ন পরিষদের ভোট ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন। প্রবল শীত, সীমানা নির্ধারণ নিয়ে ক্ষোভ এবং ষষ্ঠ তপশিলের অন্তর্ভুক্তির মতো গুরুত্বপূর্ণ দাবিগুলি অমীমাংসিত থাকা সত্ত্বেও এই ভোট ঘোষণায় লাদাখের পরিস্থিতি নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। কার্গিলে বনধ পালিত হয়েছে, লে-র একাধিক সংগঠন ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছে।

মঙ্গলবার লাদাখের নির্বাচন কমিশনার সুধাংশু পাণ্ডে নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করেন। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, লাদাখের নবগঠিত আটটি জেলা লে (২২ আসন), কার্গিল (২১ আসন), সাঙ্কু (১৩ আসন), চাংথাং (১০ আসন), নুব্রা (৯ আসন), শাম (৯ আসন), জাঁসকর (৯ আসন) এবং দ্রাস (৭ আসন)-এর পার্বত্য পরিষদে ভোটগ্রহণ হবে ৪ ডিসেম্বর। ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত মনোনয়ন জমা দেওয়া যাবে এবং ২০ নভেম্বর তা প্রত্যাহারের শেষ দিন। ২১ থেকে ৩০ নভেম্বরের মধ্যে স্থানীয় পুরসভা এবং পঞ্চায়েত নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হবে।

এর প্রতিবাদে মঙ্গলবার কার্গিলে বনধ পালিত হয়। কার্গিল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স (কেডিএ)-এর ডাকে দোকানপাট, অফিস, বাজারঘাট এবং যান চলাচল পুরোপুরি বন্ধ ছিল। কেডিএ-র দাবি, তীব্র শীতের মধ্যে নির্বাচন করাটা একেবারেই অগণতান্ত্রিক। লাদাখের লোকসভার সাংসদ মহম্মদ হানিফা জান নির্বাচন পিছিয়ে আগামী বছর এপ্রিল-মে-তে করার জন্য লেফটেন্যান্ট গভর্নর বিনয় কুমার সাক্সেনাকে চিঠি দিয়েছেন। তাঁর যুক্তি, ডিসেম্বরে লাদাখের তাপমাত্রা মাইনাস ২০ থেকে ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে যায়। রাস্তাঘাট বরফে অবরুদ্ধ থাকে এবং বহু প্রবীণ নাগরিক, ব্যবসায়ী ও পড়ুয়া শীতের কারণে জম্মু, শ্রীনগর বা দিল্লিতে চলে যান। এই সময়ে ভোট হলে বিপুল সংখ্যক মানুষ তাঁদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন।

লাদাখকে সংবিধানের ষষ্ঠ তপশিলের অন্তর্ভুক্ত করা এবং পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদার দাবিতে পরিবেশকর্মী সোনম ওয়াংচুকের নেতৃত্বে লে অ্যাপেক্স বডি (এলএবি) ও কেডিএ দীর্ঘ দিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার সেই দাবি এখনও মেনে নেয়নি। এরই মধ্যে ১০০ আসনের নতুন ডিলিমিটেশন (সীমানা নির্ধারণ) প্রক্রিয়া এবং মহিলাদের দাবি উপেক্ষা করে আবগারি নীতিতে সংস্কার না হওয়ায় ক্ষোভ আরও বেড়েছে। প্রতিবাদে লাদাখ বুদ্ধিস্ট অ্যাসোসিয়েশন (এলবিএ), লাদাখ গোম্ফা অ্যাসোসিয়েশন এবং লাদাখ নাম্বারদার অ্যাসোসিয়েশনের মতো সংগঠনগুলি পুর ও পঞ্চায়েত নির্বাচন বয়কটের ডাক দিয়েছে।

## গুলিবিদ্ধ রক্ষী

**লখনউ, ১০ নভেম্বর :** দীপাবলির রাতে বাজি ফাটানো থেকে বচসার জেরে গুলিবিদ্ধ হলেন রাষ্ট্রপতি ভবনের 'প্রেসিডেন্টস বডিগার্ড রেজিমেন্ট'-এর সদস্য সৌরভ তোমর (২৬)। উত্তরপ্রদেশের বাগপত জেলার গোপালপুর খাদানা গ্রামের বাড়িতে ছুটি কাটাতে এসেছিলেন সৌরভ। ভাইদের সঙ্গে তিনি বাজি পোড়াচ্ছিলেন। দুই প্রতিবেশী বাধা দেয়। তাতে ঝগড়া বাধলে অভিযুক্তের পিস্তলের গুলি সৌরভের কানে লাগে। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে মিরাটের বেসরকারি হাসপাতালের আইসিইউয়ে ভর্তি করা হয়েছে।

## রণক্ষেত্র পালামৌ

**রাঁচি, ১০ নভেম্বর :** কালীপুজোর বিসর্জনকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের রূপ নিল ঝাড়খণ্ডের পালামৌ জেলা। দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে ব্যাপক পাথর ছোড়া ও গুলি চলার জেরে চার পুলিশকর্মী সহ বেশ কয়েকজন আহত হন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকে শূন্যে চার রাউন্ড গুলি চালাতে হয়। রেহালা থানায় এই ঘটনায় ৩১ জনের নাম উল্লেখ করে ও ২০০ জন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।

## মৃত ৩ শ্রমিক

**চেন্নাই, ১০ নভেম্বর :** হোসুরের কাছে অ্যাপল আইফোনের যন্ত্রাংশ নির্মাণকারী টাটা ইলেক্ট্রনিক্স কারখানায় বর্জ্য শোধনাগারের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করার সময় তিন কর্মীর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। সোমবার ন্যানো ফিলট্রেশন ট্যাংকের বর্জ্য জল পরিষ্কারের সময় বিষাক্ত গ্যাসে দমবন্ধ হয়ে এই বিপত্তি ঘটে বলে প্রাথমিক অনুমান।

## গার্হস্থ্য হিংসা

**নয়াদিল্লি, ১০ নভেম্বর :** জাতীয় মহিলা কমিশনে প্রতি বছর দেড় লক্ষের বেশি অভিযোগ জমা পড়ে, যার মধ্যে গার্হস্থ্য হিংসার মামলাই সবচেয়ে বেশি বলে জানিয়েছেন চেয়ারপার্সন বিজয়া রাহাটকর। কমিশনের হেল্পলাইন নম্বর ১৪৪৯০-এর মাধ্যমে কোনও দ্বিধা ছাড়াই মহিলাদের সমস্যার কথা জানানোর আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

# আইসিএসই-আইএসসি শুরু ফেব্রুয়ারিতে

**নয়াদিল্লি, ১০ নভেম্বর :** কাউন্সিল ফর দ্য ইন্ডিয়ান স্কুল সার্টিফিকেট এগজামিনেশনস (সিআইএসসিই)-এর তরফে ২০২৭-এর দশম (আইসিএসই) এবং দ্বাদশ (আইএসসি) শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করা হল মঙ্গলবার। আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে আইএসসি পরীক্ষা। চলবে ৮ এপ্রিল পর্যন্ত। ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে আইসিএসই পরীক্ষা, যা শেষ হবে ৩১ মার্চ। পরীক্ষার রুটিন বোর্ডের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

এবারের আইসিএসই পরীক্ষায় সময়ের ক্ষেত্রে একটি বড় বদল এনেছে বোর্ড। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, সকাল ১০টায় পরীক্ষার্থীদের প্রশ্নপত্র পড়ার জন্য ১০ মিনিট সময় দেওয়া হবে এবং ১০টা ১৫ মিনিট থেকে উত্তর লেখা শুরু হবে। এর জন্য পরীক্ষার্থীদের সকাল ৯টা ৪৫ মিনিটের মধ্যে পরীক্ষাকেন্দ্রে নিজেদের নির্দিষ্ট আসনে বসে পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বোর্ডের প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৭ সালে দেশ-বিদেশ মিলিয়ে প্রায় ৩ লক্ষ ৮০ হাজার পড়ুয়া পরীক্ষায় বসতে চলেছে। এর মধ্যে আইসিএসই পরীক্ষার্থী প্রায় ২ লক্ষ ৭০ হাজার এবং দ্বাদশ শ্রেণির আইএসসি পরীক্ষার্থী ১ লক্ষ ১০ হাজার ২৫ জন।

**নিয়মে বড় বদল**

রাজ্যভিত্তিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যার নিরিখে নজর কাড়ছে পশ্চিমবঙ্গ। দশম এবং দ্বাদশ দুই ক্ষেত্রেই পরীক্ষার্থীর সংখ্যায় দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে এই রাজ্য। বোর্ডের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ২০২৬-এর ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে পরীক্ষার্থীদের অ্যাডমিট কার্ড দেওয়া শুরু হবে।

## সরব বিদেশমন্ত্রক

**নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১০ নভেম্বর :** ঢাকার বস্তি ও অপরিচ্ছন্ন এলাকাকে দিল্লি দেখিয়ে ভারত-বিরোধী প্রচারের অভিযোগে চিনা ব্লগারদের বিরুদ্ধে সরব হল বিদেশমন্ত্রক।

সোমবার বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, 'কোনও দেশের বিকৃত ছবি তুলে ধরার চেষ্টা দুর্ভাগ্যজনক। ঢাকার কিছু এলাকাকে দিল্লি বলে বিদেশি শক্তির প্রচার চালানোর বিষয়টি সামনে এসেছে। এ ধরনের মিথ্যা বয়ান সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং তাঁদের পিছনে থাকা শক্তির বিশ্বাসযোগ্যতাকেই প্রশ্নের মুখে ফেলে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানিয়েছে ভারত।' বাংলাদেশের সংবাদপত্র প্রথম আলোর দাবি, প্রায় ১৫০ জন চিনা নাগরিক ঢাকার টেকপাড়া ও উত্তরার দরিদ্র বসতির ছবি দিল্লির দৃশ্য বলে চিনের সমাজমাধ্যমে প্রচার করছেন।

# নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ ট্রাম্পের

**ওয়াশিংটন, ১০ নভেম্বর :** মার্কিন মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির ভরাডুবির পর এবার 'ভোট চুরি'র অভিযোগ তুললেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ইজরায়েলে সদ্য ক্ষমতা হারানো লিকুদ পার্টির নেতা বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুও সম্প্রতি একই দাবি করেছেন। দেশের এই রাজনৈতিক ডামাডোলের মাঝেই ইরান ইস্যুতে ট্রাম্পের উপর ক্রমাগত চাপ বাড়িয়ে চলেছেন নেতানিয়াহু। হোয়াইট হাউস সূত্রে খবর, ইরানে ফের সামরিক হামলা শুরুর জন্য ট্রাম্পকে প্রতিদিন ফোন করছেন তিনি।

ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প দাবি করেন, এই নির্বাচন সততার সঙ্গে হয়নি। মেশিনের কারচুপিকে দায়ী করে তিনি একে আমেরিকার ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অধঃপতন বলে আখ্যা দিয়েছেন। ইজরায়েলের নির্বাচনে গাদি আইজেনকোটের কাছে সরকার গঠনের সুযোগ হারানোর পর নেতানিয়াহুও ভোট প্রক্রিয়ায় কারচুপি, ঘুষ ও ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ এনেছিলেন। অন্যদিকে, 'ফিন্যান্সিয়াল টাইমস'-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, নেতানিয়াহু প্রতিদিন ট্রাম্পকে ফোন করে যুদ্ধ শুরুর আর্জি জানালেও হোয়াইট হাউসের অন্দরমহল এবং আরব বিশ্বের নেতারা এর প্রবল বিরোধিতা করছেন। কাতার, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি এবং তুরস্কের রাষ্ট্রনেতারা ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলে সংঘাতের বদলে কূটনীতি ও শান্তি আলোচনার পথ বেছে নেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন। কাতারের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এক রুদ্ধদ্বার বৈঠকের পর ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, 'সামরিক দিক থেকে ইরান কার্যত শেষ। আমরা আপাতত স্থিতাবস্থা বজায় রাখছি।'

# দিল্লি রক্ষায় কী ব্যবস্থা, জবাব তলব সুপ্রিম কোর্টের

**নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১০ নভেম্বর :** দীপাবলির বিষাক্ত ধোঁয়াশায় দিল্লির পরিস্থিতি প্রাণঘাতী হয়ে ওঠায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করল সুপ্রিম কোর্ট। রাজধানীতে বিপজ্জনক গাড়ির ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণে দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা এবং রাজস্থান সরকারকে দু'সপ্তাহের মধ্যে সমন্বিত পদক্ষেপের স্পষ্ট পরিকল্পনা জমা দেওয়ার কড়া নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চের স্পষ্ট পর্যবেক্ষণ, 'জরুরি ভিত্তিতে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ করা প্রয়োজন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।' শস্যের গোড়া পোড়ানো কমলেও আদালতের উদ্বেগ, 'অন্য একটি বড় বিষয় প্রকাশ্যে আসছে। তা হল— গাড়ির ধোঁয়া সংক্রান্ত সমস্যা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি।' মেয়াদোত্তীর্ণ গাড়ির দাপট রুখতে দিল্লি পুরসভা ও পুলিশকেও রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে।

এদিকে, নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গভীর রাত পর্যন্ত দেদার নিষিদ্ধ বাজি ফাটায় রাজধানীতে পাঁচ বছরের মধ্যে সবচেয়ে দূষিত দীপাবলি কাটল। মধ্যরাতে বাতাসে ভাসমান অতি সূক্ষ্ম ধূলিকণা বা পিএম ২.৫-এর মাত্রা গিয়ে ঠেকেছিল প্রতি ঘনমিটারে ৩,৭৪৪ মাইক্রোগ্রামে, যা দেশের দৈনিক নির্ধারিত জাতীয় মানদণ্ডের চেয়ে প্রায় ৬০ গুণ বেশি।

মুন্ডকা থেকে শুরু করে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় ও

**দূষণ তথ্য উধাওয়ে সরব বিরোধীরা**



নেতাজি সুভাষ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে দূষণের কণা বিপজ্জনক সীমা ছাড়িয়ে যায়। আরকে পুরমে পিএম ২.৫ অনুমোদিত সীমার প্রায় ৪০ গুণ বেড়ে দাঁড়ায় ২,৩৮৯ মাইক্রোগ্রামে। একই সঙ্গে আনন্দ বিহারে ভাসমান স্থূল ধূলিকণা বা পিএম ১০-এর মাত্রা পৌঁছোয় ৩,৪৯০ মাইক্রোগ্রামে।

বিষ-বাতাসের কামড়ের মধ্যেই গভীর রাতে রাজধানীর বাতাসের গুণমান নজরদারি কেন্দ্রগুলি আচমকা অকেজো হয়ে যাওয়ায় তা নিয়ে ক্ষোভ ছড়ায়। মোট ৫৯টি কেন্দ্রের মধ্যে রবিবার রাত ১টার সময় এক ধাক্কায় ৩৬টি কেন্দ্রের তথ্য প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ব্যাপক বাজি পোড়ানোর সময় মাত্র ২৩টি কেন্দ্র সচল ছিল।

এরপরই নজরদারি কেন্দ্রের তথ্য উধাও হওয়া নিয়ে রাজনৈতিক তর্জা চরমে ওঠে। আপ নেতা সৌরভ ভরদ্বাজের অভিযোগ, দূষণের আসল রূপ আড়াল করতে তথ্যে সরাসরি কারচুপি করা হয়েছে। জবাবে দিল্লির মন্ত্রী কপিল মিশ্র বলেন, 'যিনি অভিযোগ করছেন, তাঁর উচিত বিস্তারিত তথ্য দেওয়া। তা হলেই উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।'

কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তথ্য বিভ্রাট নিয়ে নরেন্দ্র মোদি সরকারের দিকে আঙুল তুলেছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। গত ১২ বছরে বিজেপি কেবল প্রচার আর দায় এড়ানোর রাজনীতি করেছে বলে অভিযোগ তুলে খাড়গে বলেন, 'নির্মল বাতাস মানুষের মৌলিক অধিকার, সরকারের দয়ার দান নয়।'

সোমবার দিল্লির বাতাসের গুণমান সূচক ৩৭৬ বা 'অতি খারাপ' থাকলেও ম

# বিজয়ার পরে

## শেষ নেই যে অপেক্ষার



‘বিজয়ার পরে। ছকভাঙা ছবি। পুজোর আগমন থেকে বিসর্জন, উঠে এসেছে নতুন আঙ্গিকে। তরুণ, নবীন পরিচালক অভিজিৎ শ্রীদাসের ছবি। পরিচালক এবং প্রযোজক দুজনেই উত্তরবঙ্গের ভূমিপুত্র। সুজিত রাহা মেনস্ট্রিম ইন্ডাস্ট্রির বাইরের মানুষ হয়েও এমন একটি ছবি প্রযোজনা করেছেন, যা কলকাতার বাইরের গোটা বাংলার প্রযোজকদেরও বাংলা ছবি করতে প্রেরণা যোগাবে।

তথাকথিত সিনেমার সত্যজিৎ রায়ের ‘আগন্তুক-এর আবহে রয়ে যায় বাঙালির শারদোৎসব, প্রত্যক্ষ চেতনায় উঠে আসে এক অন্য ধরণের প্রত্যাবর্তনের গল্প। সেই ‘আগন্তুক-এর বিখ্যাত জুটি দীপঙ্কর দে আর মমতা শঙ্কর ‘বিজয়ার পরেতে জেগে উঠলেন ফিনিক্স পাখির মতোই।

‘গুলঞ্চ বাড়ির দম্পতি অলকানন্দার চরিত্রে মমতা শঙ্কর। আনন্দর চরিত্রে দীপঙ্কর দে। আমরা একে ওপরকে লতিয়ে যে ভাবে আঁকড়ে ছিলাম সেই গুলঞ্চ কবে শুকিয়ে গিয়েছে। বুড়ো শালিকের মতো ‘গুলঞ্চ বাড়িতে দুর্গাপুজোর প্রেক্ষাপটে ক্রমশ নিরুদ্দেশ হতে থাকা মানুষগুলিকে খুঁজে বেড়ান তাঁরা। নিরুদ্দেশ মানুষগুলি আসলে তাঁদের ছেলেমেয়ে - কুমার, উজান আর মিনু। যারা কর্মব্যস্ততা আর পরিস্থিতির চাপে যে যার শহরে ব্যস্ত। একা বুড়োবুড়ি পড়ে থাকে এই ‘গুলঞ্চ আঁকড়ে। বর্তমান সময়ের এক জ্বলন্ত সমস্যাকে ছবিতে তুলে ধরেছেন পরিচালক অভিজিৎ। খাঁ খাঁ বাড়িতে বুড়োবুড়ি খুঁজে ফেরে আগলানো অতীত। এই তো ছেলেরা ছুটে বেড়াচ্ছে বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে। মেয়ে মিনু পুকুর ঘাটে বসে কবিতা বলছে। ঠাকুরদালানে নাচ করছে। শরতের উপহার শিউলি ফুল যেন তাঁদের এসব পুরনো অতীত আরও বেশি করে মনে করিয়ে দেয়।





সংসারে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা গিন্নিদের চিরকালই বেশি। কিন্তু কর্তা আনন্দ সন্তানদের থেকে পাওয়া এই অবহেলা কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না। যদিও মেয়ে মিনু ওরফে স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রটা আলাদা। মিনু এখন পরিবারে ‘একঘরে। বাবা-ই মেয়েকে ত্যাজ্যকন্যা করেছেন। কিন্তু কেন? সে উত্তর ‘বিজয়ার পরে ছবি দেখলেই বুঝবেন।

**পুজোতেও আসার সময় কারওরই হয় না। সবার সময় হয় সেই ‘বিজয়ার পরেই। এই আসা কি বড্ড দেরি হয়ে গেল? ছবির ক্লাইম্যাক্স এখানেই। চিত্রনাট্যের বাঁক বদলও এত দৃঢ় যে, তা আসন ছেড়ে দর্শককে উঠতে দেয় না। লিখলেন শুভদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়**

পুজোতেও আসার সময় কারওরই হয় না। সবার সময় হয় সেই ‘বিজয়ার পরেই। এই আসা কি বড্ড দেরি হয়ে গেল? ছবির ক্লাইম্যাক্স এখানেই। শুধু ক্লাইম্যাক্স নয়, চিত্রনাট্যের বাঁক বদল এত দৃঢ়, যে তা আসন ছেড়ে দর্শককে উঠতে দেয় না।

বহু যুগ পর দীপঙ্কর দে যে এখনও ফুরিয়ে যাননি তা তিনি প্রমাণ করার সুযোগ পেলেন। ‘শুভ বিজয়া কথাটা কী মর্মস্পর্শীভাবে ব্যবহার করেছেন পরিচালক! ‘বিজয়ার পরে ছবির প্রাণপ্রতিমা মমতা শঙ্কর। ছবির পরতে পরতে নিজেকে উজাড় করে অভিনয় করেছেন তিনি। দ্বিতীয়ার্ধের পর মমতা দুর্ধর্ষ। একাই ছবিটির রুদ্ধশ্বাস টেনে নিয়ে চলেন।

ছবির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র 'মৃন্ময়ী' ওরফে 'মিনু' স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় অনবদ্য। স্বপ্নে স্বস্তিকা যেন আসেন সত্যজিৎ রায়ের 'দেবী'র মতোই শিরশিরানি অনুভূতি নিয়ে। বিদীপ্তা, পদ্মনাভ, মিশকা, অনিমেষ, ঋতব্রত, খেয়া, মীর, তনিকা ও বিমল যে যার চরিত্রে মন ছুঁয়েছেন। রণজয় ভট্টাচার্যর সংগীত পরিচালনায় শাওনি মজুমদারের কণ্ঠে ‘ও সখী কার আঁখি আজ ডেকেছে গানটির সঙ্গে মমতা শঙ্করের কোরিওগ্রাফি মনে রয়ে যায়।

সত্যজিৎ-ঋতুপর্ণর পর অভিজিতের মতো পরিচালকের কাঁধে ভর করে দীপঙ্কর দে, মমতা শংকর তাঁদের রসায়ন জমিয়ে দিলেন। পুজোর পরে এই পুজোর ছবিটি রেশ রেখে যায় মনে।



# সানির স্ত্রী হয়ে প্রতিক্রিয়া তনুশ্রীর



সানি দেওলের বিপরীতে ‘সূর্য, অন্ত সে আরম্ভ তক’ ছবিতে দেখা যাবে বাংলার তনুশ্রী চক্রবর্তীকে। ছবিতে সানি অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার, তনুশ্রী সানির স্ত্রী হয়েছেন। সুদূর আমেরিকার বাসিন্দা এই অভিনেত্রী বলেন, ‘সানি শুধু একজন বড় হিরো নন, খুব ভালো মানুষ, উনি ভীষণ শান্ত। চরিত্রগুলো যেভাবে তিনি ফুটিয়ে তোলেন তা সত্যি শেখার।’

সর্বভারতীয় দর্শক এই প্রথম তাঁকে দেখবে, তার জন্যও তিনি দারুণ রোমাঞ্চিত। নাচের দৃশ্যেও তাঁর কাজ প্রশংসা পেয়েছে। কোরিয়োগ্রাফার বৃন্দা, যিনি মণি রত্নমের সব ছবিতে কাজ করেছেন, তনুশ্রীর কাজে খুব খুশি। তিনি বলেছেন তনুশ্রীকে, ‘তুমি খুব সুন্দরী, তোমার এক্সপ্রেশন খুব ভালো।’ তনুশ্রী স্বাভাবিকভাবেই অভিভূত। তাঁর কথায়, ‘এরকম একজন মানুষের কাছ থেকে এরকম প্রতিক্রিয়া আসা সত্যই বড় পাওনা।’

দেশ থেকে তাঁর সহকর্মীরা শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ছবির জন্য। সূর্য, এম পদ্মকুমার পরিচালিত মালায়ালাম ছবি জোসেফ-এর হিন্দি রিমেক, মুক্তি পাচ্ছে ২০ নভেম্বর।



# সীতার অ্যাকশন, রেগে লাল মুকেশ

নীতেশ তিওয়ারির রামায়ণ বক্স অফিসে তুলকালাম করছে। এর মধ্যেই ৫০০ কোটির মতো ব্যবসা করে ফেলেছে। কিন্তু তার মধ্যে বিতর্কও দানা বাঁধছে এবং তার কারণ সীতাদেবী। সাই পল্লবীর সীতা রীতিমতো রাক্ষসদের সঙ্গে মারামারি করছেন, তাদের মেরে তাড়িয়ে দিচ্ছেন—এমন দৃশ্যে দর্শকরা দারুণ ক্ষুব্ধ।

এযাবৎ পড়া বা দেখা রামায়ণের কোথাও সীতাদেবীর এমন রূপ দেখা যায়নি। প্রশ্ন উঠছে, এই তথ্য কোথায় পাওয়া গিয়েছে। এসব দেখে রেগে লাল অভিনেতা মুকেশ খান্না। এর আগে গো-মাংস ভক্ষণকারী রণবীর কাপুরের সমালোচনা করেছিলেন। এবার পারদ আরও চড়ালেন সাই-এর সীতাকে দেখে। তিনি বলেছেন, ‘আপনি ভাবতে পারছেন মা সীতা ঝাঁসির রানি লক্ষ্মী বাঈয়ের মতো বা আজকের সিনেমার নায়িকাদের মতো মারপিট করছেন? আমি বাল্মিকী রামায়ণ পড়েছি। ওখানে কোথায় লেখা আছে সীতা যুদ্ধ করেছেন। উনি মর্যাদাবান পুরুষোত্তমের স্ত্রী। তাঁর মধ্যে সেবা-সেবা ভাব আছে। উনি যদি যুদ্ধই করবেন তাহলে রাবণ তঁকে হরণ করল কী করে?

এই প্রশ্নের উত্তরে নীতেশ বলেছিলেন, ‘আমরা অদ্ভুত রমায়ণ থেকে এই দৃশ্য নিয়েছি।’ মুকেশ বলেছেন, ‘রামায়ণ একটাই যা মহর্ষি বাল্মিকী লিখেছেন। ওঁরা নাকি অদ্ভুত রামায়ণ থেকে এই দৃশ্য নিয়েছেন। নিজেদের কল্পনা মিশিয়ে মহাকাব্যের কাঁটাছেঁড়া করা কেন। বাইবেল নিয়ে করুক না। লজ্জা হওয়া উচিত।’





# রাবণ ন্যায়পরায়ণ, আপত্তি নীতীশ ভরদ্বাজের

রামায়ণ-এর প্রথম ঝলক দেখে তিনি বলেছিলেন ছবি অস্কার পাবে, কিন্তু ছবি দেখে হতাশ অভিনেতা নীতীশ ভরদ্বাজ। তিনি বলেছেন, বিশ্বে ভারতের প্রতিনিধি হবার যোগ্য নয় এই ছবি। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় বড় পোস্ট করে লিখেছেন, ‘রাবণকে উদার, সামাজিক দিক দিয়ে অনেক ন্যায়পরায়ণ হিসেবে দেখানো হয়েছে। মহাকাব্যের নৈতিক কাঠামোটাই বদলে গিয়েছে। ছবি নিয়ে বলার মতো কোনও কথা খুঁজে পাচ্ছি না। চোখ ধাঁধানো দৃশ্য বা আধুনিক প্রযুক্তি কখনও এই মহাকাব্যের মূল দর্শনের গভীরতার বিকল্প হতে পারে না।’ এর সঙ্গে তিনি বলেছেন যে ছবি ভারতের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মূল আধ্যাত্মিক মূল্যবোধকে ভুলভাবে তুলে ধরে, সেই ছবি আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতীয় ছবির প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্য নয়।’

# একনজরে সেরা

### আবার সৌরভ

স্টার জলসার ‘খেলো বাংলা’ গেম শো-তে সঞ্চালনা করবেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। কিছুদিন আগই চ্যানেল কর্তৃপক্ষ শো-এর প্রথম ঝলক প্রকাশ করেছিল। এবার এল শো-এর প্রোমো। জানা গেল, প্রতিযোগীই এখানে প্রশ্ন করবে, সেইই উত্তর দেবে এবং জিততে পারবে প্রায় ২.৫ কোটিরও বেশি টাকা। অডিশন ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে।

### ওরা পাঁচজন

বাংলা ছবি নজরবন্দীর টিজার এল। অভিনয়ে আছেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, রাজনন্দিনী পাল, দর্শনা বণিক, দেবলীনা ও পায়েল সরকার। টিজারে দেখা গেল, রাজনন্দিনী কথায় ভুলিয়ে ঋতুপর্ণার ছবি তুলছে। মনে করা হচ্ছে সে সাইবার ক্রাইমের সঙ্গে যুক্ত। কারও ছবি তোলার সময়ে তার নাড়িনক্ষত্র জেনে কম্পিউটারের সাহায্যে তাকে সর্বস্বান্ত করে। বাকিদের চরিত্র সম্বন্ধে জানা যায়নি।

### ডায়াবেটিক নিক

আন্তর্জাতিক ডায়াবেটিস অ্যাওয়ারনেস উইক-এ পপস্টার নিক জোনাস জানালেন, তাঁর ১৩ বছর বয়সে টাইপ ১ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হবার কথা। সোশ্যাল মিডিয়ায় দীর্ঘ পোস্ট করে ২১ বছর ধরে এই অসুখের সঙ্গে তাঁর লড়াইয়ের কথা জানিয়েছেন। লিখেছেন, ‘তুমি না থাকলে আমার জীবন অন্যরকম হত।’ নতুন প্রজন্মের ডায়াবেটিক ছেলেমেয়েদের মনের জোর বাড়ানোর জন্য এই পোস্ট, তিনি জানিয়েছেন।

### বাবার জন্য

বাবা সেলিম খান ‘বচপন’ ছবিতে অভিনয় করছিলেন। সে ছবির গান মুঝে তুমসে মুহব্বত হ্যয়, মগর ম্যায় কহ নহি সকতা গানটি গাইলেন মোহিত চৌহান, বিগ বস-এ এসে। তাতেই সেলিম-পুত্র সলমন খানের চোখে জল এল। বাবা সলমনের খুব কাছের, সে কথা বহুবার বলেছেন। তাঁর চোখের জল তা আবার প্রমাণ করল।

### প্রথম পরিচালনা

খরাজ মুখোপাধ্যায় ছবি পরিচালনায় আসছেন। ছবির নাম, এক যে ছিল চোর। অভিনয়ে প্রসূন গাইন, আরিয়ান ভৌমিক, তপতী মুন্সী প্রমুখ। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রে সত্য, সে চোর, তার একমাত্র বোন লক্ষ্মীও চোর। সত্যর করা একটা চুরি থেকে তাদের জীবন বদলে যাবে। গ্রামের অচেনা জীবন দেখা যাবে ছবিতে।

# ছেলেকে দুধ খাওয়াচ্ছেন শোভন



অন্বয়ের বাবা আর মা হয়েছেন শোভন গঙ্গোপাধ্যায় আর সোহিনী সরকার। আলোর উৎসবে বাড়ি সাজিয়েছিলেন আলোয়। দুজনে আলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে ছবি তুলেছেন। কিন্তু চোখ টেনেছে শোভনের বাবার দায়িত্ব পালন। অন্বয়ের মুখে ফিডিং বটল দিয়ে দুধ খাওয়াচ্ছেন তিনি। বাবা হবার আনন্দ, দায়িত্বপালনে একাগ্রতা, ফুটে উঠেছে তার চোখেমুখে। এর আগে সন্তানের জন্য রাতজাগা প্রসঙ্গে সোহিনী বলেছিলেন, ‘শোভন আর আমি পালা করে সামলাচ্ছি।’ এদিন ছেলেকে দুধ খাওয়াতে দেখে বাবা হিসেবে শোভনের দায়বদ্ধতা আর সন্তুষ্টির নমুনা দেখে নেটমহল অভিভূত। কমেন্টে ভরে যাচ্ছে বক্স।

ভাইফোঁটা মানে শুধু কপালে চন্দনের টিপ, মন্ত্রপাঠ আর মিষ্টিমুখ নয়। এ যেন স্মৃতির অ্যালবামে ফিরে যাওয়া, হরেক পদের গন্ধে ভরে ওঠা রান্নাঘর, উপহারের মোড়কে লুকিয়ে থাকা ভালোবাসা। কোথাও ভাইবোনের খুনশুটি, কোথাও হারিয়ে যাওয়া দিনের স্মৃতিচারণ, আবার কোথাও রক্তের সম্পর্ক ছাপিয়ে আপন হয়ে ওঠা মানুষ কিংবা চারপেয়ে সঙ্গীর কপালেও ফোঁটা। সম্পর্কের উষ্ণতা আর একে অপরকে আগলে রাখার চেনা আবেগটুকু আজও একই রয়ে গিয়েছে। ভাইফোঁটার আসল সুর বোধহয় সেখানেই।

# ফোঁটার থালা নেই, রয়ে গিয়েছে স্মৃতি

**তমালিকা দে**

**শিলিগুড়ি, ১০ নভেম্বর :** শহরজুড়ে ভাইফোঁটার আয়োজন। উপহার কেনা, পছন্দের খাবার তৈরির ব্যস্ততা বোনেদের। অথচ উৎসবের দিনে শিলিগুড়ির একটি বৃদ্ধাশ্রমে ছবিটা অন্যরকম। কারও ভাই মারা গিয়েছেন, কারও আবার বেঁচে থাকলেও দেখা নেই বহু বছর। ফোঁটার থালা সাজানো হয় না আর। তবু এই দিন এলেই ফিরে আসে ফেলে আসা জীবনের নানা মুহূর্ত। স্মৃতির কথা বলতে গিয়ে কারও গলা ধরে আসে, কারও চোখ ভিজে ওঠে।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের ডন বসকো কলোনির একটি বৃদ্ধাশ্রমে এখন এক ছাদের নীচে তাঁদের ঠিকানা। উৎসবের দিনগুলিতে পরিবারের অভাব যেন আরও বেশি করে অনুভব করেন তাঁরা। আশ্রমপাড়ার শ্রাবণী দালালের প্রায় ১৪ বছর আগে এখানে ঠাঁই হয়েছে। তাঁর কাছে ভাইফোঁটা মানে ছিল শুধু নিজের নয়, পাড়ার দাদা-ভাইদের নিয়েও আনন্দ। শ্রাবণী বলে চলেন, 'আশপাশের অনেকে ফোঁটা নিতে আসত। আয়োজন খুব বড় ছিল না, কিন্তু আনন্দ ছিল ভরপুর। সেই দিনগুলো কবে ফেলে এসেছি!'

রায়গঞ্জের সন্ধ্যা নাথের মনে পড়ে পাঁচ ভাইয়ের কথা। তাঁদের চোখে কাজল পরিয়ে, চন্দনের টিপ দিয়ে ফোঁটা দিতেন। বোনেরা মিলে সামলাতেন রান্নার দায়িত্ব। সন্ধ্যার কথায়, 'ভোরে উঠে শিশির জোগাড় করা থেকে পায়েস রান্না- সবই করতাম।' বাবুপাড়ার কল্পনা দত্তের কাছে দিনটি ছিল মিলনমেলার মতো। জ্যাঠতুতো, খুড়তুতো ভাইবোনেরা একসঙ্গে কাটাতেন সারাদিন। সেই জমায়েত এখন শুধুই স্মৃতি।

ছয় দাদার ছোট বোন রীতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন চোখের মণি। চোখে মোটা করে কাজল, টিপ-পাউডার মাখিয়ে তৈরি করতেন দাদাদের। ছয় দাদার মধ্যে একজন বেঁচে থাকলেও এখন আর সেই আয়োজন হয় না।

৭২ বছরের বেলা চক্রবর্তী বিয়ের আগে বাংলাদেশের ফরিদপুরে তিন ভাইকে ফোঁটা দিতেন। ছয় বোন একসঙ্গে সেজে বসতেন, মা করতেন নানা পদের রান্না। অল্প বয়সে বিয়ে হওয়ার পর বেশিদিন সেই আনন্দ উপভোগ করতে পারেননি। প্রায় ৪০ বছর আগে শেষবার ফোঁটা দিয়েছিলেন।

অঞ্জলি মিশ্রের স্মৃতিতে আজও রঙিন দুই ভাইয়ের জন্য নিজের হাতে থালা সাজিয়ে খাবার পরিবেশনের ছবি। এখন আর কোনও ভাই বেঁচে নেই। গৌরী চক্রবর্তী আর ইলা মুখোপাধ্যায়ের মন খারাপ হয়ে যায় পুরোনো দিনের কথা বলতে গিয়ে। এই দিন আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন মলয় নাগ। তিন বোন তাঁকে ফোঁটা দিতেন। বোনদের জন্য নিজেই কাপড় কিনে আনতেন। মলয়ের কথায়, 'এই দিনগুলো বরং মন খারাপ করে তোলে।'

ভাইফোঁটার আলো-আয়োজন চলবে। আর বৃদ্ধাশ্রমের বাসিন্দাদের কাছে দিনটা ফিরে আসবে পুরোনো কিছু মুখ, কিছু মুহূর্ত আর না-পাওয়া আনন্দ নিয়ে।

# মনের বাঁধনেই জুড়ে থাকেন যাঁরা

**প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস**

**শিলিগুড়ি, ১০ নভেম্বর :** কখনও অফিসের সহকর্মী, কখনও পাড়ার পরিচিত, আবার কখনও কাজের সূত্রে আলাপ হওয়া কোনও মানুষই হয়ে ওঠেন দাদা কিংবা ভাই। একসঙ্গে পথ চলতে চলতে তৈরি হয় এমন এক টান, যেখানে রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও মিশে থাকে আপনজনের অধিকার, অভিমান আর ভালোবাসা। ভাইফোঁটার দিনে তাই নিজের পরিবারের গণ্ডি পেরিয়ে সেই মানুষগুলির কপালে চন্দন-কাজলের ফোঁটা এঁকে দেন অনেকে। সম্পর্কের এই বাঁধন তৈরি হয়েছে কোনও রীতি মেনে নয়, বরং একে অপরের পাশে থাকতে থাকতে।

সারাদিন ক্লায়েন্ট সামলানো আর টার্গেট পূরণের দৌড়ে কাটে বিপণনকর্মী রিয়াঙ্কা সরকারের। কাজের চাপের মধ্যে সুমন সাহা ও জয় পালকে পাশে পেয়েছিলেন তিনি। কর্মজীবনের শুরুর দিকে অনেক কিছুই বুঝে উঠতে পারতেন না। তখন তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে কাজ শিখিয়েছেন এই দুজন। সেই সহকর্মীরাই সাত বছরে হয়ে উঠেছেন নিজের দাদার মতো। রিয়াঙ্কার কথায়, 'কাজে যোগ দেওয়ার পর অনেক কিছুই বুঝতে পারতাম না। তখন ওরা পাশে থেকে অনেক কিছু শিখিয়েছে। এখন ওরা আমার দাদার মতো। নিজের দাদা রয়েছে। ভাইফোঁটার দিন তাকে যেমন ফোঁটা দিই, তেমন উপোস থেকে সব নিয়ম মেনে এই দুজনকে ফোঁটা দিই।' তাই কর্মক্ষেত্রের সম্পর্ক ছাপিয়ে ভাইফোঁটার দিন তাঁদের জন্যও থাকে বিশেষ আয়োজন।

সেবক রোডের একই অফিসে কাজ করেন অদিতি দাস ও টুবাই দে। প্রায় ১০ বছর আগে অফিসে আলাপ। তারপর থেকে একে অপরের সঙ্গে খুনশুটি, ঝগড়াঝাঁটি আর বন্ধুত্ব। অদিতির বিয়ের সময়ও নানা কাজের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন টুবাই। সেই থেকে যেন সম্পর্কটা আরও আপন হয়ে উঠেছে। গত ছ'বছর ধরে টুবাইকে ভাইফোঁটা দিচ্ছেন অদিতি। তাঁর কথায়, 'টুবাইয়ের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি যেমন হয়, তেমন ভালোবাসাও রয়েছে। আমার দাদা নেই। তাই প্রতিবছর ওকে ফোঁটা দিই।' সম্পর্কের এই মিষ্টি দিকটুকু অদিতির ভীষণ কাছে।

> **কাজে যোগ দেওয়ার পর অনেক কিছুই বুঝতে পারতাম না। তখন ওরা পাশে থেকে অনেক কিছু শিখিয়েছে। এখন ওরা আমার দাদার মতো। উপোস থেকে সব নিয়ম মেনে এই দুজনকে ফোঁটা দিই।**
>
> -**রিয়াঙ্কা সরকার** বিপণনকর্মী

বেসরকারি ব্যাংকের কর্মী অনির্বাণ ঘোষের কাছে দিনটা বেশ দৌড়ঝাঁপের। প্রথমে নিজের বাড়িতে বোনের কাছ থেকে ফোঁটা নেওয়া। তারপর যেতে হয় দেশবন্ধুপাড়ার এক দিদির বাড়িতে। কর্মজীবনের শুরুর দিকে অন্য একটি ব্যাংকে একসঙ্গে কাজ করার সুবাদে পরিচয় হয়েছিল। সময়ের সঙ্গে সেই পরিচয় আর কাজের সম্পর্কের মধ্যে আটকে থাকেনি। এখন ভাইফোঁটার দিন সেই দিদির বাড়িতে যাওয়া মাস্ট। অনির্বাণ বললেন, 'চার বছর ধরে বাড়িতে ফোঁটা নেওয়ার পর সোজা পৌঁছে যাই সেই বাড়ি। ভাইফোঁটার দিন সকাল থেকে দিদির ফোন আসতে শুরু হয়।' দিদির এই তাগিদে যে স্নেহ মিশে থাকে, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। একটু হেসে অনির্বাণের সংযোজন, 'আমার খরচও বেড়ে যায়।'

শুভম সাহার বাড়িতে নিজের দিদি নেই। কিন্তু ভাইফোঁটার দিন তাঁর একা থাকার সুযোগ নেই। পাড়া এবং নাচের ক্লাসের পরিচিত দিদিরা মিলিয়ে অন্তত ছ'জন তাঁকে ফোঁটা দেন। প্রত্যেকের বাড়িতে যাওয়ার পালা, আবার সবার জন্য উপহার কেনার প্রস্তুতিও রয়েছে। শুভম বলছিলেন, 'সবার জন্য চকোলেট আর কানের দুল নিয়েছি এবার।' নিজের দিদি না থাকলেও এতজনের স্নেহে ভাইফোঁটার আনন্দ তাঁর কাছে একটুও কম নয়।

ফোঁটা তাই শুধু রক্তের সম্পর্কের পরিচয় বহন করে না। কখনও দীর্ঘদিনের সহকর্মী, কখনও পাড়ার পরিচিত, কখনও আবার নাচের ক্লাসের দিদি- সময় আর ভালোবাসার টানেই তাঁরা হয়ে ওঠেন আপনজন। সম্পর্কের নাম যাই হোক, একে অপরের পাশে থাকার এই অঙ্গীকারই যেন তিথি পালনের আসল আনন্দ।

# উপহারে ভালোবাসার ওম

**প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস**

**শিলিগুড়ি, ১০ নভেম্বর :** কথায় বলে, বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। পার্বণপ্রিয় বাঙালির উৎসব মানেই উপহার আদানপ্রদানের আনন্দ। দাদা এবং ভাইয়ের সঙ্গে বোন ও দিদির সম্পর্ক উদযাপনের এই উৎসবে উপহারের রয়েছে আলাদা তাৎপর্য।

সারাটা বছর যাদের মধ্যে খুনশুটি, ঝগড়া আর মান-অভিমানের পালা চলে, এই বিশেষ দিনে ছোট্ট একটি উপহারের মধ্য দিয়ে তাঁরা একে অপরের প্রতি ভালোবাসার কথা জানান। গিফট র‍্যাপারে মোড়া বাক্সে শুধু উপহার থাকে না, রিবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে আন্তরিকতা, উপহারের সঙ্গে লেপটে থাকে সম্পর্কের ওম। ভাইফোঁটায় নিজেদের হাতের তৈরি জিনিস গিফট করে দাদা এবং ভাইকে চমকে দিতে চাইছে জেন জেড বোন ও দিদিরা।



কলেজ পড়ুয়া শ্রেয়া দাস ভাই তুহিনের জন্য চকোলেট আর আর্টিফিশিয়াল ফুল দিয়ে একটি বোকে তৈরি করেছেন। সপ্তম শ্রেণির পড়ুয়া তুহিনের চকোলেট ভীষণ পছন্দের। কলেজ থেকে ফেরার পথে মাঝেমধ্যেই ভাইয়ের জন্য চকোলেট কিনে নিয়ে যান শ্রেয়া। জেন জেড-দের ডাকনাম 'টেক স্যাভি'। শ্রেয়া ইউটিউব ঘেঁটে দেখে নিয়েছেন বোকে তৈরির পদ্ধতি। তাঁর কথা, 'আমি ভাবছিলাম ভাইকে কী গিফট দেওয়া যায়। আমার এক বান্ধবী তখন আমায় এই আইডিয়া দেয়। ওর কাছ থেকে কিছুটা শিখলাম আর বাকিটার জন্য একটু ইউটিউব ঘেঁটে নিলাম। ব্যাস, কেল্লা ফতে!'

কলেজ পড়ুয়া বর্ণালি দাস একটি সাদা ফোটোফ্রেম কিনেছেন। ওই ফ্রেমে দাদার ছবি দিয়ে ফোটোফ্রেমটিকে অ্যাক্রেলিক রং, ছোট পুঁতি আর মিরর মোটিফ দিয়ে সাজিয়ে তুলবেন তিনি। বর্ণালির কথায়, 'দাদাকে এমন কিছু দিতে চাই যেটা স্মৃতি হয়ে থেকে যাবে। জানি না কেমন হবে। তবে আমার বানানো গিফট দেখে দাদা খুশি হবে।'

হায়দরপাড়ার স্কুল পড়ুয়া প্রাপ্তি সাহা ১০০ টাকার বেশ কয়েকটি নোট দিয়ে দাদার জন্য বোকে তৈরি করেছে। তার কথায়, 'স্পেশাল অকেশনে দাদার হাতে নিজের তৈরি স্পেশাল উপহার তুলে দিতে চাই।'

শান্তিপাড়ার অনিন্দিতা হালদার দাদার জন্য মাটির একটা বড় কাপ কিনেছে। ওই কাপে ফেব্রিক দিয়ে ছোট ছোট ছবি এঁকে, নানা উক্তি লিখে দাদাকে দেবে সে। অনিন্দিতার ভাষায়, 'দাদাকে কী উপহার দেওয়া যায় ভাবতে গিয়েই এই আইডিয়াটা মাথায় আসে। এটা শুনে মাও খুশি হয়েছে। দাদা এখনও কিছু জানে না। এটা সারপ্রাইজ।' তাঁদের হাতে তৈরি উপহার কতটা নিখুঁত হবে, সেটা শ্রেয়া, অনিন্দিতা, প্রাপ্তিরা জানেন না। তবে উপহারগুলোতে ভালোবাসার যে গন্ধ মিশে থাকবে, সেটা কি আর দোকানে কিনতে পাওয়া যায়!



*ফোঁটার পর চিনিকে চুমু সুস্মিতা সাহার। মঙ্গলবার।*

# চিনিদের দীর্ঘায়ু কামনায় কাঁটা যমদুয়ারে

**তমালিকা দে**

**শিলিগুড়ি, ১০ নভেম্বর :** সকাল থেকে চলছে থালা সাজানোর তোড়জোড়। অপেক্ষায় চিনি, জ্যাকি, গুড্ডারা। বেশিক্ষণ সুস্থির হয়ে বসার ধৈর্য নেই তাদের। তাই দিদিদের ব্যস্ততা তুঙ্গে। সময়ের সঙ্গে বদলেছে সম্পর্কের সংজ্ঞাও। এখন ভাইফোঁটার থালা শুধু মানুষ ভাইদের জন্য সাজে না, সেই থালায় সমান অধিকার বাড়ির খুদে চারপেয়েরও। তাই কপালে তাদের জন্য নতুন জামা কিনে, পছন্দের কেক অর্ডার দিয়ে 'যমুনা দেয় যমকে ফোঁটা'র পালা সারছেন অনেকেই। শুধু পরিবারের ভাই-দাদাদের প্রতি নয়, নিঃস্বার্থভাবে পাশে থাকার জন্য অনেকেই নিজের প্রিয় পোষ্যকে ফোঁটা দেওয়ার আয়োজন করেছেন। পোষ্যর কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে উলুধ্বনি দিয়ে করা হয় ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার আয়োজন।

পোষ্যের জন্মদিন থেকে রাখি, ভাইফোঁটা সবকিছুই এখন পালন করতে দেখা যায় পোষ্যপ্রেমীদের। তবে সোশ্যাল মিডিয়ার ট্রেন্ডে গা ভাসিয়ে নয় বরং প্রিয় খুদের প্রতি ভালোবাসা থেকেই এই আয়োজন করে থাকে ভক্তিনগরের বাসিন্দা সুস্মিতা সাহা। শিক্ষকের বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছিল স্পিচ ও দেশীয় ব্রিডের ছোট্ট 'চিনি'কে। চিনি দু'মাস বয়স থেকেই সুস্মিতার সঙ্গে। ছোট্ট এই চিনির সঙ্গে নিজের ছোট ভাইয়ের মতো সম্পর্ক তাঁর। পাঁচবছর ধরে ভাইফোঁটা থেকে রাখির আয়োজন করা হয় চিনির জন্য। ভাইফোঁটার আয়োজন নিয়ে সুস্মিতা বলেন, 'দাদাদের জন্য যেভাবে ভাইফোঁটার আয়োজন করে থাকি চিনির জন্যও তাই। তবে চিনি প্রদীপ একটু ভয় পায় তাই আমি ওকে কোলে বসিয়ে ফোঁটা দিয়েছি।' ফোঁটার দিনে তাঁর জন্য রয়েছে বিশেষ চিকেন খিচুড়ি। যা নিজের হাতেই সুস্মিতা রান্না করেছেন। চিনির কপালে সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে বড় দিদির মতো দীর্ঘায়ুর কামনা করেছেন তিনি।

চিনির মতো দিদির কাছ থেকে ভাইফোঁটা নেয় তিনবছরের জ্যাকিও। নিজের প্রিয় পোষ্যকে নিয়ম করে ভাইফোঁটা দেন দেশবন্ধুপাড়ার বাসিন্দা সংযুক্তা ঘোষ। বুধবার সকালে নিয়ম মেনে চন্দন ও দইয়ের ফোঁটা দিয়ে খুদে এই জার্মান শেপার্ডের জন্য ভাইফোঁটার আয়োজন করেছেন তিনি। জ্যাকিও তার প্রিয় খাবার দিয়েই পেটপুজো সারবে আজ। সংযুক্তা হেসে বলেন, 'জ্যাকিকে ফোঁটা দিয়ে অল্প মিষ্টি খাইয়ে থাকি। এছাড়াও ওর প্রিয় ফল কলা, খোসা ছাড়িয়ে আপেল, তরমুজ প্লেটে সাজিয়ে ফোঁটা দেব।'

প্রিয় পোষ্যের জন্য অনেকে আবার অর্ডার দিয়েছেন পোষ্যবান্ধব কাপকেক। স্টেশন ফিডার রোডের একটি কেক শপে ভাইফোঁটাতে নিজের দাদাদের পাশাপাশি পোষ্যের জন্যও কেক অর্ডার দিয়েছেন মিলনপল্লির বাসিন্দা মৌ দত্ত। তাঁর কাছে রয়েছে দু'বছর বয়সের পাগ। আদর করে তাকে 'গুড্ডা' ডাকেন তিনি। মৌ জানান, ভাইফোঁটায় পোষ্যের জন্য নতুন জামা কিনেছেন। কেক কেটে ভাইফোঁটার আয়োজন করবেন। চারপেয়ে দুই পোষ্যের জন্য নতুন জামা কিনেছেন ফুলবাড়ির বাসিন্দা জয়া দে। জয়া বলেন, 'আমার পোষ্যরা খুব চঞ্চল। কপালে চন্দনের ফোঁটা দিতে পারি না। তাই তাদের জন্য ভাইফোঁটা উপলক্ষ্যে নতুন জামাই কিনেছি।'

মানুষ ও পোষ্যের এই ভাব মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য খুব 'পজিটিভ সাইন' বলে জানিয়েছেন মনোবিদ অর্পিতা বসু। তিনি বলেন, 'অনেকেই নিজের সন্তান ও ভাই-বোনের মতো পোষ্যকে ভালোবাসেন। তাই এধরনের আয়োজন করে থাকে। পোষ্যের সঙ্গে সময় কাটানো মানসিক স্বাস্থ্যের জন্যও খুব ভালো। এতে সহনশীলতাও বাড়ে।'

# উদরপূর্তিতে ভরসা ক্লাউড কিচেন

**শিলিগুড়ি, ১০ নভেম্বর :** ভাইফোঁটার দিনে ভাইদের পাতে পছন্দের পদ তুলে দিতে চান বোনেরা। কিন্তু একা হাতে এত আয়োজনের ঝক্কি সামলানো দায়। তাই হেঁশেলের বদলে ভরসা ক্লাউড কিচেন ও রেস্তোরাঁ। ভাইফোঁটা উপলক্ষ্যে বিশেষ থালির চাহিদা এতটাই বেড়েছে যে, আগাম অর্ডার নেওয়া বন্ধ করতে হচ্ছে কোনও কোনও সংস্থাকে।

চাহিদার কথা মাথায় রেখে ভাইফোঁটা উপলক্ষ্যে বিশেষ থালির ব্যবস্থা করেছে শহরের একাধিক ক্লাউড কিচেন। আমিষ ও নিরামিষ, দু'ধরনের থালিই মিলছে সেখানে। মেনুতে রয়েছে ফ্রায়েড রাইস, ছোলার ডাল, মটর পনির, চিকেন কষা, পাবদার ঝাল, চিলি চিকেন, চিংড়ি মাছের মালাইকারি, মাটন কষা সহ নানা পদ। ক্লাউড কিচেনের পাশাপাশি রেস্তোরাঁগুলিতেও থাকছে ভাইফোঁটা স্পেশাল থালি।

উৎসবের দিনে বাড়িতে রান্নার আয়োজন অনেকের কাছেই বাড়তি চাপের। তাই একদিকে যেমন এক ক্লিকেই খাবার বাড়ির দরজায় পৌঁছে যাচ্ছে, তেমনই পরিবারের সকলে মিলে রেস্তোরাঁয় বসে খাওয়ার সুযোগও রয়েছে। নিজেদের পছন্দমতো থালি অর্ডার করে অনেকেই ভাইফোঁটার আয়োজন সারছেন।



দেশবন্ধুপাড়ায় ক্লাউড কিচেন চালান ছোটু পাল। তিনি বলেন, 'এখনও পর্যন্ত প্রায় ১০০ প্লেট খাবারের অর্ডার পেয়েছি। থালির পাশাপাশি পছন্দমতো খাবার অর্ডার দেওয়ার ব্যবস্থাও রয়েছে। এত বেশি অর্ডার পেয়েছি যে, নতুন করে আর অর্ডার নিচ্ছি না। ৫৯৯ ও ৯৯৯ টাকার দু'ধরনের থালি রয়েছে।'

বাড়িতে চার ভাইয়ের ভাইফোঁটার আয়োজন করেছেন জংশনের বাসিন্দা সোনা দে। একা হাতে সব আয়োজন করা সম্ভব নয় বলে ক্লাউড কিচেন থেকে খাবার অর্ডার করেছেন তিনি। সোনা বলেন, 'একদিন ভাইদের ভালো করে খাওয়াব বলে খাবারের অর্ডার দিয়েছি। একা হাতে এত আয়োজন করা সম্ভব নয়। বুধবার আবার দুপুর ২টোর মধ্যে দ্বিতীয়া শেষ হয়ে যাবে। তাই বাড়িতে রান্নার হবে না।'

শুধু দুপুরের খাবার নয়, ফোঁটা দেওয়ার সময় ভাইদের সামনে সাজিয়ে দেওয়ার জন্য লুচি, পায়েস, ঘুগনির মতো জলখাবারেরও অর্ডার পেয়েছেন শান্তিপাড়ার বাসিন্দা নমিতা পাল। তিনিও একটি ক্লাউড কিচেন চালান। নমিতা বলেন, 'থালির পাশাপাশি ফোঁটার সময় পরিবেশনের জন্য জলখাবারেরও অর্ডার পেয়েছি। পাঁচ রকমের পদ সহ থালির দাম ৭৯৯ টাকা। জলখাবারের দাম ২৫০ টাকা।' ক্লাউড কিচেন চালান সাগরিকা ঘটক। জানালেন, এবছর সাদা পোলাও, চিকেন ডাকবাংলো, মাটন ডাকবাংলো, চিংড়ি ভাপা সহ একাধিক সব লোভনীয় পদ রয়েছে মেনুতে। সাধ্যের মধ্যে মানুষ যাতে সাধপূরণ করতে পারে, সেজন্য ২৫০ টাকা থেকে শুরু হচ্ছে থালি। একশোরও বেশি অর্ডার পেয়েছেন সাগরিকা।

ক্লাউড কিচেনের পাশাপাশি রেস্তোরাঁগুলিতেও ভাইফোঁটা স্পেশাল থালির আয়োজন করা হয়েছে। হিলকার্ট রোডের একটি বাঙালি রেস্তোরাঁয় ১০৯৯ টাকার বিশেষ থালি রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ওই রেস্তোরাঁর ম্যানেজার তারক চন্দ। অন্যদিকে, হাকিমপাড়ার রাজা রামমোহন রায় সরণিতে অবস্থিত একটি বাঙালি রেস্তোরাঁতেও ভাইদের পছন্দমতো খাওয়ানোর বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। সেখানে ভেজ থালি ৩৭৫ টাকা, আমিষ থালির খরচ ৮৯৯ টাকা। দুটো থালিতেই শেষপাতে রয়েছে মিষ্টি আর পান। অন্যদিকে, স্টেশন ফিডার রোডে অবস্থিত এক বাঙালি রেস্তোরাঁয় রয়েছে ভাইয়ের জন্য বিশেষ থালি। যেখানে পাঁচ রকমের ভাজা দিয়ে শুরু করে পোলাও, চিকেন, মাটন, চিংড়ি ইত্যাদি পদ দিয়ে সাজানো থাকবে থালি। এর দাম ২১০০ টাকা।

## বহুতলের গেটে নোটিশ

**শিলিগুড়ি, ১০ নভেম্বর :** সোমবার রাতে শহরের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের সর্বমঙ্গলা রোড এলাকায় তিনতলা বাড়ির ছাদে থাকা গুদামে অগ্নিকাণ্ডের পর অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। অভিযোগ, সেখানে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ছিল না। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার শিলিগুড়ির পুরনিগমের একটি প্রতিনিধিদল ওই বহুতল পরিদর্শনে যায়। তবে গেটে তালা থাকায় কেউ ভিতরে ঢুকতে পারেননি। এরপরই ওই বহুতলের সদর গেটে পুরনিগমের তরফে নোটিশ সাঁটিয়ে দেওয়া হয়। ওই নোটিশের বয়ান অনুসারে, বহুতল কর্তৃপক্ষকে আগামী ১৭ তারিখ সকাল ১১টায় বিল্ডিং প্ল্যান, অকুপেন্সি সার্টিফিকেট সহ প্রয়োজনীয় নথি নিয়ে হাজির হতে বলা হয়েছে।

শিলিগুড়ি পুরনিগম সূত্রে খবর, কোনও কারণে নির্দিষ্ট দিনে ওই বহুতল কর্তৃপক্ষ পুরনিগমে হাজিরা না দিলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে। কোনওভাবে নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগ প্রকাশ্যে এলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

## ফোন ফেরত

**শিলিগুড়ি, ১০ নভেম্বর :** শিলিগুড়ি জিআরপির সহযোগিতায় হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফিরে পেলেন শিলিগুড়ির বাসিন্দা সোনালি চৌধুরী। চলতি বছর সেপ্টেম্বর মাসে আপ সিকিম মহানন্দা এক্সপ্রেসে করে বৃন্দাবন থেকে ফেরার পথে দানাপুর স্টেশন থেকে তাঁর মোবাইল চুরি গিয়েছিল। ২৯ সেপ্টেম্বর শিলিগুড়ি জংশন জিআরপি-র কাছে এব্যাপারে অভিযোগ জানান তিনি। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করে ফোন উদ্ধার করে রেল পুলিশ। মঙ্গলবার সোনালির হাতে সেই ফোন জিআরপির তরফে তুলে দেওয়া হয়।

## বিজ্ঞান দিবস

**শিলিগুড়ি, ১০ নভেম্বর :** শান্তি ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্ব বিজ্ঞান দিবস পালিত হল উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্রে। বিশ্ব বিজ্ঞান দিবসের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বক্তব্য রাখেন সেন্টার হেড ডঃ রাকেশ মজুমদার। এদিন আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানকেন্দ্র ও সংগ্রহশালা দিবসও পালন করা হয়। বিজ্ঞানভিত্তিক বিভিন্ন কর্মসূচিতে স্কুল পড়ুয়ারা অংশ নিয়েছিল। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত পড়ুয়াদের বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্যচিত্র দেখানো হয়।

## দেখি তোমায় দু'নয়ন ভরে





*কালীপুজোর দু'দিন পরও মণ্ডপে ভিড় জমজমাট। দেবীপ্রতিমাকে ক্যামেরাবন্দি করার হিড়িক। শিলিগুড়িতে মঙ্গলবার। ছবি : সূত্রধর*

## গ্লেসিয়ার লেকে আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম চালুর নির্দেশ

**শিলিগুড়ি, ১০ নভেম্বর :** রাজ্যের ৪০টি ঝুঁকিপূর্ণ হিমবাহ হ্রদ বা গ্লেসিয়ার লেকে দ্রুত আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম কার্যকরের নির্দেশ দিল সিকিম হাইকোর্ট। পাশাপাশি, হ্রদগুলির অবস্থা পর্যবেক্ষণে একজন নোডাল অফিসার নিয়োগ এবং বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কমিটি গঠনের সুপারিশও করেছে আদালত।

প্রধান বিচারপতি মহম্মদ মুস্তাক এবং বিচারপতি ভাস্কর রাজ প্রধানের ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, আবহাওয়ার ক্রমশ পরিবর্তনে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে গ্লেসিয়ার লেকগুলি। এখনই পদক্ষেপ না করলে ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে রাজ্যকে। বড় ধরনের পরিকাঠামোর ক্ষতি হতে পারে।

সেকারণে সাধারণ মানুষের স্বার্থে যে আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম জরুরি, ৫ নভেম্বরের রায়ে সরকারকে মনে করিয়ে দিয়েছে আদালত। হাইকোর্টের স্বতঃপ্রণোদিত জনস্বার্থ মামলাটির পরবর্তী শুনানি ১৮ নভেম্বর।

এর আগে ২০২৩ সালের ৪ অক্টোবর সাউথ লোনাক হ্রদ বিপর্যয়ে প্রচুর মানুষ মারা যান। সম্পত্তি নষ্ট হয়। সিকিমের বড় একটা অংশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। সেবছর বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়তে হয় হিমালয়সংলগ্ন উত্তরবঙ্গকেও। ফের যাতে সেরকম ঘটনা না ঘটে, সেজন্য এই উদ্যোগ।

## লাঙলে আটকে মৃত্যু নাবালকের

**কিশনগঞ্জ, ১০ নভেম্বর :** কিশনগঞ্জের নেপাল সীমান্তে দিঘলব্যাংক থানা এলাকার চারঘরিয়া গ্রামে সোমবার ট্র্যাক্টরের লাঙলে আটকে মহম্মদ আরমান (৭) নামে এক সাত বছরের নাবালকের মৃত্যু হয়েছে।

মৃতের বাবা মহম্মদ জুনেদ আলম জানান, এদিন জমিতে চাষ করার সময় আরমান তাঁর পাশেই বসে ছিল। ট্র্যাক্টরটি কোনওভাবে নিয়ন্ত্রণ হারালে ওই নাবালক নীচে পড়ে লাঙলে আটকে গেলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতালে পাঠায়। মঙ্গলবার ময়নাতদন্তের পর দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

# হিজলবনে পর্যটনের নতুন দিগন্ত

**কল্লোল মজুমদার**

**মালদা, ১০ নভেম্বর :** একদিকে হারিয়ে যাওয়া রাজকীয় শিকারের ইতিহাস, অন্যদিকে সীমান্তের কাঁটাতারের ওপারে বাংলাদেশ। মাঝখানে কয়েকশো বছরের প্রাকৃতিক ঐতিহ্য বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে হিজলবন। মালদার এই প্রাচীন বনভূমিকে ঘিরেই এবার পর্যটনের নতুন স্বপ্ন দেখছে প্রশাসন। এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম মিষ্টি জলের বাদাবন হিসেবে পরিচিত হিজলবনকে পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ শুরু হয়েছে। পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যের পাশাপাশি সীমান্তের এপারে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ দেখার সুযোগও মিলতে পারে পর্যটকদের। ফলে মালদার পর্যটন মানচিত্রে নতুন আকর্ষণ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে হিজলবনকে ঘিরে।

ইতিমধ্যেই এই উদ্যোগ নিয়ে প্রশাসনিক স্তরে আলোচনা শুরু হয়েছে। প্রতিমন্ত্রী জয়েল মুর্মু নিজে হিজলবন পরিদর্শন করে এলাকাটিকে পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার প্রস্তাব দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'হিজলবনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও ঐতিহাসিক গুরুত্বকে কাজে লাগিয়ে পর্যটকদের কাছে এই এলাকাকে আকর্ষণীয় করে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। রাস্তাঘাট, থাকার ব্যবস্থা সহ প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরির বিষয়গুলি নিয়ে প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা চলছে। প্রস্তাবিত পরিকল্পনা বন ও পর্যটন দপ্তরে পাঠানো হবে।'

তবে শুধু পরিকল্পনা করলেই হবে না। হিজলবনকে পর্যটন মানচিত্রে জায়গা করে দিতে গেলে প্রথমেই মেটাতে হবে যোগাযোগের সমস্যা। বর্তমানে বনভূমির ভিতরে পৌঁছানোর মতো উন্নত রাস্তা নেই। শেষের বেশ কিছুটা পথ হেঁটে, কোথাও আবার জমির আল ধরে এগোতে হয়। ফলে সাধারণ পর্যটকদের কাছে জায়গাটি এখনও সহজগম্য নয়। প্রয়োজন পর্যটকদের উপযোগী রাস্তা, নির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণকেন্দ্র এবং নিরাপদে থাকার ব্যবস্থা। একইসঙ্গে তৈরি করতে হবে প্রশিক্ষিত গাইডের দল। যাঁরা শুধু পাখি নয়, হিজলবনের গাছপালা, জলজ পরিবেশ এবং বন্যপ্রাণী সম্পর্কেও পর্যটকদের পরিচয় করিয়ে দিতে পারবেন। পরিবেশপ্রেমীদের মতে, হিজলবনের আসল সম্পদ তার জীববৈচিত্র্য। তাই পর্যটনের নামে যেন সেই সম্পদই বিপন্ন না হয়, তা নিশ্চিত করা জরুরি। পাখিপ্রেমী সুদীপ্ত মানির কথায়, 'বিশাল যে জলাশয় রয়েছে, তা এই মুহূর্তে মজে গিয়েছে। দ্রুত ওই জলাশয় সংস্কার না করতে পারলে পাখি আসা বন্ধ হয়ে যাবে। আর তাহলে পর্যটনকেন্দ্র গড়ার পরিকল্পনা থেকে যাবে শুধু খাতায়-কলমেই।'



- প্রায় তিন হাজার একরের বনভূমি কমে সরকারি হিসাবে এখন ১২০০ একর
- রাস্তা, থাকার ব্যবস্থা ও প্রশিক্ষিত গাইড তৈরির পরিকল্পনা প্রশাসনের
- কাঁটাতারের এপারে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ দেখার সুযোগ তৈরির ভাবনা

তাঁর মতে, অতিথি পাখি শিকার বন্ধ করা এবং জলাশয় সংস্কার করাও সমান জরুরি।

মালদার দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে সিঙ্গাবাদ-তিলাসনের বিস্তীর্ণ জলাভূমির মধ্যে অবস্থিত এই হিজলবনের ইতিহাসও যথেষ্ট সমৃদ্ধ। একসময় প্রায় তিন হাজার একর এলাকাজুড়ে বিস্তৃত ছিল বনভূমিটি। বর্তমানে সরকারি হিসেবেই তার আয়তন কমে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১২০০ একরে। পরিবেশপ্রেমীদের দাবি, জলাভূমি ও প্রকৃত বনভূমির পরিমাণ আরও কমেছে। হিজল, তমাল, গাব, ডুমুর, চালতা সহ নানা প্রজাতির গাছে ভরা এই বন একসময় বাঘ, চিতাবাঘ, হরিণ ও বুনো মোষের বিচরণক্ষেত্র ছিল। বর্ষায় বিস্তীর্ণ এলাকা জলে ডুবে গিয়ে তৈরি হত প্রাকৃতিক জলাভূমি। শীতকালে সেখানে ভিড় জমাত পরিযায়ী পাখি।হিজলবনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে রাজকীয় শিকারের ইতিহাসও। একশো বছরেরও বেশি আগে শিকারের জন্য বিখ্যাত ছিল এই বন। তৎকালীন বড়লাট লর্ড কার্জন, ডিউক অফ এডিনবরা, মুর্শিদাবাদের নবাব এবং ময়মনসিংহের মহারাজ সূর্যকান্তের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এখানে শিকারে এসেছিলেন বলে ঐতিহাসিক নথি ও মালদার প্রবীণ সাংবাদিক লালবিহারী মজুমদারের আত্মজীবনীতে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু নির্বিচারে শিকার, বনভূমি দখল ও পরিবেশের পরিবর্তনে সেই সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য আজ অনেকটাই হারিয়ে গিয়েছে। সম্প্রতি আগুনে প্রায় ৬০ একর ঘাসবন পুড়ে যাওয়ার ঘটনাও নতুন করে উদ্বেগ বাড়িয়েছে। এরই মধ্যে সীমান্তের অবস্থান হিজলবনের পর্যটন সম্ভাবনায় বাড়তি মাত্রা যোগ করেছে। কাঁটাতারের এপারে নির্দিষ্ট জায়গা থেকে বাংলাদেশ দেখার ব্যবস্থা করার ভাবনাও রয়েছে। তবে তার জন্য সীমান্ত রক্ষীবাহিনী ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিধিনিষেধ মেনে চলতে হবে।

সব মিলিয়ে, একসময়ের রাজকীয় শিকারের বন এবার পর্যটনের নতুন ঠিকানা হওয়ার অপেক্ষায়। তবে হিজলবনকে বাঁচিয়ে রেখেই পর্যটনের প্রসার ঘটানোই হবে প্রশাসনের কাছে আসল পরীক্ষা। রাস্তা, জলাশয় সংস্কার, গাইড এবং বন সংরক্ষণ— এই চারটি বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ না হলে নতুন পর্যটনকেন্দ্রের স্বপ্ন অধরাই থেকে যাবে।

## 'দূষণ কম'

*প্রথম পাতার পর*

কিন্তু বাস্তবে কিছুই হয়নি। শহরজুড়ে বিনা বাধায় শব্দবাজির বিক্রি ও তাণ্ডব চলেছে দিনরাত। পুলিশ বা পরিবেশ দপ্তরের আধিকারিকদের ভূমিকা ছিল হতাশাজনক। ফলে উৎসবে বিনিদ্র রাত কেটেছে শিশু-প্রবীণ-অবোলা প্রাণীদের।

পরিবেশপ্রেমী অভিযান সাহার বক্তব্য, 'এবার দেদারে শব্দবাজি ফাটছে। কোথাও পুলিশ বা পরিবেশ দপ্তরের লোকজনকে বাধা দিতে দেখিনি। আমাদের তো সমস্যা হচ্ছেই, পশুপাখির কথা একবার ভাবুন। ওদের অবস্থা তো আরও ভয়ংকর।' তাঁর দাবি, 'শহর থেকে শ্যামাপোকা উধাও হয়ে গিয়েছে। সেই ইস্যুতে কেউ কথা বলে না।' শব্দবাজি নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনকে আরও কঠোর হওয়ার পরামর্শ অভিযানের। শিলিগুড়ি কলেজের ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক পার্থপ্রতিম রায়ের মতেও, বাজি নিয়ন্ত্রণে রাজ্য সরকারকে আরও কড়া পদক্ষেপ করতে হবে।

মন্ত্রী শংকর মঙ্গলবার সকালে সাংবাদিকদের সামনে জানান, ২০২১ সালের ৪ নভেম্বর কালীপুজোর দিন গড় একিউআই ছিল ১৩০। ৮ নভেম্বর ২০২৬ কালীপুজোর দিন গড় একিউআই ছিল ৮৩। এছাড়া, শব্দ দূষণ প্রসঙ্গে তাঁর দাবি, ২০২২ সালের ২৪ অক্টোবর কালীপুজোর দিন সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত ১২০-১২৪ ডেসিবল ছিল শব্দের মাত্রা। অন্যদিকে, ২০২৬ সালের ৮ নভেম্বর পুজোর দিন একই সময়ে মাত্রা ছিল ১০৭-১১০।

শিলিগুড়ির বিধায়কের কথায়, 'প্রশাসনের উদ্যোগ আর স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির আবেদন সত্ত্বেও বাজি ফেটেছে। বয়স্ক, অবোলা জীবদের সমস্যা হচ্ছে। তবে, শত চেষ্টা সত্ত্বেও শব্দবাজি ফাটানো ১০০ শতাংশ বন্ধ করা সম্ভব নয়।'

এরপরই তিনি বলেন, 'সামনে ইংরেজি বর্ষবরণ। বছরভর শব্দবাজি ফাটে। আগামীতে যেন এই ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তা নিয়ে দ্রুত পুলিশ ও পরিবেশ দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করব।'

শহর শিলিগুড়িতে দূষণ পরিমাপক যন্ত্রের খোঁজ করতে গিয়ে প্রথমেই ধাক্কা লাগে। পুরনিগমে যে যন্ত্রটি একসময় বসানো ছিল, তা এখন আর নেই। অন্যদিকে, নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তরফে এক আধিকারিক বাবুপাড়ায় একটি যন্ত্র বসানো রয়েছে বলে দাবি করলেও এদিন সেখানে গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে অবস্থান সম্পর্কে জানা যায়নি। স্থানীয় প্রাক্তন কাউন্সিলারও এব্যাপারে কিছু বলতে পারেননি। তিনবাত্তি মোড়ে যে ডিসপ্লে বোর্ডটি রয়েছে, এদিন সকালে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে পরিবেশ ও আবহাওয়া সংক্রান্ত অন্য তথ্য পেলেও একিউআই দেখা গেল না। তাছাড়া, বোর্ডের একাংশ বিকল অবস্থায় রয়েছে। পরিবেশপ্রেমী অনিমেষ বসুর মতে, মহানন্দা নদী কাছে থাকায় স্বাভাবিকভাবেই সেখানকার যন্ত্রে তুলনামূলক সতেজ আবহাওয়ার তথ্য ধরা পড়বে।

সবুজ মঞ্চের রাজ্য সহ সভাপতি অনিমেষের দাবি, মন্ত্রীর দেওয়া তথ্যের সঙ্গে বাস্তবের মিল আছে কি আদৌ? শহরের মাঝে শব্দ দূষণ মাপার একটিও যন্ত্র নেই। সবগুলিই বাইরে। তাহলে ঘনজনবসতিপূর্ণ এলাকার তথ্য পাওয়া যাবে কীভাবে?

তাঁর কথায়, 'দুর্গাপুজোয় ডিজের ব্যবহার বন্ধ হওয়ায় পরিবেশপ্রেমীরা দু'হাত তুলে সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছিল। আশা ছিল, কালীপুজোতেও সরকার কঠোরভাবে শব্দবাজি নিয়ন্ত্রণ করবে। বাস্তবে হল না। হাসপাতাল, নার্সিংহোমের সামনে বাজি ফেটেছে। পুলিশ-প্রশাসন ব্যবস্থা নেয়নি। বাম ও তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারের আমলের রেকর্ড ভেঙে এবার শব্দবাজি ফেটেছে।'

# তদন্তে সিজ পুলিশের গাড়ি

*প্রথম পাতার পর*

যোগ রয়েছে কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশের গাড়ির চাকাটি দিলীপের ছোড়া গুলিতেই ফুটো হয়েছিল কি না, তা জানতে টায়ারের নমুনা পরীক্ষা করা হবে। গাড়ির ভিতর থেকে কোনও গুরুত্বপূর্ণ সূত্র বা আঙুলের ছাপ মেলে কি না, তাও তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন। ফরেন্সিক দলের সদস্যরা গাড়ি ও ঘটনাস্থল থেকে প্রয়োজনীয় নমুনা সংগ্রহ করেন। এই ঘটনায় এলাকায় চরম উত্তেজনা এখনও রয়েছে। রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার সুপার ডাঃ সোনাওয়ানে কুলদীপ সুরেশ বলেন, 'ফরেন্সিক দল তদন্ত করছে। তারা সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছে।'

এদিকে দিলীপের দেহ রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে রাখা ছিল। মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পরে পুলিশের ক্যামেরাম্যান এবং ডিএসপি পদমর্যাদার আধিকারিকদের উপস্থিতিতে রায়গঞ্জ শহরের ২২ নম্বর ওয়ার্ডের বন্দর শ্মশানে বৈদ্যুতিক চুল্লিতে সৎকারের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এদিন বৈদ্যুতিক চুল্লি খারাপ থাকায় কাঠের চুল্লি ব্যবহার করে শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়। শ্মশান চত্বরেও আঁটোসাঁটো নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পুলিশ এই ঘটনায় রায়গঞ্জ থানায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে। ঘটনার পর কীভাবে তদন্ত এগিয়েছে, অভিযুক্ত কোথায় আত্মগোপন করেছিলেন, পুলিশের সঙ্গে কীভাবে গুলির লড়াই শুরু হয়েছিল এবং শেষপর্যন্ত কী ঘটেছিল, তা নিয়ে এলাকায় চর্চা চলছে। আবদুলঘাটা কাণ্ডে পুলিশের 'জিরো টলারেন্স' নীতির প্রয়োগ নিয়েও আলোচনা চলছে।

এদিন দুপুর ১টা নাগাদ ফরেন্সিক দল রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পৌঁছায়। সূত্রের খবর, কলকাতা থেকে আসা দুটি দলও এই পরীক্ষায় যুক্ত ছিল। বিশেষজ্ঞরা প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে মৃতদেহের বিভিন্ন অংশ পরীক্ষা করেন। ময়নাতদন্তের সময় দিলীপের দেহ থেকে বের করা দুটি বুলেটও তাঁরা সংগ্রহ করেন। পাশাপাশি শরীরের একাধিক অংশ থেকে নমুনা এবং লালারস সংগ্রহ করা হয়। দেহের পরীক্ষার কাজ শেষ করে ফরেন্সিক দল সরাসরি ঘটনাস্থলে যায়। ফরেন্সিক আধিকারিকরা সেখান থেকে রক্তমাখা মাটি সংগ্রহ করেন। বিকেল ৪টে নাগাদ তিন সদস্যের দলটি রায়গঞ্জ থানায় পৌঁছায়। থানায় এসে রায়গঞ্জ থানার আইসির ব্যবহৃত গাড়িটি সিজ করা হয়। গাড়ির চাকায় আটকে থাকা নাইন এমএম বুলেটটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়। সংগৃহীত সামগ্রী দলের সঙ্গে আনা অ্যাম্বুল্যান্স ভ্যানের ভিতরের ফ্রিজে সংরক্ষণ করা হয়। ফরেন্সিক দলের নির্দেশে পুলিশের ক্যামেরাম্যান প্রতিটি ধাপের ভিডিওগ্রাফি করেন।

পুলিশের বয়ানের সঙ্গে ঘটনাস্থল ও গাড়ি থেকে পাওয়া নমুনার মিল কতটা তা ফরেন্সিক পরীক্ষার রিপোর্টের উপর নির্ভর করবে। তদন্তকারীরা গুলির দিক, গাড়ির ক্ষতচিহ্ন এবং উদ্ধার হওয়া বুলেটের প্রকৃতি মিলিয়ে ঘটনার ধারাবাহিকতা বোঝার চেষ্টা করছেন।

## অথই জলে শহর

*প্রথম পাতার পর*

২২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা লিপি ঘোষও স্ট্যান্ডপোস্ট থেকে জল সংগ্রহ করেন। তিনি বলেন, 'নিয়ম করে জল পাওয়া চ্যালেঞ্জের বিষয়। এদিন সকাল থেকে অপেক্ষা করে থাকার পর প্রায় এক ঘণ্টা বাদে জল পাওয়া গেল। তবে এই জল পানের যোগ্য নয়।' একই ওয়ার্ডের সঞ্জীব ঘোষের বক্তব্য, 'মাঝেমধ্যেই জলে একটা দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। ফলে তা পান করা যায় না। বাধ্য হয়ে বাজার থেকে টাকা দিয়ে জল কিনে আনতে হয়। এদিনও তাই করতে হবে।' অন্যদিকে ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সুজিত সাহা জানান, সোমবার বিকেলে জল পেলেও মঙ্গলবার সকালে তা মেলেনি। তিনি বলেন, 'এভাবে হঠাৎ করে জলের পরিষেবা বন্ধ হয়ে গেলে আমাদের সমস্যায় পড়তে হয়।'

তবে শিলিগুড়িতে পানীয় জলের সমস্যা নতুন নয়। বিভিন্ন এলাকায় নির্ধারিত সময়ে পর্যাপ্ত জল না পাওয়ার অভিযোগ দীর্ঘদিনের। পুজোর আবহে ফের একাধিক ওয়ার্ডে একই সমস্যায় বাসিন্দাদের ভোগান্তি বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতে প্রাক্তন কাউন্সিলাররা পুরনিগমের ভূমিকা নিয়ে সরব হয়েছেন। ৭ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলার পিন্টু ঘোষ বলেন, 'বিদ্যাসাগরপল্লি, যাদবপল্লি সহ বেশ কিছু এলাকায় সকালের দিকে পানীয় জল মেলেনি। পুর কর্তৃপক্ষের গাফিলতির জেরেই এই সমস্যা তৈরি হয়েছে।'

৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলার বিমান তরফদার বললেন, 'এদিন সকালে জলের সমস্যা ছিল। অনেকেই ফোন করে বিষয়টি জানিয়েছিলেন।' ফের যাতে সমস্যা না হয় সেজন্য ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জোরালো হয়েছে।



*অবাক চোখে হাজারো কৌতূহল।। গাজোলে পঙ্কজ ঘোষের তোলা ছবি।*

## ভিটেমাটি বাঁচাতে রেলের সঙ্গে সংঘাতে

**লাটাগুড়ি, ১০ নভেম্বর :** পূর্ব লাটাগুড়ি স্টেশনপাড়ায় রেলের উচ্ছেদের নোটিশ ঘিরে মঙ্গলবার বিকেলে বাসিন্দারা বিক্ষোভ দেখালেন। প্রায় ২০০ জন লাটাগুড়ি স্টেশনে এই বিক্ষোভে শামিল হন। তাঁদের দাবি, ওই এলাকায় প্রায় ৩০০টি পরিবার দীর্ঘদিন ধরে রেলের জমিতে বসবাস করছে। রেল ইতিমধ্যেই ২০০-র বেশি পরিবারকে উচ্ছেদের নোটিশ দিয়েছে। আলোচনার জন্য বুধবার ডিআরএম অফিসে বাসিন্দাদের যেতে বলা হলেও তাঁরা সেখানে যাবেন না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। রেলের পরবর্তী পদক্ষেপ দেখেই তাঁরা আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কর্মসূচি ঠিক করতে চান।

# বাঘিনীর ভুটানযাত্রা

*প্রথম পাতার পর*

তাঁর কথায়, 'রাজ্য বা দেশের সীমানা তো আর বাঘিনী চেনে না।'

এই পরিস্থিতিতে চুনিয়াঝোরায় কার্যত নজরদারির বলয় তৈরি করেছে বন দপ্তর। বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের পূর্ব ডিভিশনের বিভিন্ন রেঞ্জ থেকে কর্মীদের সেখানে নিয়ে আসা হচ্ছে। বন দপ্তর সূত্রে খবর, চুনিয়াঝোরা এলাকাটি হাতিপোঁতা রেঞ্জের অন্তর্গত। ওই রেঞ্জের কর্মীদের পাশাপাশি অন্য রেঞ্জের বনকর্মী এবং বাঘিনীর দায়িত্বে থাকা কর্মীরাও নজরদারির কাজে যুক্ত হয়েছেন। প্রায় শতাধিক বনকর্মীকে ১৫টি দলে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। বক্সা থেকে তিনটি কুনকি হাতি নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেখানে। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান থেকেও আরও তিনটি কুনকি পৌঁছেছে চুনিয়াঝোরায়। সব মিলিয়ে বাঘিনীর গতিবিধির উপর নজর রাখতে এখন একযোগে কাজ করছেন বনকর্মীরা।

বন দপ্তরের উদ্বেগের পিছনে রয়েছে ভৌগোলিক অবস্থানের পাশাপাশি প্রশাসনিক বাস্তবতাও। অসম থেকে বাঘিনীকে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে দুই রাজ্যের মধ্যে প্রশাসনিক সমন্বয় সহজ হয়েছিল। দুই রাজ্যেই বিজেপি সরকার এবং কেন্দ্রেও একই দলের সরকার থাকায় কোনও প্রশাসনিক জটিলতা তৈরি হয়নি। কিন্তু ভুটানে চলে গেলে পরিস্থিতি একেবারে অন্যরকম হতে পারে। বাঘিনীর উপর নজরদারি চালানো যেমন কঠিন হবে, তেমনই তাকে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়াতেও জটিলতা তৈরি হতে পারে। ফলে ভুটান সীমান্তের এত কাছে বাঘিনীর অবস্থান বন দপ্তরের কাছে বাড়তি চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তবে বাঘিনীকে ঘিরে বক্সার বনকর্তাদের মাথাব্যথা শুধু তার ভুটানযাত্রার আশঙ্কা নয়। এর সঙ্গে জুড়েছে এনক্লোজার থেকে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে পালানোর রহস্যও। অসম থেকে ফিরিয়ে আনার পর এনক্লোজারে রাখা হয়েছিল বাঘিনীকে। কিন্তু রবিবার মাটি খুঁড়ে সুড়ঙ্গ তৈরি করে সেখান থেকে বেরিয়ে গিয়েছে, এমন তত্ত্ব ভাসছে। কীভাবে একটি বাঘিনী এনক্লোজারের নীচ দিয়ে মাটি খুঁড়ে বেরিয়ে যেতে পারে, তা নিয়েই এখন প্রশ্ন। বনমন্ত্রী জানিয়েছেন, এই ঘটনা সামনে আসার পর বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এবার এর তদন্তে নামছে ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটি (এনটিসিএ)। কারণ, কোনও টাইগার রিইন্ট্রোডাকশন কর্মসূচিতে এ ধরনের ঘটনা আগে দেখা যায়নি।

এনটিসিএ-র অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর জেনারেল অফ ফরেস্ট সঞ্জয় কুমার বলছেন, 'কোনও বাঘ মাটিতে গর্ত করে এনক্লোজার থেকে বেরিয়ে যাবে, সেটা আগে দেখা যায়নি। এটা বাঘের স্বভাব নয়। বাঘ এনক্লোজার থেকে বেরোনোর জন্য দৌড়ঝাঁপ করতে পারে। আঘাতও করতে পারে। তবে মাটিতে গর্ত করে বেরিয়ে যাওয়ার ঘটনা আগে দেখা যায়নি। রাজ্য বন দপ্তর থেকে এই বিষয়টি নিয়ে একটি রিপোর্ট দেওয়া হবে। আমাদের তরফেও তদন্ত করা হবে।'

সুড়ঙ্গ খোঁড়া যে বাঘের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নয়, সেকথা উত্তরবঙ্গ সংবাদই প্রথম প্রকাশ্যে এনেছে। একাধিক বিশেষজ্ঞ ও প্রাক্তন বনকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে সে সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে মঙ্গলবারই। এদিনই সঞ্জয় কুমারও সেই একই মন্তব্য করেছেন।

বক্সার এক আধিকারিক অবশ্য দাবি করছেন, অসম থেকে ফিরিয়ে আনার পর থেকেই এনক্লোজার থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল বাঘিনী। কখনও মাটি খোঁড়ার চেষ্টা করেছে, কখনও ফেন্সিংয়ে থাবা বসিয়েছে। শেষপর্যন্ত প্রায় আড়াই ফুট গর্ত করে এনক্লোজারের নীচ দিয়ে বেরিয়ে যায় সে। বন দপ্তরের একাংশের দাবি, বাঘিনী নিজেই মাটি খুঁড়ে সুড়ঙ্গ তৈরি করেছিল। যদিও এই ব্যাখ্যা নিয়ে বন দপ্তরের অন্দরেই সংশয় রয়েছে। অন্য একটি অংশের মতে, যে জায়গা দিয়ে বাঘিনী বেরিয়ে গিয়েছিল, সেখানকার মাটি অতিরিক্ত নরম ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। উইপোকার কারণে মাটির বাঁধন আলগা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। পাশাপাশি এনক্লোজার তৈরির সময় কোনও গাফিলতি ছিল কি না, উঠছে সেই প্রশ্নও।

কারণ, এনক্লোজার তৈরির কাজ হয়েছিল অনেকটাই তড়িঘড়ি। মাটির কতটা গভীরে ভিত্তি তৈরি করে কংক্রিটের ঢালাই করা হয়েছিল, তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। এনক্লোজারের নির্মাণে প্রয়োজনীয় গভীরতা ও মজবুতি বজায় রাখা হয়েছিল কি না, সেটাও তদন্তের বিষয় হতে পারে। ফলে বাঘিনীর সুড়ঙ্গ খুঁড়ে পালানোর পিছনে তার স্বাভাবিক আচরণ, মাটির প্রকৃতি, নাকি এনক্লোজার তৈরির ত্রুটি- কোনটি দায়ী, তা খুঁজে বের করাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ।

একদিকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে ভুটান সীমান্ত, অন্যদিকে এনক্লোজারের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন। বাঘিনীকে নিয়ে তাই জোড়া চ্যালেঞ্জের মুখে বন দপ্তর। মন্ত্রীও বটে।

# আপত্তি সোনিয়ার

*প্রথম পাতার পর*

প্রকাশ্যে এল। নয়াদিল্লিতে মঙ্গলবার বইটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ হয়।

সেই বইয়ে বীরভূমের কীর্ণাহার গ্রামের ব্রাহ্মণ সন্তান প্রণবের সঙ্গে ২০১০ সালের কোনও এক সময়ে তাঁর কথোপকথন তুলে ধরেছেন রাজীব-জায়া। তিনি লিখেছেন, 'তৎকালীন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরমের সঙ্গে প্রণব মুখোপাধ্যায়ের তীব্র মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। একবার এব্যাপারে নিজের বিরক্তি প্রকাশের পর প্রণব আমাকে চমকে দিয়ে পরামর্শ দিয়েছিলেন, সরকারের শীর্ষপদে পরিবর্তনের সময় এসেছে।' এরপরই সোনিয়ার মন্তব্য, 'প্রধানমন্ত্রী হওয়ার যে দীর্ঘ সুপ্ত বাসনা প্রণবের মধ্যে ছিল, আমার মনে হয় তার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন উনি।' ২০০৪-এর লোকসভা ভোটে কংগ্রেসের বিপুল সাফল্যের পর প্রণবকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছিল বাঙালি। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ভাবতে শুরু করেছিল, জ্যোতি বসুর ক্ষেত্রে সিপিএম যা হতে দেয়নি, ইন্দিরা গান্ধি মন্ত্রীসভার 'নম্বর টু' প্রণবের ক্ষেত্রে তার পুনরাবৃত্তি করবে না কংগ্রেস। কংগ্রেস নেতৃত্বের চাপ থাকলেও 'অন্তরাত্মার ডাকে' প্রধানমন্ত্রী হননি বটে সোনিয়া। কিন্তু তিনি প্রণবকে সুযোগ দেননি। বরং ওই পদে এগিয়ে দিয়েছিলেন মনমোহন সিংকে। ২০০৯-এ ফের বিপুল ভোটে কংগ্রেস জেতার পরও প্রণবকে নিয়ে আশায় বুক বেঁধেছিল পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। সেটাও হয়নি। প্রণব তখনও কংগ্রেসের ক্রাইসিস ম্যানেজার ছিলেন, ছিলেন সোনিয়ার অন্যতম পরামর্শদাতা।

কিন্তু তাঁকে যে তিনি কখনও প্রধানমন্ত্রী করতে চাননি, তা স্মৃতিকথায় প্রকাশ করে দিলেন খোদ সোনিয়াই। সে সময় তিনি কীভাবে প্রণবের ইচ্ছাকে সামাল দিয়েছিলেন, তারও উল্লেখ আছে ইন্দিরার বড় পুত্রবধূর আত্মজীবনীতে। যেখানে তিনি লিখেছেন, 'আমি অত্যন্ত কৌশলে সেদিন আলোচনার বিষয়বস্তু বদলে দিয়েছিলাম।'

তবে রাজীব-পত্নী একথাও বলেছেন যে, 'ওই ঘটনার পর প্রণব হতাশ হলেও দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেননি। পরে ২০১২ সালে কংগ্রেস তাঁকে দেশের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রার্থী করে এবং তিনি নির্বাচিত হন।' মনে করা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী না করা হলেও বাঙালি প্রণবকে উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া হয়েছে বলে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন সোনিয়া।

তাঁর আত্মজীবনীর ওই অংশ সামনে আসার পর প্রণব-কন্যা শর্মিষ্ঠা প্রশ্ন তুলেছেন, 'এতে চমকে যাওয়ার কী আছে? উচ্চাকাঙ্ক্ষী হওয়াটা কি অপরাধের? বিশেষত যদি সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষা রাজনীতি ও প্রশাসন, কঠোর পরিশ্রম এবং মেধাবী মননের দীর্ঘ কয়েক দশকের অ





ছাতা মাথায় নিয়েই তৃতীয় ম্যাচ দেখতে এসেছিলেন দর্শকরা। তাঁদের মুখে হাসি ফোটাতে চেষ্টার ত্রুটি রাখেননি মাঠকর্মীরাও।

### টেস্ট দলে যোগ দিচ্ছেন শুভমান-লোকেশরা

# বৃষ্টিতে পণ্ড ম্যাচ, শেষ দুইয়ে নেতৃত্বে শ্রেয়স

**হ্যামিল্টন, ১০ নভেম্বর :** প্রথম দুই ম্যাচেও প্রকৃতি ছড়ি ঘুরিয়েছে। ডাকওয়ার্থ লুইস স্টার্ন নিয়মে ম্যাচের ফলাফল চূড়ান্ত হয়। উভয় দ্বৈরথেই শেষ হাসি হেসেছিল শুভমান গিলের ভারত। এদিন হ্যামিল্টনে তৃতীয় ম্যাচে সেই সুযোগও দেয়নি বৃষ্টি। টস হলেও বাইশ গজে কোনও বল পড়ার আগেই ম্যাচ বাতিল হয়ে যায় বৃষ্টিতে।

টসের পর থেকেই বৃষ্টির জমাটি প্রত্যাবর্তন। পিচ কভারে ঢাকা পড়ে যায়। দীর্ঘ অপেক্ষার পর যে কভার আর ওঠানোর মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। কখনও হালকা তো কখনও জাঁকিয়ে। শেষপর্যন্ত প্রকৃতির সামনে হার মানে মাঠকর্মীদের যাবতীয় প্রয়াস। একাধিকবার মাঠ পর্যবেক্ষণ শেষে ম্যাচ বাতিলের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন আম্পায়াররা। কাকভেজা হয়ে দর্শকরা ফিরলেন প্রিয় দলের খেলা দেখার সুযোগ হাতছাড়ার একরাশ হতাশা নিয়ে।

ফলস্বরূপ, প্রথম দুই ম্যাচ জেতার সুবাদে স্কোরলাইন ভারতের পক্ষেই ২-০ রয়ে গেল। বাকি দুই ম্যাচ হারলেও সিরিজ খোয়ানোর আশঙ্কা নেই গৌতম গম্ভীরের দলের। তবে এদিন ম্যাচ ভেস্তে যাওয়ায় ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের টানা ১১টি ওডিআই সিরিজ জয়ের দৌড় থমকে গেল। আটকে গেল দক্ষিণ আফ্রিকা, ২০০২-২০০৭-এর মধ্যে টানা ১৭টি ওডিআই হোম সিরিজ জেতার নজির ভাঙার লক্ষ্য।

হোম-রেকর্ডে দাপটে ব্রেকের পর এবার মাউন্ট মৌনগানুইতে অনুষ্ঠেয় শেষ দুই ম্যাচে (১৩ ও ১৫ নভেম্বর) সিরিজ হার বাঁচানোর টক্কর মিচেল স্যান্টনারদের কাছে। চলতি ওডিআই সিরিজে বৃষ্টি পিছু না ছাড়লেও শেষ দুই দ্বৈরথে সুখবর। এখনও পর্যন্ত মাউন্ট মৌনগানুইয়ে আবহাওয়াতে বন্ধুত্বের পূর্বাভাস।

এদিনও টসে জেতেন শুভমান। সিরিজে টানা তৃতীয়বার। তখনই বৃষ্টি নিয়ে প্রমাদ গুনছিলেন ভারতীয় অধিনায়ক। বলছিলেন, 'আশা করি, আবহাওয়া ঠিক হয়ে যাবে এবং নিজেদের পারফরমেন্স আরও একবার তুলে ধরার সুযোগ পাব আমরা। থেকে থেকে বৃষ্টি, বৃষ্টির আশঙ্কা নিয়ে খেলতে নামা, খেলোয়াড়দের জন্য সঠিক পরিস্থিতি নয়। এদিনের দলে কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না। গত ম্যাচের দলই খেলবে।'

> দেশের হয়ে খেলা সবার কাছেই স্বপ্ন। একেবারে আলাদা অনুভূতি। 'এ' দলের হয়ে নিউজিল্যান্ডে খেলেছি। ফলে এখানকার পিচে সঠিক লাইন, লেংথ কী হওয়া উচিত, প্রাথমিক একটা ধারণা ছিল। সেটাই কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছি।
> -অংশুল কম্বোজ



টসের পর মিচেল স্যান্টনারের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়ে শুভমান গিল। যদিও ম্যাচে দাঁড়ি পড়ে যায় তারপরই।

উত্তেজক ক্রিকেটের পথে আবহাওয়া বাধা হবে না বলে, টসের সময় আশাবাদী ছিলেন কিউয়ি অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনারও। কিন্তু আশাই সার। হ্যামিল্টনে সিরিজ জয় নিশ্চিত করে টেস্ট দলে যোগ দেওয়ার ইচ্ছেটাও হাতছাড়া অধিনায়ক শুভমানের। শেষ দুই ওডিআইয়ে দলে নেই শুভমান। যোগ দেবেন টেস্ট দলের সঙ্গে। ওডিআই সিরিজ জয়ের লক্ষ্যপূরণের দায়িত্ব আপাতত শ্রেয়স আইয়ারদের ওপর। শুভমানের অনুপস্থিতিতে বাকি দুই ম্যাচে নেতৃত্ব দেবেন শ্রেয়স।

শুভমানের সঙ্গে আগামীকাল টেস্ট দলের সঙ্গে যোগ দিতে ওয়েলিংটন উড়ে যাচ্ছেন লোকেশ রাহুল, অংশুল কম্বোজরা। ভাগ হচ্ছে সাপোর্ট স্টাফ টিমও। সীতাংশু কোটাক (ব্যাটিং কোচ) ও মর্নি মরকেল (বোলিং কোচ) যোগ দিচ্ছেন টেস্ট দলের সঙ্গে। থাকছেন হেড কোচ গৌতম গম্ভীর ও স্পিন বোলিং কোচ সাইরাজ বাহুতুলে। ১৬ তারিখ ওডিআই সিরিজ শেষে ওয়েলিংটন উড়ে যাবেন গম্ভীর-বাহুতুলে।

এদিকে ওয়েলিংটনে উড়ে যাওয়ার আগে অংশুল শোনালেন তাঁর কেরিয়ারে মহেন্দ্র সিং ধোনি, চেন্নাই সুপার কিংসের অবদানের কথা। বলেছেন, 'আমার কাছে চেন্নাইয়ের হয়ে খেলা বিরাট শিক্ষা। প্রচুর শিখেছি। এখনও শিখে চলেছি। ফলাফল নিয়ে কখনও মাথা খারাপ করিনি। বরাবর ধারাবাহিক প্রক্রিয়াতে ফোকাস রাখার চেষ্টা করি।'

ক্রিকেট বল হাতে তুলে নেওয়ার পর দেশের হয়ে খেলার স্বপ্নে বুঁদ ছিলেন। পরিশ্রমের সুফল, স্বপ্ন পূরণ। ভারতীয় দলের নবাগত পেসারের কথা, ''দেশের হয়ে খেলা সবার কাছেই স্বপ্ন। একেবারে আলাদা অনুভূতি। 'এ' দলের হয়ে নিউজিল্যান্ডে খেলেছি। ফলে এখানকার পিচে সঠিক লাইন, লেংথ কী হওয়া উচিত, প্রাথমিক একটা ধারণা ছিল। সেটাই কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছি।''

### প্রায় ফিট ঋষভ

# বৃহস্পতিবার ফের ফিটনেস পরীক্ষা

**বেঙ্গালুরু, ১০ নভেম্বর :** নেটে স্বাভাবিক ছন্দে ব্যাটিং করছেন। দীর্ঘসময় উইকেটকিপিংয়ের দায়িত্ব পালনেও কোনও সমস্যা হচ্ছে না।

ঋষভ পন্থ প্রায় ফিট হয়ে উঠেছেন। নিউজিল্যান্ডের মাটিতে আসন্ন দুই টেস্টের সিরিজে তাঁর অংশ নিতে সমস্যা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু তার আগে রয়েছে একটি শর্ত। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের অন্দরমহল থেকে জানা গিয়েছে, প্রায় ফিট হয়ে ওঠা ঋষভ আপাতত বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে রয়েছেন। সেখানেই আগামী বৃহস্পতিবার আরও এক দফা ফিটনেস পরীক্ষা দিতে হবে ঋষভকে। মনে করা হচ্ছে, সেই ফিটনেস পরীক্ষায় ঋষভের সফল হওয়া সময়ের অপেক্ষা।

বৃহস্পতিবার ঋষভকে ফিট ঘোষণা করা হলেই তিনি বেঙ্গালুরু থেকে সরাসরি নিউজিল্যান্ড উড়ে যাবেন। বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের একটি বিশেষ সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, ঋষভের নিউজিল্যান্ড ভিসাও তৈরি হয়ে রয়েছে। অপেক্ষা শুধু সরকারিভাবে তাঁর ফিট ঘোষণা হওয়ার। আগামী ১৯ নভেম্বর থেকে ওয়েলিংটনের বেসিন রিজার্ভের মাঠে শুরু হচ্ছে ভারত বনাম নিউজিল্যান্ডের প্রথম টেস্ট। তার আগেই ঋষভের নিউজিল্যান্ড পৌঁছে যাওয়ার সম্ভাবনা সময়ের সঙ্গে উজ্জ্বল হয়েছে। যদিও ইরানি কাপে পাওয়া চোটের কারণে দীর্ঘসময় ক্রিকেটের মূলস্রোতের বাইরে থাকা ঋষভ ফিট হয়ে নিউজিল্যান্ড পৌঁছে গেলেও প্রথম টেস্টে তাঁর খেলার সম্ভাবনা বেশ ক্ষীণ। নিউজিল্যান্ডের মাটিতে তিনটি বেসরকারি টেস্ট খেলে ফেলা ধ্রুব জুরেলকেই হয়তো দেখা যাবে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে। জুরেল ব্যাট হাতে বড় রানও করে ফেলেছেন নিউজিল্যান্ডের মাটিতে।



উইকেটকিপিং অনুশীলনে নেমে পড়লেন ঋষভ পন্থ।

# প্রস্তুতির সুযোগ হাতছাড়া বুমরাহ-প্রসিধদের

**ভারত 'এ' - ৪৬৯/৫ ডি.**
**নিউজিল্যান্ড 'এ' - ৩৬/২**
**(চার দিনের ম্যাচ ড্র)**

**লিঙ্কন, ১০ নভেম্বর :** নিউজিল্যান্ড জুড়ে যেন বৃষ্টির দাপট। হ্যামিল্টনে এদিন ভেস্তে যায় ভারত-নিউজিল্যান্ড তৃতীয় ওডিআই ম্যাচ। লিঙ্কনে অনুষ্ঠিত ভারত-নিউজিল্যান্ড 'এ' দলের চারদিনের ম্যাচের ছবিটাও এক। গতকালের পর এদিন চতুর্থ তথা শেষ দিনে একটা বলও খেলা হয়নি। ফলস্বরূপ, ১৯ নভেম্বর ওয়েলিংটনে টেস্ট সিরিজ শুরুর আগে লাল বলের ক্রিকেটে কিউয়ি আবহাওয়ায় গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতির সুযোগ হাতছাড়া জসপ্রীত বুমরাহ, প্রসিধ কৃষ্ণা, রবীন্দ্র জাদেজাদের।

যশস্বী জয়সওয়ালের দাপটে ৪৬৯/৫ স্কোর তোলে ভারতীয় 'এ' দল। জবাবে কিউয়ি 'এ' দল ৩৬/২ স্কোরে থাকা অবস্থায় বৃষ্টির আগমন। শেষ দুইদিনে যে স্কোরে কোনও পরিবর্তন হয়নি। নিউজিল্যান্ড 'এ' দলের ১৪ ওভারের ইনিংসে ৬ ওভার বোলিংয়ের সুযোগ পান বুমরাহ। ১১ রান দিয়ে কোনও উইকেট পাননি। টেস্ট সিরিজের প্রাক্কালে নিউজিল্যান্ডের মাটিতে লাল বলে প্রস্তুতি বলতে ওইটুকুই। রবীন্দ্র জাদেজা তো বল করার সুযোগই পাননি।

৫ ওভারে প্রসিধ ২ উইকেট নিলেও এখানকার বাইশ গজের বাউন্স, মুভমেন্টের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার পর্যাপ্ত সময় পাননি। চোট কাটিয়ে ফেরা প্রসিধকে কার্যত ম্যাচ প্রস্তুতি ছাড়াই টেস্টের চ্যালেঞ্জে নামতে হচ্ছে। বুমরাহ অপরদিকে শেষ প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলেছেন এশিয়ান গেমসে। টি২০ ফরম্যাটে। লাল বলে আরও আগেই। নিউজিল্যান্ডে পা রাখার পর দুজনের পাখির চোখ ছিল 'এ' দলের হয়ে তৃতীয় চারদিনের ম্যাচে প্রস্তুতি সেরে নেওয়া। কিন্তু বিধি বাম।

### 'এ' দলের চারদিনের ম্যাচ

প্রথম দুটি বেসরকারি টেস্টও অমীমাংসিতভাবে শেষ হয় (যে দলে ছিলেন না বুমরাহ-প্রসিধ-জাদেজা)। এদিন নির্ণায়ক ম্যাচেও একই পরিণতি। ৩ ম্যাচের 'এ' দলের সিরিজ ০-০ স্কোরে অমীমাংসিতভাবে শেষ হল। বুমরাহ-প্রসিধের প্রস্তুতির লক্ষ্য পূরণ না হলেও শেষ দুই ম্যাচে সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে ছন্দে থাকার হুংকার যশস্বী জয়সওয়ালের ব্যাটে। রান পেয়েছেন টেস্ট দলে থাকা ধ্রুব জুরেল, দেবদত্ত পাডিক্কাল, বি সাই সুদর্শনরাও।



হ্যামিল্টনের মতো একই ছবি মঙ্গলবার দেখা গেল লিঙ্কনেও। বৃষ্টি থেকে বাঁচাতে ঢেকে রাখা হল বাইশ গজ। বেসরকারি টেস্টের চতুর্থ দিনে খেলা হল না একটা বলও।

## 'সোনার ছেলে' কুবারসি, বর্ষসেরা একাদশে মেসি

**তুরিন, ১০ নভেম্বর :** স্পেনের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দলের ডিফেন্ডার পাউ কুবারসির মুকুটে নতুন পালক। 'গোল্ডেন বয়' পুরস্কার জিতলেন বার্সেলোনার ১৯ বছর বয়সি এই ফুটবলার।

প্রতিবছর ইতালির এক বিখ্যাত সংবাদপত্র কর্তৃক ইউরোপের অনূর্ধ্ব-২১ কোনও এক প্রতিভাকে 'গোল্ডেন বয়' পুরস্কার প্রদান করা হয়। অক্টোবরে ২৫ জন মনোনীতের তালিকা প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই কুবারসিকে অন্যতম দাবিদার হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছিল। অবশেষে তাঁর হাতেই 'সোনার ছেলে'র সম্মান উঠতে চলেছে। আগামী ১৪ ডিসেম্বর এক জমকালো অনুষ্ঠানে পুরস্কারটি গ্রহণ করবেন কুবারসি।



ক্লাব ও বিশ্বকাপে ভালো খেলার পুরস্কার পেলেন পাউ কুবারসি।

এদিকে সোমবারই ফিফপ্রো-র বর্ষসেরা একাদশ প্রকাশিত হল। ব্যালন ডি'অর জয়ী হ্যারি কেনের জায়গা হয়নি সেই দলে। ফিফপ্রো-র নির্বাচিত বর্ষসেরা একাদশে রয়েছেন আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড, লামিনে ইয়ামাল, কিলিয়ান এমবাপের মতো তারকারা। রয়েছেন লিওনেল মেসিও। এই নিয়ে রেকর্ড ১৮ বার ফিফপ্রো-র বর্ষসেরা একাদশে জায়গা পেলেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। বর্ষসেরা একাদশে এবার পুরুষ ও মহিলা বিভাগে স্প্যানিশ ফুটবলারদের আধিপত্য রয়েছে।

## আজই হয়তো ভাগ্যনির্ধারণ ক্যারিকের

**ম্যাঞ্চেস্টার, ১০ নভেম্বর :** ব্যর্থতার কানাগলি থেকে কিছুতেই বেরোতে পারছে না ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। প্রিমিয়ার লিগে ১০ ম্যাচ খেলা হয়ে গিয়েছে। তা থেকে ইউনাইটেডের প্রাপ্তি বলতে একটিমাত্র জয়। অবনমনের ভ্রূকুটি তাড়া করে বেরাচ্ছে রেড ডেভিলদের। আর সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ১৫ ম্যাচে জয়ের সংখ্যা মাত্র তিন। এই পরিস্থিতিতে আরও একবার কোচ ছাঁটাইয়ের পথে হাঁটতে পারে লাল ম্যাঞ্চেস্টার। বরখাস্ত হতে পারেন কোচ মাইকেল ক্যারিক।

ইউরোপের একাধিক সংবাদমাধ্যমের দাবি, আন্তর্জাতিক বিরতি শেষ হওয়ার আগেই ক্যারিককে ছেঁটে ফেলতে পারে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ম্যানেজমেন্ট। বুধবার মোনাকোয় ইউনাইটেড কর্তৃপক্ষের বৈঠকে বসার কথা। সেখানেই ক্যারিকের ভাগ্যনির্ধারণ হয়ে যেতে পারে। বিকল্প হিসেবে বেশ কিছু নাম আলোচনায় রয়েছে বলেও খবর। তবে দৌড়ে এগিয়ে রয়েছেন বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় দলের দায়িত্বে থাকা মৌরিসিও পোচেত্তিনো। তিনি নিজেও ইউনাইটেড কোচের হটসিটে বসতে আগ্রহী বলে শোনা যাচ্ছে। এছাড়াও হুলিয়ান নাগেলসম্যান, আন্তোনিও কন্তে ও এডি হাউয়ের নাম বিবেচনায় রয়েছে।

## ললিত মোদির সমর্থনে জুহি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ নভেম্বর :** তিনি বহুদিনই থাকেন বিলেতে। সেখান থেকেই সম্প্রতি এক ক্রিকেট ওয়েবসাইটে ললিত মোদি জানিয়েছিলেন, আইপিএলের সময় বদলের কথা। এপ্রিল-মে মাসের প্রবল গরমের বদলে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে আইপিএল হোক, এমন দাবি তুলেছিলেন ললিত। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে এই ব্যাপারে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া না পাওয়া গেলেও আজ কলকাতা নাইট রাইডার্সের অন্যতম কর্ণধার অভিনেত্রী জুহি চাওলা ললিতের সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন। কলকাতা নাইট রাইডার্সের অন্যতম মালকিন জানিয়েছেন, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে আইপিএল হলে ক্রিকেট ও ক্রিকেটারদের জন্য ভালোই হবে।

## রিঙ্কুর বিয়ে ৪ ডিসেম্বর

**নয়াদিল্লি, ১০ নভেম্বর :** বাগদান হয়ে গিয়েছে গত জুন মাসে। এবার সামাজিক বিয়ের পালা। আগামী ৪ ডিসেম্বর সমাজবাদী পার্টির সাংসদ প্রিয়া সরোজের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছেন ভারতীয় দলের ক্রিকেটার রিঙ্কু সিং। ইতিমধ্যেই আমন্ত্রণপত্র বিলি করা শুরু হয়ে গিয়েছে বলে রিঙ্কুর পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে। লখনউয়ের এক অভিজাত হোটেলের কনভেনশন সেন্টারে রিঙ্কু ও প্রিয়ার চার হাত এক হতে চলেছে। জানা গিয়েছে, আগামী ৪ ডিসেম্বর রিঙ্কুর বিয়ের আসরে টিম ইন্ডিয়ার বহু সদস্যের পাশে বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতাদেরও দেখা যাবে। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথেরও হাজির থাকার কথা রিঙ্কুর বিয়ের আসরে।

### অক্ষরকে ছাড়ছে না দিল্লি ক্যাপিটালস

# হার্দিকের পরিবর্তে মুম্বইয়ে অর্শদীপ, দাবি বাবার

**নয়াদিল্লি, ১০ নভেম্বর :** হার্দিক পান্ডিয়া যাচ্ছেন পাঞ্জাব কিংসে। পরিবর্তে ট্রেডে পাঞ্জাব কিংসের দীর্ঘদিনের যোদ্ধা অর্শদীপ সিংকে পাচ্ছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। এদিন যে খবরে কার্যত সিলমোহর লাগিয়ে দিলেন স্বয়ং অর্শদীপের বাবা দর্শন সিং। দুই ফ্র্যাঞ্চাইজির তরফে সরকারিভাবে কিছু জানানো হয়নি এখনও। সবুজ সংকেত আসেনি ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফেও। এরমধ্যেই নিউজিল্যান্ডে বসে চলতি যে জল্পনায় সত্যিটা সামনে আনলেন অর্শদীপের বাবা।

হ্যামিল্টনে ভেস্তে যাওয়া তৃতীয় ওডিআই ম্যাচে মাঠে ছিলেন দর্শন সিং। সেখানেই এক সাক্ষাৎকারে এই দাবি করেছেন। দর্শন সিং কোনও রাখঢাক না করেই বলে দেন, 'হ্যাঁ চুক্তি হয়ে গিয়েছে। ট্রেডে অর্শদীপ মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে যাচ্ছে।' যার অর্থ, ৮ বছরের অর্শদীপ-পাঞ্জাব কিংস সম্পর্কে ইতি। হার্দিকের নাম অর্শদীপের বাবা মুখে না আনলেও পরিবর্ত যে তারকা পেস-অলরাউন্ডার তা পরিষ্কার।

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স হার্দিককে ছাড়তে পারে, গত আইপিএলের পরই নিশ্চিত হয়ে যায়। একাধিক দলের সঙ্গে কথাও বলে নীতা আম্বানির ফ্র্যাঞ্চাইজি। কখনও চেন্নাই সুপার কিংস তো কখনও কলকাতা নাইট রাইডার্স, রাজস্থান রয়্যালসের নাম সামনে আসে। শেষপর্যন্ত অর্শদীপ-হার্দিকের মধ্যে বদলাবদলি। গত কয়েকদিন ধরেই যে জল্পনা ডানা মেলছিল। এদিন দর্শন সিংয়ের বক্তব্য কার্যত সেই দাবিকেই নিশ্চিত করল।

অর্শদীপের বাবা আরও বলেছেন, 'হঠাৎ করে খবরটা পেয়ে অবাক হয়েছিলাম আমরা। প্রথমে খারাপ লেগেছিল। পাঞ্জাব ওর ঘর। এই দলে খেলেই পরিচিতি পেয়েছে। পাঞ্জাব কিংসের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আবেগ, ভালোবাসা। যা চিরকালীন, সহজে ভোলার নয়। কিন্তু সব দলই ভারসাম্যকে অগ্রাধিকার দেয়। হয়তো তাই অর্শদীপকে ছেড়ে দিয়েছে। একইসঙ্গে ও মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের মতো দলে যাওয়ায় আমরা খুশি। যেখানে জসপ্রীত বুমরাহ, সূর্যকুমার যাদবদের মতো জাতীয় দলের সতীর্থদের পাবে।'

এদিকে, অধিনায়ক অক্ষর প্যাটেলের ট্রেডের জল্পনাকে উড়িয়ে দিয়েছে দিল্লি ক্যাপিটালস। আশুতোষ শর্মার ক্ষেত্রেও এক অবস্থান নিয়েছে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ফ্র্যাঞ্চাইজি। প্রাথমিকভাবে শোনা গিয়েছিল দুই তারকাকে ছাড়ার জন্য একাধিক ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছে দিল্লি। কিন্তু এদিন ফ্র্যাঞ্চাইজির এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, 'অক্ষরকে ছাড়ার সম্ভাবনা নেই। এই মুহূর্তে আর কোনও ট্রেডের পথে হাঁটার পরিকল্পনা নেই দিল্লি ক্যাপিটালসের।'





আইপিএলে এবার জার্সি বদল করছেন হার্দিক পান্ডিয়া ও অর্শদীপ সিং।




শতরানের পর ঈশ্বরকে ধন্যবাদ আর্যবীর শেহবাগের। আল আমিরাতে মঙ্গলবার।

# আর্যবীরের শতরানে জিতল যুব ভারত

**আল আমিরাত (ওমান), ১০ নভেম্বর :** খেলার ধরন অনেকটা বাবার মতোই। কিন্তু বাবার চেয়ে ধৈর্য অনেক বেশি। ব্যাটিংয়ের সময় একটু বেশিই সতর্ক হয়ে ব্যাট করেন আর্যবীর শেহবাগ (১৬৮ বলে ১৬০)।

তাঁর ধৈর্য, ব্যাটিং স্কিলের ঝলক আজ দেখে ফেলল দুনিয়া। বীরেন্দ্র শেহবাগের পুত্র আর্যবীরের ব্যাটে ভর দিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিকে ৭০ রানের বড় ব্যবধানে হারিয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের সেমিফাইনাল নিশ্চিত হয়ে গেল ভারতীয় দলের। আগামী বৃহস্পতিবার আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে সেমিফাইনাল ম্যাচ খেলবেন আর্যবীররা। প্রথমে ব্যাটিং করে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ভারতীয় অনূর্ধ্ব-১৯ দল করেছিল ৩০৯/৭। জবাবে ২৩৯ রানে অল আউট হয়ে যায় আমিরশাহি।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে হেরে গিয়েছিল ভারতীয় অনূর্ধ্ব-১৯ দল। সেই ম্যাচে হার নিশ্চিতভাবেই দলকে ধাক্কা দিয়েছিল লক্ষ্য রায়চন্দানির দলকে। আজ প্রথমে ব্যাটিং করতে নেমে শুরু থেকেই আগ্রাসী ব্যাটিং দেখা গিয়েছে ভারতীয় অনূর্ধ্ব-১৯ দলের। আর্যবীরকে দারুণভাবে সাহায্য করেন ভিকে বিনীথ (৬৭)। শেহবাগের পুত্র আর্যবীর শতরান করলেও টিম ইন্ডিয়ার আরেক কিংবদন্তি রাহুল দ্রাবিড়ের পুত্র অন্বয় (১২) শেষ ম্যাচের মতো আজও ব্যর্থ হয়েছেন। বৃহস্পতিবার আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে অনূর্ধ্ব-১৯ ভারতীয় দলের সাফল্যের এমন ছন্দ বজায় থাকলে ফাইনাল নিশ্চিত বলেই মনে করা হচ্ছে।

### অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ

## স্মৃতির নেতৃত্বে তিন ফরম্যাটের দলেই রিচা

# চোট সারিয়ে আফ্রিকা সফরে জেমিমা, আমনজ্যোৎ

**মুম্বই, ১০ নভেম্বর :** চোট সারিয়ে জেমিমা রডরিগেজ ও আমনজ্যোৎ কাউর আগামী মাসের দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের জন্য ভারতের দলে জায়গা পেয়েছেন। আমনজ্যোৎ অস্ট্রেলিয়ায় গত ফেব্রুয়ারিতে ভারতের হয়ে খেলার পর দীর্ঘ চোটের কারণে মাঠের বাইরে ছিলেন। তাঁকে শুধুমাত্র টি২০ দলেই নেওয়া হয়েছে। পিঠের চোট সারিয়ে ওঠা আমনজ্যোৎকে ধীরে ধীরে খেলায় ফেরানোর জন্যই শুধু টি২০ দলে রাখা হয়েছে। অন্যদিকে, ইংল্যান্ডে দ্য হান্ড্রেড টুর্নামেন্টের সময় হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পাওয়ার পর জেমিমা তিন ফরম্যাটেই দলে আছেন।

রেণুকা সিং জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক টি২০ সিরিজে দলে ছিলেন না, তবে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে এই ফরম্যাটের ১৭ সদস্যের দলে ফিরেছেন, কিন্তু টেস্ট ও ওয়ানডে দলে তাঁর জায়গা হয়নি।

পেস বোলার জিনতিমণি কলিতা, যিনি সম্প্রতি জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে ওয়ান ডে সিরিজে আন্তর্জাতিক অভিষেক করেছিলেন, তাঁকে টি২০ দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, তবে তিনি ওয়ান ডে দলে জায়গা ধরে রেখেছেন এবং একমাত্র টেস্টের দলেও সুযোগ পেয়েছেন।

শ্রেয়াঙ্কা পাতিল টি২০ দল থেকে এখনও বাইরে রয়েছেন। দীপ্তি শর্মা, নাল্লাপুরেড্ডি শ্রী চরণি ও প্রেমা রাওয়াতের মতো স্পিন বিকল্প থাকায় শ্রেয়াঙ্কার দলে জায়গা হয়নি। তিন ফরম্যাটেই টিম ইন্ডিয়াকে নেতৃত্বের দায়িত্ব পেয়েছেন স্মৃতি মান্ধানা। লম্বা অফফর্মের পরও দলে উইকেটকিপার হিসেবে জায়গা ধরে রেখেছেন শিলিগুড়ির রিচা ঘোষ। ৬ ডিসেম্বর থেকে শুরু সিরিজে প্রোটিয়াদের সঙ্গে ভারত একটি টেস্ট ছাড়াও তিনটি করে ওডিআই ও টি২০ ম্যাচ খেলবে।



*জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তনের খুশি নিয়ে চকোলেটে মজেছেন জেমিমা রডরিগেজ।*

**টেস্ট**

স্মৃতি মান্ধানা (অধিনায়ক), শেফালি ভার্মা, প্রতীকা রাওয়াল, হরমনপ্রীত কাউর, জেমিমা রডরিগেজ, হার্লিন দেওল, রিচা ঘোষ, ইয়াস্তিকা ভাটিয়া, দীপ্তি শর্মা, নাল্লাপুরেড্ডি শ্রী চরণি, স্নেহ রানা, ক্রান্তি গৌড়, নন্দনী শর্মা, জিনতিমণি কলিতা ও সায়ালি সাতঘারে।

**ওয়ানডে**

স্মৃতি মান্ধানা (অধিনায়ক), শেফালি ভার্মা, প্রতীকা রাওয়াল, হরমনপ্রীত কাউর, জেমিমা রডরিগেজ, হার্লিন দেওল, রিচা ঘোষ, ইয়াস্তিকা ভাটিয়া, দীপ্তি শর্মা, নাল্লাপুরেড্ডি শ্রী চরণি, বৈষ্ণবী শর্মা, ক্রান্তি গৌড়, নন্দনী শর্মা, জিনতিমণি কলিতা ও সায়ালি সাতঘারে।

**টি২০**

স্মৃতি মান্ধানা (অধিনায়ক), শেফালি ভার্মা, হরমনপ্রীত কাউর, জেমিমা রডরিগেজ, নিকি প্রসাদ, রিচা ঘোষ, গুনালান কমলিনী, অনুষ্কা শর্মা, দীপ্তি শর্মা, নাল্লাপুরেড্ডি শ্রী চরণি, প্রেমা রাওয়াত, আমনজ্যোৎ কাউর, ক্রান্তি গৌড়, নন্দনী শর্মা, রেণুকা সিং ঠাকুর, অরুন্ধতী রেড্ডি, সায়ালি সাতঘারে।

# নিউজিল্যান্ডে অনুশীলনে বিশালরা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ নভেম্বর :** নিউজিল্যান্ডের সময়ের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়াই এখন সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ ভারতীয় দলের। যদিও অনুশীলনে যথেষ্ট চনমনে লেগেছে গোটা দলকে।

ভারতীয় সময় বিকেল চারটে অর্থাৎ স্থানীয় সময় অনুযায়ী সোমবার রাত প্রায় সাড়ে এগারোটায় অকল্যান্ডে পৌঁছায় ভারতীয় দল। ভারতের থেকে সাড়ে সাত ঘণ্টা এগিয়ে নিউজিল্যান্ড। স্বাভাবিকভাবেই এখন দ্রুত সময়ের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে ফুটবলারদের। এদিন সকালে শারীরিক সক্ষমতার অনুশীলন হোটেলে করালেও বিকেলে মাঠে গিয়ে প্রস্তুতি শুরু করিয়ে দেন খালিদ জামিল। সময়ের পাশাপাশি চোট-আঘাত সমস্যাও ঝামেলায় ফেলেছে তাঁকে। খালিদ অবশ্য বলছেন, 'আবহাওয়া বা সময়ের এই ব্যবধান আমাদের কাছে সমস্যা নয়। ফুটবলাররা দ্রুত মানিয়ে নিয়েছে এবং এখন ম্যাচের প্রস্তুতি ও অনুশীলনেই ওদের ফোকাস।' আনোয়ার আলি, সন্দেশ ঝিংগান, রাহুল ভেকেরা না থাকায় যথেষ্ট অনভিজ্ঞ ভারতীয় দলের ডিফেন্স। সাইড ব্যাক হিসাবে খেলার জন্য তবু জয় গুপ্তা, আকাশ মিশ্র, অভিষেক সিং টেকচামদের মত ইন্ডিয়ান সুপার লিগের তারকারা আছেন। কিন্তু সেন্টার ব্যাক পজিশনে ক্লাব দলে অনিয়মিত মেহতাব সিংয়ের সঙ্গে তরুণ বিজয় ভার্গিস বা পরমবীরকে দায়িত্ব নিতে হবে নিজেদের দুর্গ সামলানোর। একটাই স্বস্তি, গোলে ফর্মে থাকা বিশাল কেইথ খেলবেন সম্ভবত। এর আগের তিন ম্যাচ ঘরের মাঠে খেলেছে ভারত। কিন্তু এবার অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলতে হবে বলেই বাড়তি চিন্তা থাকছে কোচের। খালিদ বলেছেন, 'এটা সম্পূর্ণ আলাদা পরিস্থিতি। তাই ম্যাচ আরও কঠিন হবে।' আক্রমণভাগে চোট পাওয়া এডমুন্ড লালরিনডিকার বদলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ফর্মে থাকা মহম্মদ সানানকে। এছাড়াও সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে না গিয়ে লিস্টন কোলাসো সিনিয়ার দলে যোগ দিয়েছেন।

এর আগে ২০১৮ সালে ইন্টার কন্টিনেন্টাল কাপে দুই দেশ মুখোমুখি হয় মুম্বইতে। সেবার ভারত হারে ১-২ গোলে। তারও আগে ১৯৮১ সালের মারডেকা কাপে মালয়েশিয়ায় নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে খেলে ভারত। সেবার গোলশূন্য ড্র হয় ম্যাচ। তারপর অবশ্য গঙ্গা এবং ওয়াইকাতো নদী দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গিয়েছে। ফুটবলে ক্রমশ পিছিয়েছে ভারত, আর নিউজিল্যান্ড এখন বিশ্বকাপের দল। তাই নানা সমস্যা সামাল দিয়ে তুল্যমূল্য লড়াই করবে খালিদের দল, এমন আশা করছেন না এদেশের অতি বড় ফুটবল সমর্থকও।





*নিউজিল্যান্ডে অনুশীলনে চলেছেন মেহতাব সিংও রায়ান উইলিয়ামস (বাঁয়ে)। স্ট্র্যাটেজি ঝালিয়ে নিচ্ছেন ভারতীয় দলের কোচ খালিদ জামিল।*

# সাফে শেষ চারের লক্ষ্যে আজ নামছে ভারত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ নভেম্বর :** সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ ফুটবলে ভারত শুরুটা করেছে পাকিস্তানকে হারিয়ে। সেই সুবাদে গ্রুপে খানিকটা সুবিধাজনক জায়গায় রয়েছে ব্লু টাইগাররা। বুধবার নৌশাদ মুসার ভারতের সামনে মালদ্বীপ। গ্রুপ পর্বের দ্বিতীয় তথা শেষ ম্যাচে টিম ইন্ডিয়ার লক্ষ্য সেমিফাইনালে জায়গা নিশ্চিত করা।

মালদ্বীপের বিরুদ্ধে ৩-০ গোলে জয়ের সুবাদে এই মুহূর্তে গ্রুপ শীর্ষে রয়েছে পাক ফুটবল দল। ভারত প্রথম ম্যাচে ৩ গোল করলেও পাকিস্তান পালটা দুটো গোল শোধ করেছিল। এই মুহূর্তে যা পরিস্থিতি মালদ্বীপ ম্যাচ থেকে ১ পয়েন্ট পেলে গ্রুপের দ্বিতীয় দল হিসেবে শেষ চারে জায়গা নিশ্চিত করে ফেলবেন সুহেল আহমেদ বাটরা। তবে শীর্ষস্থান দখল করতে হলে জয় ছাড়া বিকল্প কোনও পথ খোলা নেই ভারতের সামনে।

ধারে ভারে ভারত এগিয়ে থাকলেও মুসার দলের জন্য কাজটা খুব সহজ হবে না। নিউজিল্যান্ড সফরে গিয়েছে ভারতের সিনিয়ার ফুটবল দল। আর সাফে কার্যত যুব দল খেলানো হচ্ছে। দ্বিতীয় ম্যাচের আগে আরও বেশ কয়েকজন ফুটবলার ঢাকায় দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন ঠিকই। যারমধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম চিংলেনসানা সিং ও ম্যাকার্টন লুইস নিকসন। তবে বিজয় ভার্গিস ও মহম্মদ সুহেলকে আবার খালিদ জামিল নিউজিল্যান্ড সফরের জন্য ডেকে নিয়েছেন। আন্তর্জাতিক বিরতি শুরুর পর লিস্টন কোলাসোরও সাফের দলে যোগ দেওয়ার কথা ছিল। তাঁকেও নিউজিল্যান্ড নিয়ে যাওয়া হয়েছে। চোট নিয়ে ফিরে এসেছেন ভালপুইয়া। স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা হলেও মুসার পরিকল্পনা ধাক্কা খেয়েছে। প্রতিপক্ষ যতই দুর্বল হোক, এই পরিস্থিতি থেকে তিন পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়া খুব সহজ হবে না।

**সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে আজ**

**ভারত বনাম মালদ্বীপ**

**সময় :** দুপুর ৩টা, **স্থান :** ঢাকা
**সম্প্রচার :** ভিটো অ্যাপ

অতীত অভিজ্ঞতা থেকেও সতর্ক ব্লু টাইগাররা। পরিসংখ্যানে চোখ রাখলে দেখা যাবে মুখোমুখি সাক্ষাতে মালদ্বীপের বিপক্ষে অনেকটাই এগিয়ে ভারত। তবে ২০১৮ সালে সাফ ফাইনালে ভারতকে হারিয়ে খেতাব ঘরে তুলেছিল মালদ্বীপ। ফলে আত্মতুষ্টির কোনও জায়গা দিচ্ছেন না কোচ নৌশাদ। বুধবার শুরুতেই গোল তুলে নিতে পারলে ভারতের জন্য কাজটা খানিকটা সহজ হয়ে যাবে। সেই লক্ষ্যে মালদ্বীপ ম্যাচে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবলকেই হাতিয়ার করতে চাইবেন মুসা।



## বিশ্ব মঞ্চে সোনা এষা, মনুদের

**দোহা, ১০ নভেম্বর :** আইএসএসএফ শুটিং বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে মহিলাদের ২৫ মিটার পিস্তলের দলগত বিভাগ থেকে সোনা এল ভারতের ঝুলিতে। এষা সিং, মনু ভাকের ও দিব্যা সুব্বারাজুর ত্রয়ী মোট ১৭৬১ পয়েন্ট নিয়ে দলকে স্বর্ণপদক এনে দিলেন।

দলগত বিভাগের পাশাপাশি ব্যক্তিগত বিভাগেও পদক জয়ের সুযোগ ছিল এষা ও মনুদের সামনে। ২৫ মিটার পিস্তলে ফাইনালে উঠে চতুর্থ স্থানে শেষ করেন মনু। অষ্টম স্থান পেয়েছেন এষা। দুইজনেই লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকের জন্য কোটা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছেন। দিব্যা ব্যক্তিগত বিভাগে ফাইনালের আগেই ছিটকে যান। ইতিমধ্যেই জয়পাল মালব্য ১০ মিটার এয়ার পিস্তলে রুপো জিতে ভারতের প্রথম প্রতিনিধি হিসেবে অলিম্পিকের ছাড়পত্র নিশ্চিত করেছেন।

# আজ মুম্বইয়ে বাংলা, কলকাতায় সূর্যকুমাররা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ নভেম্বর :** রনজি ট্রফির প্রাথমিক পর্ব শেষ। জানুয়ারিতে দ্বিতীয় দফার খেলা শুরুর আগে দরজায় কড়া নাড়ছে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি। আগামী শনিবার থেকে শুরু হচ্ছে প্রতিযোগিতা। তার আগে মঙ্গলবার সকালে ইডেন গার্ডেন্সে দীর্ঘসময় অনুশীলন করল বাংলা দল। বুধবার বেলার দিকে মুম্বই উড়ে যাচ্ছেন অভিমন্যু ঈশ্বরণরা। ১৪ নভেম্বর কর্ণাটকের বিরুদ্ধে মুস্তাক আলির অভিযান শুরু করবে টিম বাংলা।

পূর্ণ শক্তির দল নিয়েই মুম্বই যাচ্ছেন বাংলা অধিনায়ক অভিমন্যু। শনিবার কর্ণাটকের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচের পর অলরাউন্ডার শাহবাজ আহমেদকে পাওয়া যাবে না। তিনি নেওয়া সামি বৃহস্পতিবার দিল্লি থেকে মুম্বইয়ে হাজির হচ্ছেন। বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'লাল বল থেকে সাদা বলের ক্রিকেটে দ্রুত মানিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী। শক্তিশালী দল নিয়েই মুস্তাকে নামছি আমরা। প্রস্তুতিও ভালো হয়েছে।' এদিকে মুস্তাক আলি প্রতিযোগিতা খেলতে আগামীকাল যখন মুম্বইয়ে পা রাখবে বাংলা দল, তার কিছু সময় পর সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন মুম্বই দল মুস্তাক আলি-র ম্যাচ খেলতে কলকাতায় হাজির হবে। স্কাই-কে নিয়ে ইতিমধ্যেই আগ্রহ তৈরি হয়েছে।

### সৈয়দ মুস্তাক আলি

রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপ খেলতে যাচ্ছেন দোহায়। সকালের ইডেনে অনুশীলনের পর বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'শাহবাজকে প্রথম ম্যাচের পর আমরা পাব না। ওকে না পাওয়া অবশ্যই ধাক্কা। কিন্তু মনে রাখতে হবে, ও আরও বড় জায়গায় যাচ্ছে। জাতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করা সবসময় গর্বের।' আগামীকাল বাংলা দল মুম্বই পৌঁছে যাওয়ার পর রাতের দিকে সেখানেই দলের সঙ্গে যোগ দেওয়ার কথা জোরে বোলার মুকেশ কুমারের। নিউজিল্যান্ডে ভারতীয় 'এ' দলের হয়ে সিরিজ খেলে আগামীকাল রাতের দিকে মুম্বই ফিরছেন মুকেশ। মহম্মদ সামিকেও পাচ্ছে বাংলা। লাল বলের ক্রিকেট থেকে সম্প্রতি অবসর



*সৈয়দ মুস্তাক আলির প্রস্তুতি সেরে বুধবার মুম্বই যাচ্ছেন অভিষেক পোড়েলরা।*



*দ্বিশতরানের পর ক্রেগ আরভিন।*

## শত বছরের নজির ভাঙলেন আরভিন

**শারজা, ১০ নভেম্বর :** গত ১০০ বছরে সবচেয়ে বেশি বয়সি ক্রিকেটার হিসেবে টেস্টে দ্বিশতরান করেছেন জিম্বাবোয়ের ক্রেগ আরভিন। ৪১ বছর ৮২ দিন বয়সে তিনি এই নজির গড়েছেন। তাঁর চেয়ে বেশি বয়সে দ্বিশতরানের নজির রয়েছে মাত্র দুইজনের। দক্ষিণ আফ্রিকার এরিক রোয়েন ১৯৫১ সালের ২৬ জুলাই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৪২ বছর ৬ দিন বয়সে দ্বিশতরান করেন। ইংল্যান্ডের জ্যাক হবস ১৯২৪-এ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ৪১ বছর ১৯৫ দিন বয়সে ২০০ রানে পৌঁছেছিলেন। শারজায় আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্টের পঞ্চম দিনে ২০৬ রান করে অপরাজিত থাকেন আরভিন। জিম্বাবোয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ৫২৩/৫ রান তোলার পর আম্পায়াররা টেস্টে দাঁড়ি টেনে দেন। টেস্ট ড্র হয়।

## ফিরে আসবই : লাবুশেন

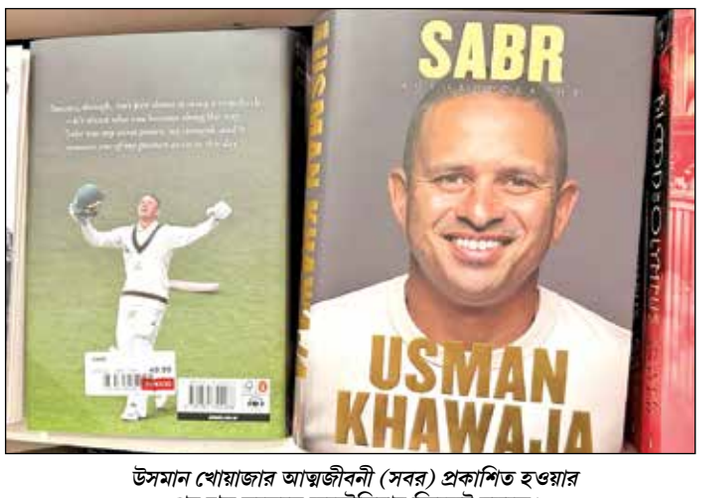
# খোয়াজার দাবি ওড়ালেন স্টার্ক

**মেলবোর্ন, ১০ নভেম্বর :** স্যান্ডপেপার গেট কেলেঙ্কারি নিয়ে উসমান খোয়াজার দাবি উড়িয়ে দিলেন মিচেল স্টার্ক। আত্মজীবনীতে প্রাক্তন অজি ওপেনার দাবি করেন, শুধু স্টিভেন স্মিথ, ক্যামেরন ব্যানক্রফট, ডেভিড ওয়ার্নাররাই নন, সবার শাস্তি হওয়া উচিত ছিল। কারণ, বল বিকৃতির ঘটনা দলের সবাই জানত। গতকাল ডেভিড ওয়ার্নার যে দাবিকে সমর্থন করলেও আজ একেবারে উলটো যুক্তি মিচেল স্টার্কের।

২০১৮ দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের বিতর্কিত যে ঘটনা নিয়ে স্টার্কের দাবি, '৮ বছর আগের ঘটনা। একেক জনের ভিন্ন ভিন্ন মত থাকতেই পারে। তবে আমার অবস্থানে বদল হচ্ছে না। ২০২১-এ আমরা যৌথভাবে (স্টার্ক, প্যাট কামিন্স, জোশ হ্যাজেলউড ও নাথান লায়োন) যে বিবৃতি দিয়েছিলাম, তার থেকে সরছি না। বল বিকৃতির জন্য মাঠে কোনও জিনিস নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি আমাদের জানা ছিল না। স্টেডিয়ামের জায়েন্ট স্ক্রিনে দেখার পরই জানতে পারি।'

উসমান খোয়াজা আত্মজীবনীতে আরও দাবি করেন, বিতর্কিত টেস্টের আগেও বল বিকৃতি করা হয়েছিল। যে দাবিকেও কার্যত খারিজ করে স্টার্ক বলেছেন, 'পোর্ট এলিজাবেথ টেস্টেও এমন কিছু ঘটেছিল বলে প্রথমবার শুনলাম। যারা এই নিয়ে লিখেছে (খোয়াজা), তারাই এর ব্যাখ্যা দিতে পারবে। আমি ওর বই পড়িনি। পড়ার পরিকল্পনাও নেই। নতুন মরশুম শুরু হচ্ছে। তার আগে পুরোনো বিষয় নিয়ে বলতে চাই না।'

এদিকে, অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট দল (নিউজিল্যান্ড সিরিজ) থেকে বাদ পড়ার পর প্রথম প্রতিক্রিয়াতেই ফিরে আসার আত্মবিশ্বাস মানার্স লাবুশেনের গলায়। টেস্ট র‍্যাংকিংয়ে প্রাক্তন এক নম্বর তারকার দাবি, 'ফিরে আসবই। এই নিয়ে আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে নামছি। এই সুযোগগুলির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে চাই। লক্ষ্য পরিষ্কার, জাতীয় দলে ফেরা। ক্রিকেটকে উপভোগ করার পাশাপাশি সেই কাজটা করতে চাই এখন।'




*উসমান খোয়াজার আত্মজীবনী (সবর) প্রকাশিত হওয়ার পর ঝড় তুলেছে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট মহলে।*

## ভালো জায়গায় পাকিস্তান

**রাওয়ালপিন্ডি, ১০ নভেম্বর :** শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় দিনের শেষে সুবিধাজনক জায়গায় ঘরের মাঠে খেলতে নামা পাকিস্তান। ব্যাট করতে নেমে তারা ৪৩৪/৯ স্কোরে প্রথম ইনিংস ডিক্লেয়ার করে। দিনের শেষে শ্রীলঙ্কার প্রথম তিন ব্যাটারকে ফিরিয়ে চাপ বাড়িয়েছে পাকিস্তান। মঙ্গলবার দিনের শেষে তাদের স্কোর ১১৪/৩। ক্রিজে রয়েছেন শ্রীলঙ্কার ধনঞ্জয় ডি সিলভা (২২) ও কামিন্দু মেন্ডিস (৪০)।

গতকালের ২৮১/৫ স্কোর থেকে এদিন শুরুটা ভালোই করেছিল পাকিস্তান। সাউদ শাকিল গতকালের অর্ধশতরানের পর এদিন তিনি ৯৩ রানে আউট হন। ষষ্ঠ ও সপ্তম উইকেটে তিনি গাজি ঘোরি (৪৮) এবং আরাফাত মিনহাসের (৫২) সঙ্গে যথাক্রমে ৯৬ ও ৪৪ রান যোগ করেন। তখন ৫০০ রান অসম্ভব মনে হচ্ছিল না। তবে খেলার গতির বিপরীতে শাকিল ফিরে যাওয়ায় বেশি দূর এগোয়নি পাক ইনিংস। এরপর নিয়ন্ত্রিত পেস বোলিংয়ে এক ঘণ্টার মধ্যে শ্রীলঙ্কার ৩ উইকেট ফেলে দেন সাকিব খানরা (৫৪/২)।

## বাংলা ক্রিকেট দলে শিলিগুড়ির ৪ জন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১০ নভেম্বর :** অনূর্ধ্ব-১৯ ও ১৫ মিলিয়ে বাংলার মেয়েদের ক্রিকেট দলে শিলিগুড়ির ৪ জন সুযোগ পেয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের একদিবসীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব-১৯ বাংলা দলের সম্ভাব্য ২৯ জনে রয়েছে রত্না বর্মন ও শিঞ্জিনী সরকার। অনূর্ধ্ব-১৫ বিভাগে সম্ভাব্য দলে প্রীতিকুমারি মাহাতো ও সানভি মিত্র ঠাঁই করে নিয়েছে। সিএবি-র তরফে মঙ্গলবার শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদে চিঠি দিয়ে এই খবর জানানো হয়েছে।

## ফাইনালে সোনার বাংলা

**কোচবিহার, ১০ নভেম্বর :** সোনার বাংলা যুব সংঘের ৮ দলীয় ফুটবলে ফাইনালে উঠল আয়োজকরা। মঙ্গলবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে তারা ৩-২ গোলে জিতেছে চিলাখানা স্পোর্টিং অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে। আয়োজকদের নবজিৎ নার্জিনারি, লক্ষ্মণ নার্জিনারি ও পাউলুস হেমব্রম গোল করেন। চিলাখানার গোল দুইটি রাজেশ মালি ও অভিজিৎ সিংয়ের। ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হয়েছেন পাউলুস। ১৭ নভেম্বর ফাইনালে আয়োজক দলের বিরুদ্ধে খেলবে দলসিংপাড়া স্পোর্টিং অ্যাকাডেমি।




*চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিয়ে ডেয়ারডেভিল কুইনস বারবিশা।*

*ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী*

## চ্যাম্পিয়ন ডেয়ারডেভিল বারবিশা

**আলিপুরদুয়ার, ১০ নভেম্বর :** নর্থ বেঙ্গল ক্রিকেট ডেভেলপমেন্ট ফোরাম, আলিপুরদুয়ার ইউনিটের উদ্যোগে এবং ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যান্ড গেমস অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় টেরাই ডুয়ার্স উইমেন্স ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল ডেয়ারডেভিল কুইনস বারবিশা। মঙ্গলবার ফাইনালে ডেয়ারডেভিল ৮২ রানে জিতেছে আলিপুরদুয়ার জংশন যুব সংঘের বিরুদ্ধে। আলিপুরদুয়ার টাউন ক্লাব মাঠে ডেয়ারডেভিল টসে জিতে ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৬০ রান তোলে। কোয়েল রায় ৪১ ও গীতাঞ্জলি সুরি ৩৮ রান করেন। হৈমাবতী রায় ১৮ রানে নিয়েছেন ২ উইকেট। জবাবে যুব সংঘ ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ৭৮ রানে থামে। সাক্ষী পান্ডের অবদান ১৪ রান। ফাইনালের সেরা মৌমিতা সরকার ৯ রানে ২ উইকেট নেন। সেরা ব্যাটার, সেরা বোলার এবং প্রতিযোগিতার সেরা হয়েছেন কোয়েল। সেরা ফিল্ডার বর্ষা রায়।

# ক্রীড়াবিদদের নির্বাচনে হার ঊষার, জিতলেন দোলা

**নয়াদিল্লি, ১০ নভেম্বর :** প্রথিতযশা ক্রীড়াবিদদের নির্বাচনে হেরে গেলেন ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থার সভাপতি পিটি ঊষা। শোনা যাচ্ছে তাঁকে সরিয়ে প্রাক্তন শুটার গগন নারাং এবার সভাপতি হতে চলেছেন। তবে ঊষার এখনও অলিম্পিক সংস্থার কার্যনির্বাহী সমিতির নির্বাচনে দাঁড়ানোর সুযোগ রয়েছে। এই জন্য তাঁকে জাতীয় ক্রীড়া পর্ষদের অন্তর্ভুক্ত কোনও খেলাধুলোর সংস্থার সাধারণ সভায় মনোনয়ন পেতে হবে। অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া অবশ্য ঊষাকে প্রতিনিধি করতে রাজি নয়।

প্রথিতযশা ক্রীড়াবিদদের সাধারণ সভায় মহিলা বিভাগে নিবাচিত হয়েছেন- প্রাক্তন লং জাম্পার অঞ্জু ববি জর্জ, প্রাক্তন ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় সাইনা নেহওয়াল, প্রাক্তন তিরন্দাজ দোলা বন্দ্যোপাধ্যায় ও হকি দলের প্রাক্তন অধিনায়ক রানি রামপাল।

পুরুষ বিভাগে গগন ছাড়াও প্রাক্তন বক্সার বিজেন্দর সিং, প্রাক্তন কুস্তিগির যোগেশ্বর দত্ত ও প্রাক্তন টেবিল টেনিস খেলোয়াড় কমলেশ মেহতা জিতেছেন। এই জন্য তাঁদের নির্বাচনে লড়তে হয়নি। কারণ বাকি চার প্রার্থী মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নেন। মহিলাদের বিভাগে প্রার্থী ছিলেন ছয়জন। সবচেয়ে বেশি ৫৩টি ভোট পেয়েছেন অঞ্জু। এরপর রয়েছেন রানি (৫০), দোলা (৪৫) ও সাইনা (৪৩)। ঊষা ৪০টি ভোট নিয়ে পঞ্চম স্থানে।




*৫ নম্বরে শেষ করেন পিটি ঊষা।*

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়িনী হলেন
কল্যাণ (পূর্ব)-এর এক বাসিন্দা



মহারাষ্ট্র, কল্যাণ (পূর্ব) - এর একজন বাসিন্দা মমতা রাজু প্যাটেল - কে 12.08.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 40H 69649 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "আমার কেনা ডিয়ার লটারির টিকিটটি যখন আমাকে এক কোটি টাকার পুরস্কার এনে দিয়েছে, তখন তা ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের মুহূর্ত। এই পুরস্কারের অর্থ আমার জীবনে একটি বড় প্রেরণা যোগাবে এবং আমি আগামী দিনে আমাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে এটি বিচক্ষণতার সাথে ব্যবহার করব।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজ্ঞাপিত তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।